বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবু হোসেন সিদ্দিক

অধ্যাপক

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্টাডিজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক

ইসমত জেরিন

এম. ফিল. প্রোগ্রাম

রেজিস্ট্রেশন নং: ৩৭১/২০০৩-০৪

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

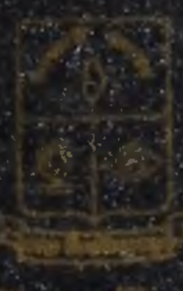

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

University of Dhaka

ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবু হোসেন সিদ্দিক

অধ্যাপক

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

GIFT

গবেষক

ইসমত জেরিন

এম. ফিল. প্রোগ্রাম

রেজিস্ট্রেশন নং- ৩৭১/২০০৩-০৪

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

467436

Dhak University Library

467436

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

University of Dhaka

ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

RB
B
338.634
JEB

NY

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ইসমত জেরিন

এম. ফিল. প্রোগ্রাম

রেজিস্ট্রেশন নং- ৩৭১/২০০৩-০৪

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

467436

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

University of Dhaka

ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. আবু হোসেন সিদ্দিক
অধ্যাপক
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের এম ফিল গবেষক ইসমত জেরিনের "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্ম কর্ম নয় বরং গবেষকের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। গবেষণা অভিসন্দর্ভটির খসড়া ও চূড়ান্ত পান্ডুলিপি অদ্যোপান্ত আমি পাঠ করেছি এবং তা এম ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

আমি তাঁর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

467436
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ড. আবু হোসেন সিদ্দিক) 20/2/13
তত্ত্বাবধায়ক
Dr. Abu Hossain Siddique
Professor
Department of International Business
University of Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাবক্ষুল আ'লামিনের প্রতি, যিনি আমাকে এই পৃথিবীতে বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সামর্থ্যদান করেছেন।

আমার গবেষণার শিরোনাম "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধন লাভ করে। তৎকালীন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং অত্র বিভাগের অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতায় আমি এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করি। তাঁদের সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করা সম্ভব হতো না। এজন্য আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বর্তমান অভিন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বিন্যাস পদ্ধতি প্রণয়নে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক-এর প্রজ্ঞা, বিবেচনা, সততা, নিষ্ঠা, অবিরত উৎসাহ ও অণুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। বিশেষ করে বর্তমানে আমার তত্ত্বাবধায়ক অন্য বিভাগে থেকেও তিনি তাঁর অকৃপন আন্তরিকতা, সূচিন্তিত মতামত এবং অকৃত্রিম ভালোবাসার মাধ্যমে আমার গবেষণাকর্মকে অনেক সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন। সত্যি বলতে আমি তাঁর স্নেহে ধন্য।

কম্পিউটার কম্পোজ ও তথ্য সংগ্রহ করে জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন সিদ্দিকী আমাকে সহায়তা করে কৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও পাবলিক লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন লাইব্রেরী, বিসিক লাইব্রেরী এবং BIDS ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান আমাকে বাধিত করেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার পিতা-মাতার প্রতি, যাঁদের ওয়াসিলায় মহান আল্লাহ আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পরিবারের আমার প্রিয় সদস্যদের অবদানকে স্বীকার করছি যাঁরা আমাকে অত্র প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। এছাড়া আমার এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে যে ছোট সোনামনি তার কথা উল্লেখ না করে পারছি না সে হচ্ছে আমার আঠারো মাস বয়সের কণ্যা রাইদা মাহ্জাবিন।

আমি আরো যাদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করছি তারা হলেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাগণ, যারা তাদের মতামত ও মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা" এই অভিসন্দর্ভটি লেখার কাজে যাঁরা আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁদের সকলের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(ইসমত জেরিন)
এম. ফিল. ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

"বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব গবেষণাকর্ম এবং আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা কিংবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি বা প্রদান করা হয়নি।

Usmat Zerin
20.02.13

(ইসমত জেরিন)
এম.ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

দেশের শিল্প খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ আজ সর্বত্র গুরুত্ব পাচ্ছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে ৭তম অবস্থানে বাংলাদেশ। জনঘণত্বের দিক দিয়ে নগররাষ্ট্র হংকং ও সিংগাপুরের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। এখানো আমরা পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের চেয়ে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। যদিও আমাদের দেশজ উৎপাদন, রেমিটেন্স খাতে আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পসহ অন্যান্য খাতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছি। দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। কৃষি এ দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলেও দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) এ খাতের অবস্থান ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ কমে আসছে। অন্যদিকে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান এবং গুরুত্ব বাড়ছে।

গত ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ৩৭.৬ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩২.০৮ শতাংশে ২০১০-১১ অর্থবছরে তা আরো কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫.৫২ শতাংশে। অপরদিকে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে শিল্প (ম্যানুফেকচারিং) খাতের অবদান ৯.০৮ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৮.৪১ উন্নীত হয়েছে। উক্ত সময়ে জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩৪ শতাংশ এবং জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের অবদানের হার ছিল শিল্প খাতের মোট অবদানের ২৯ শতাংশ। বর্তমান অবস্থায় কৃষিতে নতূন কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকোচিত হয়ে আসছে। তবে শিল্প খাতে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের বিনিয়োগ, আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভবনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে উক্ত খাতের ব্যাপক উন্নয়নের সম্ভবনাকে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দেশব্যাপী জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার ২৩৭টি (ক্ষুদ্র শিল্প ৯৩৬৬০টি, কুটির শিল্প ৬৩৬৫৭৭টি) এবং এখাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৩.৩৭ লক্ষ জনের। অথচ বিসিক কর্তৃক ১৯৬১ সালে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

যথাক্রমে ১৬৩৩১ ও ২৩৪৯৩১টি। এ সংখ্যা ১৯৯১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ক্ষুদ্র শিল্প ৩৮২৯৪টি ও কুটির ৪০৫৪৭৬টিতে। উক্ত খাতে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫.১৪ ও ৭.১০ শতাংশ থেকে ৫.২৯ এবং ৭.৭৪ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। এসব তথ্যাবলী থেকে এটা সহজে অনুমেয় যে, দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা, অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপিতে) অবদান এবং প্রবৃদ্ধির হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের জরিপ অনুযায়ী ১৯৭৮ ও ১৯৮০ সালের পর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিটের সংখ্যা যথক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪২৮৯ এবং ৮৩৭৭৩টি। উল্লিখিত সময়ে উক্ত খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২৩৬৪৪৮ এবং ৪১৪৪০২ জন। এটা নিঃসন্দেহে উক্ত খাতের অমিত সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের বিভিন্ন কর্মকান্ডসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের ফল।

জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা **(Millennium Development Goals)** অর্জনের জন্য এবং সর্বোপরি একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণসহ স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী হয়েছে। আগামী ২০১৩ সালে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা ২০২১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত উন্নয়নের ও রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মাধ্যমে ২০২১সালে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিতিদান এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রতিটি পরিবারে অন্ততঃ একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিষয়টিকে সমধিক প্রাধান্য দিয়ে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ ক্ষুদ্র ও কুটির এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্য উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। দেশের শিল্পখাতে সামুগ্রিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ আজ সর্বত্র গুরুত্ব পাচ্ছে। দেশের চাহিদা, রপ্তানি আয়বৃদ্ধি, রেমিটেন্স প্রবাহ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্পসম্মৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আগামী দিনেও এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে একথা মাথায় রেখে উল্লিখিত গবেষণা কর্মটি শুরু করি যার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা কতটুকু সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকে এবং শিল্পখাতে উন্নয়ন সম্পর্কিত গতি প্রকৃতির কারণ অনুসন্ধান।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়নপত্র		I
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		II
ঘোষণাপত্র		III
সারসংক্ষেপ		IV - V
সূচীপত্র		VI - IX
সারণিসমূহ		X - XI
প্রথম অধ্যায় (সূচনা)		
১.১	ভূমিকা	২-৩
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
১.৩	গবেষণার যৌক্তিকতা	৪-৫
১.৪	অনুমিত সিদ্ধান্ত	৬
১.৫	গবেষণা পদ্ধতি	৬-৮
১.৬	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা)		
২.১	বাংলাদেশের শিল্পের ক্রমবিকাশ	৯
২.২	স্বাধীনতা পূর্ববর্তী শিল্পখাত	১০
২.৩	স্বাধীনতাত্তোর শিল্পখাত	১০-১১
২.৪	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প	১১
২.৫	বাংলাদেশের কুটির শিল্প	১১
২.৬	জাতীয় শিল্পনীতি	১২-১৪
২.৭	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের সহায়তা কার্যক্রম	১৪-১৬
২.৮	সংরক্ষিত শিল্প	১৬
২.৯	নিয়ন্ত্রিত শিল্প	১৬
২.১০	অগ্রাধিকার শিল্প	১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

	তৃতীয় অধ্যায় (বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প)	পৃষ্ঠা নং
৩.১	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পরিচিতি	২০
৩.২	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২১-২২
৩.৩	বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ	২২-২৪
৩.৪	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন	২৪-২৭
৩.৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়নের সমস্যাবলী	২৮-২৯
৩.৬	শিল্পনীতি ও প্লট বরাদ্দ নীতিমালা	২৯
৩.৭	জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পনগরীসমূহের অবদান	২৯-৩১
৩.৮	শিল্পনগরী স্থাপন কর্মসূচি	৩১-৩৩
৩.৯	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা	৩৩-৩৬
৩.১০	জাতীয় শিল্পনীতি (২০১০ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাত)	৩৬-৩৭
	চতুর্থ অধ্যায় (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের কার্যক্রম ও সামাজিক উন্নয়ন)	
৪.১	কার্যক্রমসমূহ	৩৯
৪.২	উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম	৩৯
৪.৩	নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	৩৯
৪.৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪০
৪.৫	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৪০
৪.৬	নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র	৪০-৪২
৪.৭	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৪২-৪৩
৪.৮	ঋণ কার্যক্রম	৪৩
৪.৯	লবণ উৎপাদন কর্মসূচি	৪৩-৪৪
৪.১০	মৌমাছি পালন কর্মসূচি	৪৪
৪.১১	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন	৪৪
৪.১২	দহগ্রাম অঙ্গরপোতা অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন	৪৫
৪.১৩	বিসিকের শিল্পনগরী কার্যক্রম	৪৫
৪.১৪	বিসিকের মনোটাইপ শিল্পনগরী স্থাপন	৪৫-৪৬
৪.১৫	সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহ	৪৬-৫৩
৪.১৬	ঢাকা, খুলনা, কুমিল্লা ও বরিশাল জেলায় অবস্থিত শিল্পনগরীসমূহের বিস্তারিত তথ্য	৫৩-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
(জরিপকৃত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ)

		পৃষ্ঠা নং
৫.১	নমুনা একক	৭৭
৫.২	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	৭৭
৫.৩	উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি	৭৮
৫.৪	সারণি	
৫.৪.১	শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরন ও নিয়োজিত জনশক্তি সম্পর্কিত সারণি	৭৮
৫.৪.২	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন প্রদত্ত সহায়তা বিষয়ক সারণি	৭৯
৫.৪.৩	শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সমস্যাদি	৮০
৫.৪.৪	শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সারণি	৮১
৫.৪.৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের ভূমিকা	৮১
৫.৪.৬	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি প্রদান ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়তা বিষয়ক সারণি	৮২
৫.৪.৭	আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধিতি প্রয়োগ সম্পর্কিত সারণি	৮৩
৫.৪.৮	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সহায়ক	৮৪
৫.৪.৯	শিল্পায়নে শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কিত সারণি	৮৪
৫.৪.১০	কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সারণি	৮৫
৫.৪.১১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশ বা সরকার কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সহায়ক সম্পর্কিত সারণি	৮৬
৫.৪.১২	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন শিল্পায়নে আরও কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা সম্পর্কিত অভিমত	৮৭
৫.৪.১৩	ক্ষুদ্র ও কুটিরজাত শিল্প পণ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান এবং পণ্যের ব্যবহার প্রসার সম্পর্কিত সারণি	৮৮
৫.৪.১৪	শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা সম্প্রসারণের সারণি	৮৯
৫.৪.১৫	বেকার সমস্যা হ্রাস ও কর্মসংস্থানের বর্তমান অবস্থার সারণি	৮৯
৫.৪.১৬	শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৯০
৫.৪.১৭	শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক তথ্য	৯১
৫.৪.১৮	শিল্প প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরাপত্তার ধরণ	৯১
৫.৪.১৯	প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত সারণি	৯২

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় পৃষ্ঠা নং

(গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সমস্যাবলী)

৬.১ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী ৯৩

সপ্তম অধ্যায়

(গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল, উপসংহার ও সুপারিশ)

৭.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ৯৫-৯৬

৭.২ উপসংহার ৯৬-৯৭

৭.৩ সুপারিশ ৯৮-৯৯

(পরিশিষ্ট)

পরিশিষ্ট ১ (গ্রন্থপঞ্জী) ১০০-১০১

পরিশিষ্ট ২ (তথ্য নির্দেশ) ১০২

পরিশিষ্ট ৩ (প্রশ্নপত্র) ১০৩-১০৯

সংযুক্তি ১১০

Dhaka University Institutional Repository

সারণিসমূহ

		পৃষ্ঠা নং
৫.৪.১	শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরন ও নিয়োজিত জনশক্তি সম্পর্কিত সারণি	৭৮
৫.৪.২	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন প্রদত্ত সহায়তা বিষয়ক সারণি	৭৯
৫.৪.৩	শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সমস্যাদি	৮০
৫.৪.৪	শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সারণি	৮১
৫.৪.৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের ভূমিকা	৮১
৫.৪.৬	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি প্রদান ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়তা বিষয়ক সারণি	৮২
৫.৪.৭	আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধিতি প্রয়োগ সম্পর্কিত সারণি	৮৩
৫.৪.৮	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সহায়ক	৮৪
৫.৪.৯	শিল্পায়নে শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কিত সারণি	৮৪
৫.৪.১০	কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সারণি	৮৫
৫.৪.১১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশ বা সরকার কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সহায়ক সম্পর্কিত সারণি	৮৬
৫.৪.১২	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন শিল্পায়নে আরও কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা সম্পর্কিত অভিমত	৮৭
৫.৪.১৩	ক্ষুদ্র ও কুটিরজাত শিল্প পণ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান এবং পণ্যের ব্যবহার প্রসার সম্পর্কিত সারণি	৮৮
৫.৪.১৪	শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা সম্প্রসারণের সারণি	৮৯
৫.৪.১৫	বেকার সমস্যা হ্রাস ও কর্মসংস্থানের বর্তমান অবস্থার সারণি	৮৯
৫.৪.১৬	শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৯০
৫.৪.১৭	শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক তথ্য	৯১
৫.৪.১৮	শিল্প প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরাপত্তার ধরণ	৯১
৫.৪.১৯	প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত সারণি	৯২

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

সারণী-১ ২৩
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত বেসরকারি বিনিয়োগ

সারণী-২ ২৪
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী শিল্পখাত বিনিয়োগ

সারণি-৩ ৩১
শিল্পনগরীসমূহের বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

সারণি-৪ ৩৬
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যাগত বিকাশের ধারা (১৯৬১-২০১১)

সারণি- ৫ ৪৩
লবন উৎপাদনের চাহিদা ও লক্ষ্য মাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পূর্বে যারা ভারতবর্ষ শাসন করেছেন তারা কখনোই এ দেশে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলতে চায়নি। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল এদেশে তাদের তৈরি শিল্প পণ্যের বাজার সৃষ্টি। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের নাগপাশ থেকে পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পরাধীনতার শৃংখল থেকে বাঙালি জাতি মুক্ত হতে পারেনি। পাকিস্তানের দু'টি অংশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার সবকিছুই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই দু'টি অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। প্রকৃত অর্থে গোটা দেশটাই ছিল কৃষি নির্ভর। রাষ্ট্রের পূর্বাংশে উৎপাদিত হতো পাট এবং পশ্চিমাংশে তুলা। পাট এবং তুলা দু-ই রফতানি হতো। শিল্পজাত প্রায় প্রতিটি পণ্যই বিদেশ থেকে আমদানি হতো। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয় পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের চেয়ে ১০ গুণ বেশী ছিল। গত ১৯৫৪-৫৫ সালে এই দু'অংশের আয় সমান হয়ে আসে। তবে ১৯৬৪-৬৫ সালেও কৃষি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের শতকরা ৫৮ ভাগ আসতো এবং শতকরা ৪২ ভাগ আসতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।

১৯৫১ থেকে ১৯৭০ এ বিশ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৪৩৪০ কোটি টাকা। অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয় ১১৩৩০ কোটি টাকা। এই অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কখনোই শিল্পের বিকাশ কিংবা অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে পারেনি। ষাটের দশকে যন্ত্রশিল্পের যেটুকু প্রসার ঘটে সেখানেও প্রধান্য ছিল পশ্চিমা অবাঙালিদের। শুধু তাই নয় ব্যাংক, বীমা, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যসহ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতিটি খাত ছিল তাদের হাতে। প্রাদেশিক সরকারের হাতে তেমন কোন ক্ষমতাই ছিল না। এমনি এক প্রতিকূল অবস্থার মাঝে 'পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন' (ইপসিক) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন ইপসিক, যা আজকের বিসিক। সে সময় এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য উদ্যোক্তাদের শিল্পায়নে সহায়তা প্রদান করা। 'ইপসিক' কর্তৃক তখন উদ্যোক্তাদের প্রধানত: যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো তা হলো: কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং সেগুলো বেসরকারি উদ্যোক্তদের নিকট সহজ কিস্তিতে বিক্রি।

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্প পরিমাণ ঋণ বিতরণ ইত্যাদি। ষাটের দশকে বিসিকের কর্মপরিধিতে কিছুটা পরিবর্তন আসে। প্রতিষ্ঠানটি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রকল্প বাছাই থেকে শুরু করে কারখানা স্থাপন, উৎপাদন ও পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। দেশে প্রথম শিল্পনগরী স্থাপন কর্মসূচীর তখনই শুরু।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল। এ নীতিতে উভয় সরকারের মাধ্যমে শিল্পায়নের কথা বলা হলেও নির্দিষ্ট ২৭টি শিল্পখাতের ক্ষেত্রে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। সত্যিকারের অর্থে শিল্পায়নের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের তেমন কোন ক্ষমতাই ছিল না। ১৯৫৯ সালে পাকিসত্মানে দ্বিতীয় শিল্পনীতি প্রণীত হয়। এ নীতির সাথে পূর্বেকার নীতি মৌলিক যে পার্থক্য ছিল তা হলো : উক্ত নীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৫৯ সালে শিল্পনীতির প্রধান কয়েকটি দিক ছিল, ১) কৃষিনির্ভর শিল্প–কারখানার উপর গুরম্নত্ব প্রদান , ২) বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমনির্ভর শিল্প গড়া ৩) কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক গুরম্নত্ব প্রদান, কম মূলধনে দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ৪) শিল্পায়নে অনগ্রসর এলাকার দিকে বিশেষ নজর দেয়া ইত্যাদি। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নকে বিবেচনায় রেখে দেশের অর্থনীতিকে কৃষিনির্ভরতা থেকে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপলব্দি থেকেই ১৯৫৭ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকার 'পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন' (ইপসিক) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। যা স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিসিক নাম ধারণ করে। বিসিক বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমনি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে তেমনি কিছু ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করছে যা বিশ্বের দরবারে আদি ঐহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে। জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবক দল বা ইউ এন ভি কো'র-এর প্রতিনিধির মতামত অনুযায়ী বছরে বাংলাদেশ থেকে ১৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরী করতে হবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ২০১১ জুন পর্যন্ত খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ৩৫ লক্ষ। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় অগ্রগতি অর্জন বিসিকের সমুদয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য। আমার এ গবেষণায় এদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনার চেষ্টা কল্পের উপর গবেষণা চালানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু গবেষণা কাজটি সম্পাদন করতে গিয়ে সময়, সম্পদ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধা অনেক ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত থাকায় আমার পক্ষে সব তত্ত্ব তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে সাগর অতল" অপর দিকে শিল্প হচ্ছে আধুনিক বা উন্নত জীবনের প্রতীক, আর আধুনিক বা উন্নত জীবনকে রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিল্পায়ন। আর শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সেই ক্ষুদ্র বালুকনার দিয়ে শুরু অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন।

শিল্পের ৯টি খাতের মধ্যে বর্তমানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান জাতীয় অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা রাখছে। আর এ কারণে আমাদের দেশে স্থাপিত শিল্পের বর্তমান অবস্থার নিরিখে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্যতার আলোকে স্থাপিত বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এবং এ শিল্পের মাধ্যমে এক দিকে বিশাল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব এবং অন্য দিকে এ শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভীত মজবুত হচ্ছে। নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে উক্ত গবেষণা কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানা;
- বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিসিকের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন এলাকাসমূহের বর্তমান অবস্থার সঠিক চিত্র উপস্থাপন ও সুপারিশ পেশ করা;
- বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উন্নয়ন সম্পর্কিত গতি প্রকৃতির কারণ অনুসন্ধান;
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে নিয়োজিত কর্মীদের জীবন ও জীবিকার সাথে উৎপাদন কতটুকু সম্পর্কিত তা জানা।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

বিশ্বব্যাপী চলছে অর্থনৈতিক মন্দা। এই মন্দাভাব কাটানোর জন্য সারা বিশ্বব্যাপী উন্নত দেশগুলোর সাথে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এর মধ্যে অন্যতম। আমরা যদি আজকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম উন্নত দেশ জাপানের দিকে তাকাই, অষ্টাদশ শতকে জাপানের অর্থনীতি বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ ছিল। তারা প্রথমে মুদ্রাশিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। ১৯৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী, জাপানের সর্বমোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৯.৪% ক্ষুদ্র শিল্প। তারা একদিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং অন্যদিকে দেশের শিক্ষিত বেকার তরুণদের প্রশিক্ষণের জন্য অন্য দেশে প্রেরণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধিক জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত এই বাংলাদেশকেও জাপানের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রথমে ক্ষুদ্রশিল্পের উপর জোর দিতে হবে।

শিল্পোন্নয়নকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকে পরিণত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প; সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বগূর্ণ বিধায়, আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নেয়া হয়েছে।

এই গবেষণার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য বা যৌক্তিকতা হল, আমাদের দেশের একটি অবহেলিত সেক্টর হচ্ছে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। যার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩৪% যা কিনা আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির ২০১১-১২ লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অধিক।

উল্লেখ্য যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে, জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.০০%, অর্জিত হয়েছে ৬.৩০% এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতটি বাংলাদেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশকে দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করার জন্য এবং আমাদের ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পকে ধরে রাখতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে সমুন্নত রাখতে হলে দরকার, এই শিল্পের দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান। যার জন্য প্রয়োজন উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য, নিম্ন উৎপাদন ব্যয় এবং অধিক উৎপাদনশীলতা। আর এই তিনটি বিষয়ে সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ প্রযুক্তির ব্যবহার। উপরোক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব উপলব্ধি করে, আমি "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প; সমস্যা ও সম্ভাবনা।" শীর্ষক বিষয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হই। গবেষণা লব্ধ ফলাফল সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ঠ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি।

সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত বিষয়ের উপর দেশে বিদেশে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল তুলনা করার ক্ষেত্রেও এ গবেষণা ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে। উপরন্তু পরবর্তী গবেষকদের কাছে এ গবেষণা একটি মাধ্যমিক উৎস হিসেবে কাজ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ অনুমিত সিদ্ধান্ত

- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প ক্রমান্বয়ে লোপ পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার কর্মীদের উন্নত দেশের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সম্প্রসারণ, দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতিতে গবেষণা কাজ করা হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

সমগ্রক

বাংলাদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে থেকে নমুনায়ীত ৪টি জেলায় অবস্থিত বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সমগ্রক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত গবেষণার কতিপয় জেলাসমূহে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের শিল্পসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামোগত অবস্থা, ব্যবস্থাপনা উৎপাদন পদ্ধতি, বাজারজাতকরণ কৌশল, ঋণ ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া বিসিকের সম্ভাবনাময় যে সকল প্রকল্প রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

নমুনা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের মধ্যে থেকে ৪টি জেলায় অবস্থিত বিসিককে নমুনা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।

নমুনায়ন হল, সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় সমগ্রকের একটি ক্ষুদ্র অংশ যাচাইয়ের মাধ্যমে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা। সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের একটি বিকল্প উপায় হলো সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পর্যবেক্ষণ এককের অনুসন্ধান করা। নমুনা জরিপে একদিকে তথ্য সংগ্রহে

Dhaka University Institutional Repository

কম সময় লাগে এবং তথ্য প্রক্রিয়ারণেরও কম সময় লাগে। অতএব দ্রুততা নমুনায়ন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। নমুনায়ন জরিপে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। অতএব আমরা দেখতে পাই যে, মিতব্যয়িতা, দ্রুততা, কার্যক্ষেত্রের ব্যাপ্তি এবং উৎকর্ষের নিরিখে নমুনায়ন অনুসন্ধানে সুবিধা রয়েছে।

নমুনায়ন পদ্ধতি

নমুনায়ন এর জন্য RANDOM SAMPLING পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

নমুনা একক

৪টি জেলায় (বরিশাল, খুলনা, ঢাকা ও কুমিল্লা) অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনকে নমুনা একক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এলাকাসমূহের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জেলা সহায়ক অফিস এবং শিল্পনগরী অর্থাৎ যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থিত। উল্লিখিত স্থানগুলোতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত। আমার নমুনা একক তিনটি ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে।

ক) বিসিক কর্মকর্তাগণ;

খ) উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক;

গ) প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক শ্রেণী;

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি মূলত তথ্য উদঘাটনমূলক গবেষণা। প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দু'টি উৎস থেকে সংগ্রহ করেছি। পূর্ব প্রস্তুত প্রশ্নমালা দিয়ে নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে একটা খসড়া প্রশ্নমালা (Pilot Survey) তৈরি করে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন করা হয়েছে এবং তিনটি ক্ষুদ্র শিল্পের উপর পাইলট জরিপ চালানো হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এমনভাবে প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে যা আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রশ্নমালা অত্যন্ত সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায়, যা উত্তরদাতাদের বোধগম্য। উত্তরদাতা প্রশ্ন বুঝতে না পারলে তাদেরকে সহযোগিতা করা হয়েছে এবং নিরপেক্ষভাবে উত্তর সংগ্রহীত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যানের যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা লব্দ তথ্যকে সহজিকরণ এবং সারসংক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে XL – 2010 এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে গড়, মধ্যমা ও প্রচুরকের মান নির্ণয় করা হয়েছে একং সেই আঙ্গীকে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

যে কোন কাজের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আমার এই গবেষণার কার্যক্রমটির সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতার সম্মূখীন হয়েছি :

১। প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তরা উত্তর প্রদানে অসম্মতি জানিয়েছেন। তখন অন্য কারখানায় যেতে হয়েছে, এর কারণে প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে অন্য দিকে অর্থেরও অপচয় হয়েছে।

২। সময়ের স্বল্পতা;

৩। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার অভাব;

৪। এই গবেষণার বিষয়ে পর্যাপ্ত বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদির স্বল্পতা;

৫। প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদানে অনিহা;

৬। ঘন ঘন লোডশেডিং-এর ফলে কম্পিউটারে কাজের বিঘ্নতা;

৭। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অর্থের অপ্রতুলতা;

৮। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঢাকাসহ আরও তিনটি জেলায় যেতে হয়েছে। এই চার জেলা শহরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিসিক শিল্পনগরী অবস্থিত। যেখানে যেতে অনেক ভোগান্তীতে পড়েছি।

সুতরাং বলতে পারি একটি গবেষণা কার্য সম্পাদন করতে বহুবিধ সময়, অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রয়োজন, কিন্তু এগুলোর স্বল্পতার কারণে বর্তমান গবেষণাটি স্বল্প পরিসরে সর্বাত্বক সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা)

২.১ বাংলাদেশের শিল্পের ক্রমবিকাশ

এককালে এদেশ কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর বৃটিশ বণিকগণ বৃটিশ সরকারের অনুকূল্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বিস্তৃত এলাকা দখল করে বসে এবং বৃটিশ সরকারের সহায়তায় এখানকার ছোট ছোট শিল্পগুলো ধবংশ করার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই উপমহাদেশের শিল্পগুলোকে বিলেতে ৮১% হিসেবে আমদানি শুল্ক দিতে হতো, অথচ বিলেতী মাল এখানে বিনা শুল্কে অথবা মাত্র আড়াই শতাংশ শুল্কে আমদানি করতে দেয়া হত। "ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বলেন, 'যদি ভারতীয় দ্রব্যগুলোর উপর অতি উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক বসানো না হত, তবে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলগুলো প্রথমেই অচল হয়ে পড়ত এবং বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য পেলেও এগুলোকে কদাচিৎ চালানো যেত।" ভারতীয় শিল্পগুলোর অপমৃত্যু ঘটিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ দলিলের সাহায্যে বলা যায় যে, বৃটিশ সরকার তার রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা উপমহাদেশ তথা বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোর অপমৃত্যু ঘটিয়ে তাদের অর্থনৈতিক শোষণের পথ পরিষ্কার করে। রাজনৈতিক অবিচার ছাড়াও উপমহাদেশের শিল্পের অবনতি ও আধুনিক শিল্পজগতে অনগ্রসরতার কতকগুলো অর্থনৈতিক যে সব কারণ ছিল সেগুলোর সনত্যা ঃ

১) শিল্প বিপ্লব;

২) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের ভ্রান্ত বাণিজ্য নীতি;

৩) কাঁচামালের উৎস হিসেবে কাজ করা;

৪) বৃটিশের জাতীয় স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ এ অবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পড়ে ভারতীয় অংশে এবং কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চল পড়ে পাকিস্তান অংশে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অংশে। সে সময় হতেই এদেশে কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করে। শিল্পোন্নোয়নের গতি তবুও মন্থর ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী শিল্পখাত

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারে হাতে ছিল। এ নীতিতে উভয় সরকারের মাধ্যমে শিল্পায়নের কথা বলা হলেও নির্দিষ্ট ২৭টি শিল্পখাতের ক্ষেত্রে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। সত্যিকারের অর্থে শিল্পায়নের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের তেমন কোন ক্ষমতাই ছিল না। যে ২৭টি খাত কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে ছিল সেগুলো হলো : ১) যুদ্ধাস্ত্র, ২) সিমেন্ট, ৩) কয়লা, ৪) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন, ৬) গ্লাস ও চিনামাটির সরঞ্জাম, ৭) রাসায়নিক শিল্প, ৮) ভারী প্রকৌশল শিল্প, ৯) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ১০) যন্ত্রপাতি, ১১) টেলিফোন, ১২) সামুদ্রিক শংখ শিল্প, ১৩) খনিজজাত দ্রব্য, ১৪) ধাতু শিল্প, ১৫) কাগজ শিল্প, ১৬) পেট্রোলিয়াম ও খনিজ, ১৭) শক্তি ও শিল্প জাতীয় এলকোহল, ১৮) ঔষধ, ১৯) খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত, ২০) রাবার, ২১) বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, ২২) চিনি, ২৩) চামড়া, ২৪) লবণ, ২৫) কার্পাস, ২৬) তামাক এবং ২৭) তাপমানযন্ত্র।

১৯৫৯ সালে পাকিস্তানে দ্বিতীয় শিল্পনীতি প্রণীত হয়। এ নীতির সাথে পূর্বেকার নীতি মৌলিক যে পার্থক্য ছিল তা হলো : উক্ত নীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৫৯ সালে শিল্পনীতির প্রধান কয়েকটি দিক ছিল, ১) কৃষিনির্ভর শিল্পকারখানার উপর গুরুত্ব প্রদান, ২) বেকার সমস্যা সমাধানের জনশ্রমনির্ভর শিল্প গড়া, ৩) কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান, কম মূলধনে দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ৪) শিল্পায়নে অনগ্রসর এলাকার দিকে বিশেষ নজর দেয়া ইত্যাদি।

২.৩ স্বাধীনতাত্তোর শিল্পখাত

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিসিক সুতা বন্টনের অতিরিক্ত দায়িত্ব পায়। ১৯৭৩ সালে বিসিককে দু'টি আলাদা প্রতিষ্ঠানে ভাগ করা হয়। একটি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা, অপরটি বাংলাদেশ কুটির শিল্প সংস্থা। কিন্তু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দুই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনেকটা একই ধরনের বিবেচনায় ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠান দু'টিকে পুনঃএকত্রীকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ও কার্যাবলীর সংগে সুতা আমদানি ও বিতরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে ১৯৭৪ সালে সুতাবন্টন কর্মসূচি বন্ধ করা হয়। ১৯৭৮ সালে সরকার রেশম শিল্পের জন্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এবং হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড নামে দু'টি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

এই দুই ধরনের শিল্প দেখাশুনার দায়িত্ব পূর্বে বিসিকের উপর ন্যস্ত ছিল। পরিবর্তী পরিস্থিতিতে বিসিক এই দৃষ্টিভঙ্গী ও তত্ত্বে উপনীত হয় যে, একজন শিল্প উদ্যোক্তাকে প্রকল্প বাছাই থেকে শুরু করে শিল্প স্থাপন ও সেটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সমুদয় কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যাপারে সম্প্রসারণমূলক সেবা-সুবিধাদি প্রদান প্রয়োজন। এরই প্রেক্ষিতে গত শতাব্দীর আশির দশকের শুরুতে বিসিকের সাংগঠনিক কাঠামো দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়। শিল্পোদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের জন্য দেশের প্রতিটি জেলা পর্যায়ে এবং অনেক উপজেলায় বিসিকের কার্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়ে দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা

ব্যাপক অর্থে শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে নিম্নোক্ত উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকান্ডকে বুঝাবে।

২.৪ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প" (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫ – ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০ – ২৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

২.৫ বাংলাদেশের কুটির শিল্প

"কুটির শিল্প" বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যবিশিষ্ট সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১০ এর অধিক নহে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

কুটির শিল্পের উপর বিসিক কর্তৃক সর্বশেষ প্রণীত জরিপ প্রতিবেদনে (সূত্রঃ ৫) উক্ত শিল্পকে নিম্নে উল্লেখিত (৮)টি খাতে বিভক্ত করা হয় : যথা-

১। খাদ্য ও খাদ্যজাত

২। বস্ত্রজাত

Dhaka University Institutional Repository

৩। কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্যাদি

৪। কাগজ ও কাগজজাতীয়

৫। রসায়ন ও রসায়ন-পেট্রোলিয়াম, কয়লা

৬। রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্যাদি

৭। গ্যাস ও সিরামিক্স

৮। ফেব্রিকেটেড মেটাল প্রোডাক্ট মেশিনারী এবং ইকুইপমেন্টস ও অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাষ্ট্রি এবং হ্যান্ডিক্রাফটস।

২.৬ জাতীয় শিল্পনীতি

উন্নয়নশলী দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। এজন্য শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বর্তমান সরকার বিবেচনা করছে। কৃষি ও শিল্পখাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা এবং এর আলোকে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে যুগোপযোগী শিল্পনীতি একান্ত অপরিহার্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ১৩ এর আলোকে উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মালিকানা ব্যবস্থার প্রতিফলনসহ বেসরকারি উদ্যোগ বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে।

স্বাধীনতাত্তোর বিভিন্ন সময়ে ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি সফল ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারায় কৌশলগত পরিবর্তন ও বিন্যাস করা হযেছে। এ সময়কালে যে দৃশ্যমান নীতি পরিবর্তন ঘটে তা হলো মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে উত্তরণ। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিল্প প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের নীতি প্রণয়নমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা নেয়া সত্ত্বেও শিল্পনীতি বাস্ত

Dhaka University Institutional Repository

বায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও যথাযথ পরিবীক্ষণের অভাবে দেশের শিল্প উন্নয়ন, অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর সাধন ও আধুনিকায়ন কাঙ্খিত গতি লাভ করতে পারেনি।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ এ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) অর্জনের জন্য এবং সর্বোপরি একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণসহ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দারিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্র গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০১৩ সালে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা ২০২১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

শিল্পখাতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (জুন ২০১১ পর্যন্ত)

- ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা : ৯৩৬৬০টি
- কুটির শিল্পের সংখ্যা : ৬৩৬৫৭৭টি
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মসংস্থান : ৩৩.৩৭ লক্ষ জন
- জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতে অবদান* : ১৮.৪১%
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে জিডিপিতে অবদান (ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে)* : ৫.২৯%
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার* : ৭.৩৪%
- জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার* : ৬.৬৮%

শিল্পনীতি ২০১০ এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ–২০১০

- উচ্চতর মাত্রায় শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদনের ভিত্তি প্রসারিত করা।
- শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা।
- বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের সহায়ক ভূমিকা তুলে ধরা।
- ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার জন্য যেসব শিল্প ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ দরকার অথবা যেসব ক্ষেত্রে জনস্বার্থে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের অনুমতি প্রদান।

সূত্র : * বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

- দেশীয় বিনিয়োগের অপ্রতুলতা পূরণ, ক্রমবিবর্তনশীল প্রযুক্তি আহরণ এবং রপ্তারি বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি ও দেশীয় বাজারমুখী উভয়শিল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা।
- শিল্পখাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং শ্রমঘন শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।
- দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে দক্ষতার উচ্চতর পর্যায়ে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর মূল্য সংযোজিত পণ্যের উৎপাদন প্রসার।
- ব্যবস্থাপনার পূনর্গঠন ও বাজারমুখী নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রায়ত্ব উৎপাদন শিল্পের কার্যকরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- শিল্পপণ্যের বহুমুখীকরণ ও দ্রুত রপ্তানি বৃদ্ধি।
- দেশীয় বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।
- পরিবেশ উপযোগী এবং দেশের সম্পদ কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ শিল্পায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।
- যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী সুষম শিল্পোন্নয়নে উৎসাহিত করা।
- বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার।
- বাণিজ্য ও আর্থিক নীতির সাথে সমন্বয় সাধন।
- দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন ও দেশীয় কাঁচামাল ভিত্তিক উৎপাদন সম্প্রসারণ।
- পুনর্বাসনযোগ্য রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন।

২.৭ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের সহায়তা কার্যক্রম

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে বিসিক উক্ত খাতের উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, উদ্যোক্তদের জন্য প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন, শিল্পকারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান, ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তাদান, শিল্প ইউনিট স্থাপনে তদারকি, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ, সময়োপযোগী নকশা

Dhaka University Institutional Repository

ও নমুনা তৈরি এবং তা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনে দেশব্যাপী বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনসহ বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদান করে আসছে।

উক্ত খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্পকারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক ষাটের দশক থেকে দেশব্যাপী শিল্পনগরী স্থাপন করে আসছে। ফলে বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তাগণ উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে শিল্পকারখানা স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে করে উক্ত খাতের বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। বিসিক এ পর্যন্ত দেশের ৫৮টি জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৭৪টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। চামড়া শিল্পনগরীর অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বর্তমানে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) নির্মাণের কাজ চলছে। তাছাড়া আরও ৬টি শিল্পনগরী ও ২টি শিল্পপার্ক সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবায়িত শিল্পনগরীর মধ্যে বিশেষায়িত শিল্পনগরী যেমন-জামদানি শিল্পনগরী ও গেবেষণা কেন্দ্র, হোসিয়ারি শিল্পনগরী, চামড়া শিল্পনগরী এবং ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স রয়েছে। বিসিকের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাঝে শিল্পনগরী অন্যতম। বিসিক শিল্পনগরীসমূহ স্থাপনের উদ্দেশ্য, স্থান, সাফল্য ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বিসিকের সেবা সহায়তা কার্যক্রম

(ক) বিনিয়োগ পূর্ব সহায়তা

১। শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ
২। শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন
৩। বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন
৪। বিপণন সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন
৫। উপজাতভিত্তিক সমীক্ষা প্রণয়ন
৬। প্রচেষ্টা প্রোফাইল প্রণয়ন
৭। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন
৮। কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ
৯। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন)

(খ) বিনিয়োগকালীন সহায়তা

১০। শিল্প নগরীর প্লট বরাদ্দকরণ
১১। ঋণ ব্যবস্থাকরণ
১২। উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে শিল্প স্থাপনে সহায়তাদান
১৩। নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ

Dhaka University Institutional Repository

১৪। ঋণ বিতরণকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদারকীকরণ ও ঋণ আদায়ের জন্য শিল্প ইউনিট পরিদর্শন

(গ) বিনিয়োগোত্তর সহায়তা

১৫। ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন

১৬। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান

১৭। সাব-কন্ট্রাকটিং ইউনিট তালিকাভুক্তকরণ

১৮। সাব-কন্টাকটিং সংযোগ স্থাপন

১৯। সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন

২০। বিভিন্ন তথ্য, বুলেটিন প্রকাশ করা

২১। কর্মসংস্থান সৃষ্টি

(ঘ) বিধিবদ্ধ কর্মকান্ড

২২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন

২৩। কর, শুল্ক ইত্যাদি মওকুফ বিষয়ে সুপারিশ

২৪। শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ সুপারিশ প্রদান।

২.৮ সংরক্ষিত শিল্প

সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে টাকশাল, গোলাবারুদ শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংরক্ষিত শিল্পখাতের বর্তমান তালিকা পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৯ নিয়ন্ত্রিত শিল্প

নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা

০১। যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প

০২। বেসরকারি খাতে ব্যাংক/আর্থিক শিল্প

০৩। বেসরকারি খাতে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী

০৪। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ

০৫। প্রাকৃতিক গ্যাস/তৈল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প

০৬। কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প

০৭। অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প

০৮। বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প (যেমন- ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, মনোরেইল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো/কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন ইত্যাদি) স্থাপন

০৯। ক্রুড অয়েল রিফাইনারী (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত)/ব্যবহৃত লুব অয়েল রিসাইক্লিং/রিফাইনিং

১০। কাঁচামাল হিসেবে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস/কনডেনসেট ও অন্যান্য খনিজ ব্যবহৃত মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান

১১। টেলিকমিউনিকেশন সেবা শিল্প (মোবাইল/সেলুলার এবং ল্যান্ড ফোন)

Dhaka University Institutional Repository

১২। স্যাটেলাইট চ্যানেল
১৩। কার্গো/যাত্রী পরিবহণ বিমান
১৪। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল
১৫। সমুদ্র বন্দর/গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন
১৬। VOIP ও IP Telephone
১৭। সৈকত বালি থেকে আহরিত ভারী খনিজ নির্ভর শিল্প স্থাপন ও আহরণ

২.১০ অগ্রাধিকার শিল্প

"অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প(Thrust Sector)" বলতে সে সমস্ত উদীয়মান শিল্পকে বুঝাবে যে সমস্ত শিল্পের প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকাতা/প্রেরণা প্রদানের মাধমে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সরকার কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক নীতি সমর্থন যোগানো প্রয়োজন হয়। তবে, উল্লেখিত উপাদান (Factors)ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনার ভিত্তিতে কোন শিল্পখাত/শিল্প উপ-খাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত/উপ-খাত হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হতে হবে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ বিশেষ প্রণোদনা (Special Incentives) ও আর্থিক সহায়তা যেমন- শুল্ক/কর অব্যাহতি (Tax Exemptions) , দ্বৈতকর প্রদান থেকে অব্যাহতি,হ্রাসকৃত হারে কর আরোপের বিষয়টি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪, The Customs Act, 1969 এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ মোতাবেক বিবেচনা করা যেতে পারে।

দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার, আমদানি প্রতিস্থাপন, উপযোজন এবং/অথবা রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় বা অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহসহ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলেও প্রদান করা যেতে পারে। তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতের আওতায় শিল্পোদ্যোক্তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ সব সুবিধা পাবেন না।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ

০১। কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
০২। জনশক্তি রপ্তানি
০৩। জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প
০৪। নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)
০৫। পর্যটন শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

০৬। বেসিক কেমিক্যালস রং ও রাসায়নিক দ্রব্য
০৭। আইসিটি পণ্য ও আইসিটিভিত্তিক সেবা
০৮। তৈরি পোষাক শিল্প (উচ্চমূল্য সংযোজিত পোষাক শিল্প বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে)
০৯। এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিউটিক্রাল শিল্প
১০। ভেষজ ঔষধ শিল্প
১১। তেজস্ক্রিয় রশ্মির (বিকিরণ) প্রয়োগ শিল্প (যেমন- পচনশীল পলিমারের গুণগত মান উন্নয়ন/খাদ্য শস্য স?ংরক্ষণ/চিকিৎসা সামগ্রী জীবানুমুক্তকরণ শিল্প
১২। পলিমার উৎপাদন শিল্প
১৩। পাটজাত
১৪। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
১৫। হাসপাতাল ও ক্লিনিক
১৬। অটোমোবাইল
১৭। প্লাস্টিক শিল্প
১৮। ফার্নিচার
১৯। হস্তশিল্প
২০। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি/ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প/ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন
২১। হিমায়িত মৎস্য শিল্প
২২। চা শিল্প
২৩। হোম টেক্সটাইল
২৪। সিরামিকস (সিরামিক তৈজসপত্র, সিরামিক টাইলস এবং সিরামিক সেনিটারী পণ্য
২৫। টিসু গ্রাফটিং ও বায়োপ্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজী)
২৬। জুয়েলারী
২৭। খেলনা
২৮। কনটেইনার সার্ভিস
২৯। ওয়্যারহাউজ
৩০। নব উদ্ভাবিত ও আমদানি বিকল্প শিল্প
৩১। প্রসাধনী ও টয়লেট্রী
৩২। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
(বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

(বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প)

৩.১ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পরিচিতি

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্র দেশ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। ১,৪৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ ক্ষুদ্র দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। ক্রমবর্ধবান জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। অন্যদিকে কৃষি খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বর্তমানে খুবই সীমিত। গ্রামীণ ও শহর এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অধিক উৎপাদন, মাথাপিছু গড় আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ এবং অধিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন জরুরি বলে সর্বমহলে স্বীকৃত। বর্তমান সরকারের শিল্পনীতির পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অধিক উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি প্রধান কৌশল হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ।

বর্তমান বিসিক তৎকালীন ইপসিক এর উত্তরাসুরী, যা ১৯৫৭ সনে এক সংসদীয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

কুটির শিল্পের অনগ্রসরতার কারণে বিসিক এলাকার অনেক প্লট বা জমি এখনও খালি পড়ে রয়েছে। অপরদিকে যে সকল ক্ষুদ্র শিল্প বিসিক এলাকায় গড়ে উঠেছে সেগুলোর সার্বিক অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। যে উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, আর না হলে কেন হয়নি তার কারণসমূহ খুঁজে বের করে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা তৈরি করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ বিসিকের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিপণন মেলা

৩.২ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের শিল্প ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে বিসিক তার মধ্যে অন্যতম। নিম্নে বিসিক এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উল্লেখ করা হলো:

উদ্দেশ্য

বিসিক নিম্নোক্ত মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কার্যক্রম শুরু করে যদিও বর্তমানে বিসিক এছাড়া আরও অনেক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করে থাকে। নিম্নে বিসিকের মূল উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো ঃ

- শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নে অবদান রাখা
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- দারিদ্র দূরীকরণ
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
- শিল্প স্থাপনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান

বিসিক এর লক্ষ্য

কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল ও শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশ হিসেবে এদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও বিকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সনে পার্লামেন্টের এ্যাক্ট ১৭-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন সাবেক ইপসিক প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিকের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

☞ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

☞ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

Dhaka University Institutional Repository

☞ বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

☞ আর্থিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

☞ উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান।

☞ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান।

☞ প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন।

☞ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পণ্যের বিপনন সুবিধা সৃষ্টি করা।

☞ পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

☞ কারিগরদের ক্ষমতা উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

☞ বিনিযোগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান।

☞ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

৩.৩ বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ

বিনিয়োগ পরিবেশ দ্বারা কোন একটি দেশে বা এলাকায় ব্যবসার মূলধন আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কতকগুলো উপাদানের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাবকেই বুঝায়। যখন কোন ব্যক্তি বিনিয়োগের চিন্তা করেন তখন তিনি বিনিয়োগের নিরাপত্তা, তারল্য, বিনিয়োজিত মূলধন থেকে রিটার্ণের পরিমান পরিমান যাচাই করতে চেষ্টা করেন। মূল্যায়নের পর যদি দেখা যায়, এগুলো তার অনুকূলে তাহলে বলা যায় বিনিয়োগ পরিবেশ অনুকূল। প্রতিকূল বিনিয়োগ পরিবেশ-এর উল্টোটাই নির্দেশ করে।

বিনিয়োগ পরিবেশের কয়েকটা দিক রয়েছে। যেমন ঃ

১. রাজনৈতিক দিক;

২. অর্থনৈতিক দিক;

৩. আইনগত দিক;

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক; ও

৫. কারিগরি দিক।

স্বাধীনতার আড়াই যুগ ধরেও অর্থনীতির পরিবর্তন, ক্ষমতার পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলের দর্শন এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে সুষ্ঠু ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর সকল শিল্পকারখানা ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ব্যক্তি-উদ্যোগ নিরুৎসাহিত হয়। পরবর্তীতে

Dhaka University Institutional Repository

এ নীতির পরিবর্তন হলেও ক্ষমতার পরিবর্তন, দুনীর্তি, ব্যাংকের ক্রটিপূর্ণ নীতি, প্রকৃত শিল্পোদ্যোগ চিহ্নিতকরণের অক্ষমতা, ঋণের অর্থ ফেরত না দেবার প্রবণতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুষ্ঠু বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে।

সারণী-১

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত বেসরকারি বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়) (১৯৮৯-৯০ মূল্যে)

১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯০/৯৫
৪,৫০০	৫,০৬০	৬,৩৪০	৭,৯০০	১০,৫০০	১৪,১০০	৪৪,২০০

উৎস ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিনিয়োগ পরিবেশের উপর অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে। এ দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা শিল্পে বিনিয়োগের সহায়ক। বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত পণ্যের চাহিদা বিদেশের বাজারেও বিদ্যমান। বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপনের জন্য কাঁচামাল এবং সুলভে দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকও রয়েছে। মূলধনের স্বল্পতা মেটানোর জন্যে সুষ্ঠু ব্যাংকিং ব্যবস্থা, শেয়ার বাজার এবং অন্যান্য মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। সরকার কার্যকর রাজস্বনীতি, মুদ্রানীতি ও শিল্পনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে শিল্পখাতে বেসরকারি পুঁজি আকর্ষণ করতে চেষ্ট করছেন। বিনিয়োগের উপর রিটার্ণের হারও আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এতদসত্বেও চলমান রাজনৈতিক সংকট বিনিয়োগ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত খোলাবাজার নীতি দেশের ছোট-খাট শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারকে ব্যাহত করছে।

দেশে সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা উত্তম বিনিয়োগ পরিবেশের অন্যতম সহায়ক। বিনিয়োগের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট আইন যেমন, কারখানা আইন, দোকান বা প্রতিষ্ঠান আইন, কোম্পানি আইন, ব্যাংকিং আইন রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের যথার্থ প্রয়োগ না থাকতেও শিল্পোদোক্তারা নানা রকম প্রতিবন্ধকতায় সম্মুখীন হচ্ছে। অর্থ-ঋণ আদালতের রায় বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে। চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের ভয়ে বিনিয়োগকারীদের সর্বদা স্বন্ত্রস্ত থাকতে দেখা যায়। ফলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনুন্নতির কারণে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী শিল্পখাত বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়) (১৯৮৯-৯০ মূল্যে)

১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯০/৯৫
৪,৫০০	১৪,০৩৫	১৭,১৮৮	১৯,৭৯২	১৯,৯১৫	২৮,০৯২	৯৯,০২২

উৎস ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩.৪ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন

অন্যান্য অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের অর্থায়নের উৎসমূলত তিনটি। যথা-(ক) ব্যক্তিগত সঞ্চয়, (খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং (গ) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ।

চিত্র ঃ উদ্যোগক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করছেন বিসিক

ক. ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঃ বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী এখনো মাত্র ২৩০ ডলার, ফলে সঞ্চয়ের হারও অত্যন্ত নিম্নবর্তী-মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা মাত্র ৭.৭৫ ভাগ, যা পৃথিবীর মধ্যে তো বটেই। এশিয়ার এ অঞ্চলের মধ্যেও সর্বনিম্ন। সঞ্চয়ের এ নিম্নহার স্বভাবতই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিকূলতা। ফলে বাংলাদেশের শিল্পখাতে তথা ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রের বিনিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে সাম্প্রতিক কালে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতির অনিবার্যতায় একান্ত ব্যক্তিগত উৎস থেকে কিছু কিছু বিনিয়োগ ক্ষুদ্র শিল্প খাতে আসছে। তবে তা তৃণমূল পর্যায়ে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে একান্ত বেঁচে থাকার তাগিদে তৃণমূল পর্যায়ের এসব উদ্যোক্তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগে

Dhaka University Institutional Repository

এগিয়ে আসছেন কিন্তু তার পরিমাণ এতই নগন্য যে, সেটার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রের বিনিয়োগকে খুব একটা সম্প্রসারণ করা যাবে-এমনটি আশা করা যায় না। অথচ বিপরীতে যাদের মধ্যে সঞ্চয়ের হার কিছুটা উচ্চবর্তী, তারা আবার এ ক্ষেত্রে সরকারি নীতির অস্বচ্ছ ব্যবহারের কারণে সঞ্চয় সূত্রের অর্থ শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত বোধ করে থাকেন। কারণ, শুধু ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রের অর্থের মাধ্যমে কোন উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপনে এগিয়ে এলে প্রথমেই মুখোমুখি হতে হয় সরকারের রাজস্ব দপ্তরের কর্মচারীদের হয়রানির। উদ্যোক্তাকে তারা নানাভাবে হেনস্তা করেন উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থের বৈধতা, আয়কর পরিশোধের বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিমাত্রই যথাযথ বৈধতা ও নিয়ম-নীতি মেনে চলবেন এবং নিয়মানুযায়ী সেটা সরকারি কর্মচারীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন- সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা এক্ষেত্রে যেভাবে উদ্যোক্তরাও আর নিজস্ব অর্থে শিল্পকারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসেন না।

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে দেশের বর্তমান আর্থিক নীতিমালা এখনো যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। সুদের হার হ্রাসের বিষয়টি বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেভাবে ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা অতীব নীচু সঞ্চয় হারের এ দেশে সঞ্চয়কে আরো নিরুৎসাহিত করবে বলেই ধরে নেয়া যায়, প্রকারন্তরে যা ব্যক্তি-পুঁজির বিনিয়োগকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে-বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে। কারণ, এ ধরনের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের বিনিয়োগের পরিসীমা ক্ষুদ্র শিল্পখাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উপরোক্ত অবস্থায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রের বিনিয়োগ বলতে গেলে খুবই অপ্রতুল, তবে সম্ভাবনাহীন নয়।

খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ঃ বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার-দেনা, লগ্নী সূত্রের ধার, দাদন প্রভৃতি। তন্মধ্যে শেষোক্তটির প্রভাবই সর্বাধিক এবং এর ফলাফলও সবচেয়ে করুন।

অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পখাতে সীমিত পরিসরে বিদ্যমান। এগুলোর নির্ভরশীলতাও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তন্মধ্যে দাদন প্রথার বিলুপ্তির বিষয়টি নৈতিক কারণেই কাম্যও বটে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ঃ বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পুঁজি সহায়তার ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ভূমিকাই মুখ্য। অবশ্য বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের ন্যায় ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে এ ভূমিকাটা সীমিত।

ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঋণ দানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মূলত সরকারি খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং একাজে নিয়োজিত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ভূমিকাও বেসরকারি শিল্পখাতে অর্থায়নের ব্যাপারে খুব একটা অগ্রণী ছিল না, তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণেই। তবে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের (বিএসবি) মত প্রতিষ্ঠান সে সময়ে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে বিএসআরএস-এর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। কারণ বিএসবি মূলত বড় শিল্পগুলোতেই অর্থ যোগান দিয়েছে।

সত্তর দশকের শেষার্ধ থেকে দেশের সামগ্রীক শিল্পখাতের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্পখাতেও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিসর বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে উৎসাহিত করার সরকারি নীতির ফলেই এটি ঘটতে থাকে। এসময়ে দেশে রাষ্ট্রয়ত্ব খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে সামগ্রীক ব্যাংকিং কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এর ভৌগোলিক পরিধিও কিছুটা বিস্তার লাভ করে। তবে এখানে উল্লেখ্য, যে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের এসব ব্যাংকের শাখা এখন পর্যন্ত মূলত শহরকেন্দ্রিক। শহরের বাইরে বিশাল বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল এ ধরনের ব্যাংকিং কাঠামোর বাইরেই রয়েছে। ফলে অন্যান্য খাতের ন্যায় ক্ষুদ্র শিল্পখাতের ঋণের ব্যাপারে নীতিগত সহায়তার সময় বৃদ্ধি পেলেও এক্ষেত্রে কাঠামোগত সহায়তার সম্প্রসারণ এখনো তেমন একটা হয়নি বললেই চলে। ক্ষুদ্র শিল্পখাতের শহর কেন্দ্রিক উদ্যোক্তারাই মূলত এ ধরনের সুযোগ থেকে সীমিত পর্যায়ে উপকৃত হয়েছেন বা হচ্ছেন।

ব্যাংকিং সুবিধা কাঠামোর সম্প্রসারণের পাশাপাশি সত্তর দশকের শেষার্ধ থেকে দেশে আরো এক ধরনের ঋণ সহায়তা কাঠামো বিস্তার লাভ করে। আর সেটি হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও পরিচালিত কার্যক্রম। সাম্প্রতিককালে এসে এনজিও কার্যক্রম খুবই ব্যাপকতা লাভ করেছে যদিও এসব এনজিও কার্যক্রমের ধরন, কৌশল ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেই অনেক ধরনের সন্দেহ

Dhaka University Institutional Repository

পোষণ করে থাকেন, যার কিছু কিছু তথ্যভিত্তিকও। ব্রাক ও মাইডাস-এর মত দু'চারটি এনজিওই শিল্পখাতে বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ঋণ প্রদান করে থাকে।

এমনকি গ্রামীণ ব্যাংকের মত বহুল আলোচিত প্রতিষ্ঠানেরও শিল্পোন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্তি খুবই সামান্য। অতএব বলা চলে যে, এনজিও কাঠামোর আওতায় বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ঋণদান কার্যক্রমের বিস্তৃতি খুবই সীমিত।

মধ্য সত্তরের পর থেকে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় শিল্পখাতে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখা গেছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের এ প্রবাহ বড় ও মাঝারি শিল্পে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষুদ্র শিল্পে সে অনুপাতে বাড়েনি। অথচ দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিবেচনায় এ খাতেই নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার তথা বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল অধিক এবং এখনো তা আছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সব সময়ই এবং সব পরিকল্পনাকালেই বিনিয়োগের পরিমাণ বিবেচনায় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প থেকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাত উচ্চতর হারে জিডিপিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, জিডিপিতে শিল্পখাতের মোট অবদান যেখানে ১১.৩৪% সেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের অবদান হচ্ছে ৫.৫%। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চিত্রটি আরো অধিক লক্ষ্যণীয়। সেই একই সূত্রের হিসাব অনুযায়ী ঐ সময়ে শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট শ্রম শক্তির ৮২.২ শতাংশই হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে। অথচ বিপরীতে স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে এ পর্যন্ত সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ কখনোই শিল্পখাতে বিতরণকৃত মোট ঋণের ১০ শতাংশ বেশি হয়নি।

ক্ষুদ্র শিল্পখাতের উদ্যোক্তারা সুসংগঠিত নয়, যেমনভাবে সুসংগঠিত বড় শিল্পের উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ফলে ঋণ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সম্বিলিতভাবে দরকষাকষির ক্ষমতা নেই, যেমনটি অন্যদের রয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পখাতে আশানুরূপ হারে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি না পাওয়ার এটিও একটি বড় কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়নের সমস্যাবলী

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন বিদ্যমান সমস্যাসমূহ আলোকপাত করা হল।

উদ্যোক্তাবৃত্তির সমস্যা ঃ বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যা হচ্ছে সঠিক উদ্যোক্তা খুঁজে পাওয়া। বৃহৎ ও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উভয় ধরনের শিল্পের ক্ষেত্রেই বিষয়টি প্রযোজ্য। কারণ ঝুঁকি গ্রহণে সক্ষম মেধাবী, পরিশ্রমী ও দক্ষ উদ্যোক্তার সংখ্যা বাংলাদেশে এখনো পর্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ উদ্যোক্তারই একটি লক্ষ্য থাকে স্বল্প পরিশ্রমে তড়িঘড়ি করে উচ্চ হারে মুনাফা অর্জন, যা সহজতো নয়ই সম্ভবও নয়। কারণ শিল্পখাতে বিনিয়োগ করে রাতারাতি প্রত্যর্পণ পাওয়ার ধারণা বিশ্বের কোথাও স্বীকৃতি পায়নি। শিল্প বিনিয়োগের সাথে জড়িত রয়েছে একটি দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা-ভাবনা, যার সুফল পাওয়াটা যেমনি কঠিন, তেমনি আবার তার স্থায়ীত্ব সুদৃঢ়। ফলে এমন একটি কঠিন কিন্তু স্থায়ী সাফল্য অর্জনের জন্য ধৈর্য, শ্রম ও নিষ্ঠায় গড়া যে মেধাবী ও দক্ষ উদ্যোক্তার প্রয়োজন, সত্য স্বীকারে কুণ্ঠা না থাকলে মানতেই হবে যে, সে ধরনের উদ্যোক্তার সংখ্যা এদেশে এখনও খুবই সীমিত। ফলে প্রত্যাশিত মানের সে উদ্যোগ বৃত্তি এদেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে না পারলে এ খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেমনি হ্রাস পাবে, তেমনি তা প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহারকেও অনিশ্চিত করে তুলবে। দেশের গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সে সাক্ষ্যই বহন করে। ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে চক্রাবর্তিত নতুন ঋণ তহবিলের যোগান যেমন বৃদ্ধি পাবে না, তেমনি তা শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতাকেও বিঘ্নিত করবে। শিল্পখাতের দুর্বলতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যখন দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলোর কোটি কোটি টাকা এখনও অবিতরণকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার অভাবে। আর এদেশের আর এক শ্রেণীর উদ্যোক্তাতো রয়েছেনই যাদের মূল টানটা বর্ধিত সরকারি আর্থিক সুবিধার প্রতি, যার মধ্যে ঋণ নিয়ে পরে মাফ পেয়ে যাবার প্রচেষ্টা অন্যতম। কিন্তু এর বিপরীতে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেদেরকে উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে।

সঠিক প্রকল্প বাছাইয়ের সমস্যা ঃ বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা হচ্ছে সঠিক প্রকল্প খুঁজে পাওয়া, যেখানে সে আস্থার সাথে বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা পর্বত প্রমাণ। উদ্যোক্তা হয়তো বিনিয়োগের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে গেলে প্রকল্প বাছাইয়ের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য। কিন্তু দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-সব প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাগণকে সন্তোষজনক পর্যায়ের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে না। কোন্ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা কিরূপ লাভজনক বা ঝুঁকিপূর্ণ, কোন্ পণ্যের বাজার-পরিস্থিতি স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিরূপ, কোন খাতে চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, কোন খাতে ব্যবহারের জন্য কি ধরনের প্রযুক্তি বাজারে সহজ লভ্য ইত্যাদি প্রায় কোন বিষয়েই তারা উদ্যোক্তদেরকে পর্যাপ্ত তথ্য বা পরামর্শ প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে যেমনটি ঘটছে, তেমনটি ঘটছে এ সব ব্যাপারে ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত আর্থ-কারিগরি জ্ঞানের অভাবেও। এমনি পরিস্থিতিতে স্বভাবতই ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট বর্ধিত সংখ্যক ঋণ প্রস্তাব আসছে না, কিংবা যেসব প্রস্তাব আসছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) আস্থার সাথে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকারদের মধ্যে একধরনের নিরুৎসাহমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করে।

৩.৬ শিল্পনীতি ও প্লট বরাদ্দ নীতিমালা

সরকার ঘোষিত জাতীয় নতুন শিল্পনীতি ২০১০ এ শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য খালি বা উন্মুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিবে। এসব পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত হবে অব্যবহৃত সরকারি জমি বণ্টন, বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় রাজস্ব প্রণোদনা প্রদান, বিসিকের শিল্পনগরী/অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্মসূচীকে শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা ও এসব অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উত্তম পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ও ব্যক্তিখাতের অংশীদারিত্বে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন নিশ্চিত করা হবে। গত ২০১০ সালে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দদানের জন্য দরখাস্ত আহবান, প্লট বরাদ্দ বাতিল ও শিল্প স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৩.৭ জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পনগরীসমূহের অবদান

শিল্প-কারখানা স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, রফতানি আয় বৃদ্ধি,সকারকে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত রাজস্ব এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিসিক শিল্পনগরীসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বিসিকের এমআইএস বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে শিল্পনগরীগুলোতে ২৪০৮টি কারখানা উৎপাদনরত ছিল। এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগ ছিল ৫৪১৪ কোটি টাকা। উল্লিখিত সময়ে পণ্য উৎপাদন হয়েছে ১০৩৩৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩২৪৪ কোটি টাকার পণ্য ছিল রফতানিযোগ্য। সে সময়ে শিল্পনগরীগুলোতে মোট কর্মসংস্থান ছিল ১ লক্ষ ৫১ হাজার জন লোকের। গত ২০১০-১১ অর্থবছরে শিল্পনগরীগুলোতে ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪৭৯০ কোটি টাকা। কারখানাসমূহে ২৯০২৮ কোটি টাকার পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৬৬৬০ কোটি টাকার পণ্যই ছিল রফতানিযোগ্য। উক্ত সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সরকার বিভিন্ন খাতে রাজস্ব পেয়েছে ১৯০৬ কোটি টাকা। কর্মসংস্থান ছিল মোট ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার জন লোকের। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, বিনিয়োগ, পণ্য উৎপাদন, রফতানিযোগ্য পণ্য, সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এসব ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ২০০৯-১০ অর্থবছরের চেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.১৬, ৬.০৯, ৯.৫৭, ৩.০৮ এবং ১৩.২৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লিখিত এসব ক্ষেত্রে বিগত ৫ বছরের তথ্যাবলীতেও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়। ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্পনগরীগুলোতে গড়ে প্রতিটি কারখানায় ৩.৯৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হয়েছে এবং প্রতি শিল্প ইউনিটে গড় কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১১৮ জন লোকের।

চিত্র ঃ শিল্প নগরীর শিল্প কারখানায় উৎপাদন চলছে

বর্তমানে দেশে বিদ্যমান ৮টি রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) এর শিল্পকারখানাসমূহে গত ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ২১১৭.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (এক মার্কিন ডলার টাকা ৮১.৫০ হিসেবে মোট ১৭২৫৯.১৭ কোটি টাকা) বিনিয়োগের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৬৪২৩ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। অপরদিকে বিসিক শিল্পনগরীসমূহে একই সময় ১৪৭৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগে কর্মসংস্থান

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার লোকের অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে জন প্রতি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ইপিজেডসমূহের চেয়ে অনেক কম বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়েছে। শিল্পনগরীসমূহে বরাদ্দের অপেক্ষায় থাকা প্লটসমূহের ব্যবহার ও বাস্তবায়নাধীন এবং রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প ইউনিটসমূহ উৎপাদনে নেয়া সম্ভব হলে বর্তমানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি অনুযায়ী আরও প্রায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজারেরও বেশী লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

সারণি-৩

শিল্পনগরীসমূহের বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

অর্থবছর	শিল্পনগরীর সংখ্যা	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	মোট পণ্য উৎপাদন (কোটি টাকায়)	রফতানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন (কোটি টাকায়)	বিভিন্ন খাতে সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব (কোটি টাকায়)	মোট কর্মসংস্থান (লক্ষ জনে)
২০০৬-০৭	৭০	৩০৩৯	৮০৯০	১৫১৩১	৫৫৫০	১৪৮৩	২.৮৯
২০০৭-০৮	৭৪	৩৩৫২	১০১৩৬	১৩৪১৮	১২৩০৬	১৭২৯	৩.৪০
২০০৮-০৯	৭৪	৩৫৪০	১৩৫৮৫	২৪৬৮৪	১৩৩৫৮	১৭৮২	৩.৪২
২০০৯-১০	৭৪	৩৬৮৮	১৪১৯৯	২৭৩৬১	১৫২০৪	১৮৪৯	৩.৯৩
২০১০-১১	৭৪	৩৭৬৭	১৪৭৯০	২৯০২৮	১৬৬৬০	১১০৬	৪.৪৫
২০১০-১১ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার			৪.১৬	৬.০৯	৯.৫৭	৩.০৮	১৩.২৩

উৎস : এমআইএস বিভাগ, বিসিক

৩.৮ শিল্পনগরী স্থাপন কর্মসূচি

১৯৬০-র দশক এ দেশে কুটির ও তাঁত শিল্প ছাড়া শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্প বলতে তেমন কিছুই ছিল না। এ খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিকই প্রথম ঋণ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে বাঙালি উদ্যোক্তাদের শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। সে সময় বিসিকের সহায়তায় সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রি, রাজশাহী রেশম কারখানা ইত্যাদিসহ নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ এলাকায় বেশ কিছু হিমাগার স্থাপিত হয়। এসব সহায়তার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন-বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি সম্বলিত উন্নত শিল্প প্লটের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে শিল্প স্থাপনে তাদেরকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে শিল্পায়নের একটি ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক (তৎকালীন ইপসিক) কর্তৃক পাকিস্তান সরকারের ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাকালে (১৯৬০-৬৫) শিল্পনগরী স্থাপনের কর্মসূচি প্রথম হাতে নেয়া হয়। শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্দেশ্যসমূহ হলো : ক) ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পখাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান, খ) সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

নীতিমালা অনুযায়ী সুষম শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন, গ) পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্যতা আনয়ন, ঘ) উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং ঙ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি।

বিসিকের উক্ত কর্মসূচির আওতায় তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা (রাঙ্গামাটি, বান্দারবান ও খাগড়াছড়ি) ব্যতীত চট্টগ্রামে ৩টি ও দেশের বৃহত্তর প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে মোট ২০টি শিল্পনগরী স্থাপন কাজ শুরু করা হয়। এগুলো হলো: ১) টঙ্গী, ২) ময়মনসিংহ, ৩) রাজবাড়ী, ৪) ষোলশহর, ৫) ফৌজদারহাট, ৬) কালুরঘাট, ৭) কক্সবাজার, ৮) কুমিল্লা, ৯) ফেণী, ১০) সিলেট, ১১) রাজশাহী, ১২) বগুড়া, ১৩) পাবনা, ১৪) রংপুর, ১৫) দিনাজপুর, ১৬) বরিশাল, ১৭) স্বরূপকাঠি, ১৮) খুলনা, ১৯) যশোর এবং ২০) কুষ্টিয়া। ১৯৭৮ সালে এ শিল্পনগরীগুলোর বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় পুঁজি বিকাশের ক্ষেত্রে মন্থরগতি ও উদ্যোক্তার অভাবে তখন বিসিক শিল্পগরীগুলোতে খুব বেশি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়নি। একই অবস্থা শিল্পনগরীর বাইরেও বিরাজমান ছিল।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের চাহিদা ও ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়নের ধারণা এবং সরকারি নীতির প্রেক্ষিতে স্বাধীনতাত্তোরকালে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি শিল্পায়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে স্থানীয় ক্ষুদ্র পুঁজির লোকজনের মাঝে শিল্পোদ্যোগের আগ্রহ সৃষ্টির ফলে বিসিক শিল্পনগরীসমূহে শিল্প প্লটের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ষাটের দশকে শুরু হওয়া শিল্পনগরীগুলোতে শিল্প স্থাপন উপযোগী একটি অবকাঠামো তৈরি থাকায় এ দেশের উদ্যোক্তাগণ শিল্পকারখানা স্থাপনে সুযোগ পান। বস্তুতঃ তার উপর ভিত্তি করে এসব শিল্পনগরীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প ইউনিট গড়ে উঠে। এরই প্রেক্ষিতে বিসিক দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) ১০টি নতুন শিল্পনগরী বাস্তবায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তা সংশোধিত আকারে ৯টিতে দাঁড়ায়। ১৯৯০ সলে এসব শিল্পনগরী বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। বিসিক কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮১-৯১ সময়কালে বাস্তবায়িত ৯টি শিল্পনগরী হলো : ১) জয়দেবপুর, ২) মাদারীপুর, ৩) জামালপুর, ৪) কালুরঘাট (সম্প্রসারণ), ৫) পটিয়া, ৬) বেগমগঞ্জ, ৭) বগুড়া (সম্প্রসারণ), ৮) সৈয়দপুর এবং ৯) পটুয়াখালী শিল্পনগরী। এছাড়া তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৮১-৯১ সময়কালে ১) ময়মনসিংহ শিল্পনগরী (সম্প্রসারণ), ২) ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স এবং ৩) জামদানী শিল্পনগরী ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিসিক কর্তৃক ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত পণ্য ডাইরেক্টরীতে ৩৩টি শিল্পনগরীতে উৎপাদনরত ১৩৩৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ২০৩টি পণ্যের পরিচয় তোলে ধরা হয়েছিল। সর্বশেষ ২০০৫ সালে বিসিকের বিপণন বিভাগ আরেকটি পণ্য ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেছে। উক্ত প্রকাশনাতে বিসিকের স্থাপিত ৬১টি শিল্পনগরীর ২৩৩৮টি শিল্প-কারখানার উৎপাদিত পণ্যের নাম ও ব্যান্ড বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, প্রকৃত উৎপাদন এবং পণ্যের বাজার (স্থানীয় ও বৈদেশিক) ইত্যাদি তথ্য স্থান পেয়েছে। ডাইরেক্টরীতে খাদ্য ও খাদ্যজাত, বস্ত্র, রসায়ন, ঔষধ শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, বনজ শিল্প, কাঁচ ও সিরামিক, চামড়া ও রাবার শিল্প, কাগজ মুদ্রণ ও বোর্ড শিল্প, পাটজাত এবং বিবিধ শিল্পের উপখাতওয়ারী শিল্পনগরীভিত্তিক প্রতিটি শিল্পকারখানা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ সকল তথ্য উৎপাদকদের পণ্য বিপণন, ভোক্তার পণ্য বাছাই এবং দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণও এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

৩.৯ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শিল্পগুলো শ্রম গভীর এবং দেশজ কাঁচামাল মূলধন সরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মসূচিতে এই সেক্টর মূলধন বাঁচায় এবং এতে আংশিকভাবে শ্রমশক্তি নিয়োজিত থাকে।

R.K. Vepa লিখেছেন, The Small-scale industry as a powerful tool to activate the weaker regions and sections of the country.

তিনি আরও বলেন, It needed to be called poor peoples development.

এ প্রসঙ্গে M.R. Kamal এর মন্তব্য হচ্ছে, The Contribution from small-scale and cottage industries to the economy of Bangladesh is significant and its future potential is very great.

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। ঢাকার মসলিন ও টাঙ্গাইল শাড়ি চমৎকার বস্ত্র হিসেবে বহির্বিশ্বে সমাদৃত। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, স্বর্ণ, রৌপ্য, সিল্ক, কটন, চামড়া ইত্যাদি বিখ্যাত কাজও ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাভুক্ত।

ক্ষুদ্র শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অদ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণে এ শিল্পের অবদান অপরিসীম। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান ধরা হয়েছিল ০.৪ মিলিয়ন কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পে প্রকৃত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ০.৩৫ মিলিয়ন। বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ৫ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত করেছে, যা মোট শিল্পীয় শ্রম শক্তির শতকরা ৮২%।

জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে ৭তম অবস্থানে বাংলাদেশ। জনঘনত্বের দিক দিয়ে নগররাষ্ট্র হংকং ও সিংগাপুরের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। এখনো আমরা পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের চেয়ে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। যদিও আমাদের দেশজ উৎপাদন, রেমিটেন্স খাতে আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পসহ অন্যান্য খাতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছি। দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। কৃষি এ দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলেও দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) এ খাতের অবস্থান ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

চিত্র ঃ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বিসিক কর্মকর্তা

অন্যদিকে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান এবং গুরুত্ব বাড়ছে। গত ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ৩৭.৬ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩২.০৮ শতাংশে ২০১০-১১ অর্থবছরে তা আরো কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫.৫২ শতাংশে। অপরদিকে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

(ম্যানুফেকচারিং) খাতের অবদান ৯.০৮ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৮.৪১ উন্নীত হয়েছে। উক্ত সময়ে জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩৪ শতাংশ এবং জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের অবদানের হার ছিল শিল্পখাতের মোট অবদানের ২৯ শতাংশ। এ অবস্থায় কৃষিতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকোচিত হয়ে আসছে। তবে শিল্পখাতে বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পখাতের বিনিয়োগ, আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশব্যাপী জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার ২৩৭টি (ক্ষুদ্র শিল্প ৯৩৬৬০টি, কুটির শিল্প ৬৩৬৫৭৭টি) এবং এখাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৩.৩৭ লক্ষ জনের। অথচ বিসিক কর্তৃক ১৯৬১ সালে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬৩৩১ ও ২৩৪৯৩১টি। এ সংখ্যা ১৯৯১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ক্ষুদ্র শিল্প ৩৮২৯৪টি ও কুটির ৪০৫৪৭৬টিতে। উক্ত খাতে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) অবদানও প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫.১৪ ও ৭.১০ শতাংশ থেকে ৫.২৯ এবং ৭.৭৪ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। এসব তথ্যাবলী থেকে এটা সহজে অনুমেয় যে, দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা, অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপিতে) অবদান এবং প্রবৃদ্ধির হার ক্রহৈ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে বিসিকের জরিপ অনুযায়ী ১৯৭৮ ও ১৯৮০ সালের পর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিটের সংখ্যা যথাক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪২৮৯ এবং ৮৩৭৭৩টি। উল্লিখিত সময়ে উক্ত খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২৩৬৪৪৮ এবং ৪১৪৪০২ জন। এটা নিঃসন্দেহে উক্ত খাতের অমিত সম্ভাবনা এবং বিসিকের বিভিন্ন কর্মকান্ডসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের ফল (সারণি-১)

চিত্র ঃ বিসিকের নকশা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যাগত বিকাশের ধারা (১৯৬১-২০১১)

বছর	ক্ষুদ্র শিল্প	কুটির শিল্প	কর্মসংস্থান (জনে)
১৯৬১	১৬,৩৩১	২,৩৪,৯৩৪	
১৯৭৮	২৪,০০৫	৩,২১,৭৪৩	১২৩৯৭৩২
১৯৯১	৩৮,২৯৪	৪,০৫,৪৭৬	১৮৮৯৬৪২
২০১১	৯৩,৬৬০	৬,৩৬,৫৭৭	৩৩৩৭০০০

উৎস : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প জরিপ প্রতিবেদন ১৯৬১, ১৯৭৮ ও ১৯৯১, বিসিক এবং এমআইএস প্রতিবেদন জুন ২০১১

৩.১০ জাতীয় শিল্পনীতি (২০১০ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাত)

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ এ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এবং সর্বোপরি একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণসহ স্বল্প-মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হয়েছে। আগামী ২০১৩ সালে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা ২০২১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত উন্নয়নের ও রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিতিদান এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রতিটি পরিবারে অন্ততঃ একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিষয়টিকে সমধিক প্রাধান্য দিয়ে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্য উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। বিসিক এখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্ড প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শুধুমাত্র শিল্প ইউনিটসমূহের সরকারকে প্রদত্ত কর ও ভ্যাট (২০১০-১১ অর্থবছরে) ১৪৮৩.০১ কোটি টাকা। এছাড়া কর্মসংস্থান হয়েছে ৪.৪৫ জন। এই দু'টি তথ্য থেকে অনুধাবন করা যায় যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কতটা মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। এ কারণেই সরকার শিল্পনীতিতে বৃহৎ শিল্পের চেয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এর মাঝে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা বিসিক) মূখ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে।

দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতটি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত। কিন্তু এ খাতে দ্রুত বিকাশের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান আছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক গবেষণা প্রস্তবনার বিষয়টি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিসিক ও শিল্প উদ্যোক্তাগণের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে শিল্পায়ন তথা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কতটা বেগবান হয়েছে এবং বিকাশমান এই শিল্পকে আরো বিস্তার বা প্রসার ঘটানো যায় তাকে বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য পরিচালিত কর্মকান্ড ইত্যাদি তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের কার্যক্রম ও সামাজিক উন্নয়ন)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের কার্যক্রম ও সামাজিক উন্নয়ন)

৪.১ কার্যক্রমসমূহ

বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের লক্ষে বর্তমানে মূলতঃ দু'ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম; এবং
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৪.২ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন
- রাস্তাঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যম উন্নত প্লট বরাদ্দদান
- নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন
- শিল্প ইউনিট স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান
- লাগসই প্রযুক্তি আহরণ ও স্থানান্তরকরণ
- পণ্যের নকশা, নমুনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ
- শিল্প সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি পরিচালনা এবং
- শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান

৪.৩ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান
- কর, শুল্ক ইত্যাদি সুবিধার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে দেশের বিদ্রমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিসিক বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

৪.৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নকশা কেন্দ্র

ঢকার মতিঝিলে অবস্থিত বিসিক প্রধান কার্যালয় (বিসিক ভবন)এ বিসিকের একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক নকশা কেন্দ্র রয়েছে। সেখান থেকে উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন পণ্যের নকশা সরবরাহের পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে :

- ব্লক প্রিন্ট
- চামড়ার কাজ
- বাটিক প্রিন্ট
- পুতুল তৈরি
- বাঁশ-বেত ও কাঠের কাজ
- পাটজাত হস্তশিল্প
- মৃৎ শিল্প
- ধাতব শিল্প
- প্যাকেজিং
- স্ক্রিন প্রিন্টিং
- ফ্যাশন ডিজাইন
- ট্যাপেস্ট্রি/বুনন শিল্প ইত্যাদি।

৪.৬ নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিসিকের মোট ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। এ নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রগুলোকে নিম্নলিখিত ট্রেডে উদ্যোক্তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে:-

- ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং অ্যান্ড মটর ওয়াইন্ডিং
- রিফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার রিপেয়ারিং
- গার্মেন্টস মেকিং

Dhaka University Institutional Repository

- ফিটিং কাম মেশিনশপ প্র্যাক্টিস অ্যান্ড ওয়েল্ডিং
- কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং
- শ্যালো মেশিন রিপেয়ারিং
- রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন রিপেয়ারিং
- মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং ইত্যাদি।

চিত্র ঃ কুটির শিল্পে উৎপাদনরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

নৈপুণ্যে বিকাশ কেন্দ্র (নৈবিকে)

ক্রমিক নং	সেবা/অধিকারের বিষয়	নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রসমূহ	সেবা প্রদানের পদ্ধতি ও শর্তাবলী	সময়সীমা	প্রতিকার পদ্ধতি
১.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ১) রেডিও এন্ড টেলিভিশন রিপেয়ারিং ২) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (এমএস ওয়ার্ড) ৩) কিটিং কাম মেশিনশপ এন্ড প্র্যাকটিসেস ৪) ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং এন্ড মোটর ওয়াইন্ডিং ৫) রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ার কন্ডিশনার রিপেয়ারিং ৬) মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ৭) গার্মেন্টস মেকিং এন্ড মেশিন নিটিং ৮) মোবাইল রিপিয়ারিং এন্ড কম্পিউটার এপ্লিকেশন	▪ নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা ▪ নৈবিকে, ১০৬২/এ, খিলগাঁও, ঢাকা ▪ নৈবিকে, সাটিরপাড়া, নরসিংদী ▪ নৈবিকে, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, সন্তোষ, টাংগাইল ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্পনগরী কুমিল্লা ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্পনগরী নন্দনপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ▪ নৈবিকে, সোনাইমুড়ী কলেজ নোয়াখালী ▪ নৈবিকে, চাখিল, নোয়াখালী ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্প নগরী চাড়ীপুর, ফেনী ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্পনগরী সপুরা, রাজশাহী ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্পনগরী সৈয়দপুর, নীলফামারী ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্পনগরী পুলহাট, দিনাজপুর ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্পনগরী হেমায়েতপুর, পাবনা ▪ নৈবিকে, বিসিক শিল্পনগরী কাউনিয়া,বরিশাল	নির্ধারিত মূল্যে আবেদন ফরম সরবরাহ। নির্ধারিত কোর্স ফি'র বিনিময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	শিডিউল অনুযায়ী	মহাব্যবস্থাপক(প্রযুক্তি) /পরিচালক-এর নিকট লিখিত অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে।

৪.৭ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)

ঢাকার উত্তরায় বিসিকের একটি আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত আবাসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি) নামক এ প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে দক্ষ শিল্পোদ্যোক্তা গড়ে তোলা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং বিসিকে কোন শিল্পনগরী প্ল্যান্টের মাধ্যমে নতুন কোন উদ্যোক্তাদের ব্যবসা বা কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে সেগুলো

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে :

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন
- শিল্প ব্যবস্থাপনা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- বিপণন ব্যবস্থাপনা
- সাধারণ ব্যবস্থাপনা

৪.৮ ঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বিসিক বেসরকারী শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিক নিজস্ব তহবিল থেকে কিছু ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে। ঋণ সংশ্লিষ্ট বিসিকের এ ধরনের কর্মসূচীগুলো একই সংগে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক; কর্মসূচীগুলো হচ্ছে :

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান
- ইউএনসিডিএফ

৪.৯ লবণ উৎপাদন কর্মসূচি

লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বিসিক দেশের লবণ চাষীদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা সহায়তা প্রদান করে থাকে। চলতি মৌসুমে বিসিকের তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় এলাকায় এবং খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে মোট ৭০ হাজার একর জমিতে সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন করেছে। মোট ৪৫ হাজার লবণ চাষী লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত। নিম্নে বিগত ৫ বছরে লবণ উৎপাদনের তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো :

সারণি- ৫

লবন উৎপাদনের চাহিদা ও লক্ষ্য মাত্রা

সময়	লবন উৎপাদনের তথ্য		মেট্রিক টনে
উৎপাদন মৌসুম	বার্ষিক চাহিদা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	মোট উৎপাদন
২০১১-১২	১৪.৩৬	১৪.৫০	৯.৩৪
২০১০-১১	১৩.৭০	১৩.৯০	৯.৬৪
২০০৯-১০	১৩.৩৩	১৩.৫০	১৭.০৭
২০০৮-০৯	১১.৭০	১৩.২০	১৩.৭২
২০০৭-০৮	১১.৭০	১৩.০০	১২.২২

* ৬ এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত সময়ের উৎপাদন

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সরকার লবণ চাষী, লবণ শিল্পের সথে জড়িত অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনায় এনে প্রথমবারের মত জাতীয় লবণনীতি ২০১১ ঘোষণা করেছে। প্রণীত জাতীয় লবণনীতিতে একর প্রতি লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি, লবণ উৎপাদনে লবণ চাষী মিল মালিকদের ঋণ সহায়তা প্রদান, লবণ আমদানি ও কালো লবণ উৎপাদন নিরুৎসাহিতকরণ, আপদকালীন সময়ের জন্য বাফার স্টকের ব্যবস্থাকরণ এবং লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণসহ আরও বেশ কিছু দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

চিত্র ঃ কক্সবাজারে বিসিকের লবন উৎপাদন প্রকল্প

তদুপরি গলগন্ড ও আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বিসিক মোট ২৬৭টি লবণ ক্র্যাশিং মিলে এসআইপি ৯সল্প আয়োডেসন প্ল্যান্ট) মেশিন সরবরাহ করেছে। বিসিক কর্তৃক আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তাবায়নের ফলে বর্তমানে দেশব্যাপী ৮৪ শতাংশ পরিবার আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহার করে থাকে।

৪.১০ মৌমাছি পালন কর্মসূচি

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের উপর বিসিক উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। দেশে বিভিন্ন স্থানে বিসিকের এ সংক্রান্ত ৪টি স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রদর্শনী খমার রয়েছে।

৪.১১ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন

বিসিকের তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ বিতরণের কর্মসূচি চালু আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২ দহগ্রাম অঙ্গরপোতা অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন

বিসিকের তত্ত্বাবধানে দহগ্রাম অঙ্গরপোতা অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ বিতরণের কর্মসূচি চালু আছে।

৪.১৩ বিসিকের শিল্পনগরী কার্যক্রম

- বাস্তবায়িত শিল্পনগরীর সংখ্যা : ৭৪টি
- শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প প্লটের সংখ্যা : ১০৩৪৮টি
- শিল্পনগরীতে অবস্থিত বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা (জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত): ৯৬৫১টি
- শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা (জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত) : ৪৪১৮টি
- শিল্পনগরীতে বিনিয়োগের পরিমাণ (জুন ২০১১ পর্যন্ত) : ৮০৮৯.৯০ কোটি টাকা
- বার্ষিক পণ্য উৎপাদন (২০১০-১১ অর্থবছর) : ২৯০২৭.৫০ কোটি টাকা
- রফতানিকৃত পণ্যের মোট বিক্রয় মূল্য (২০১০-১১ অর্থবছর) : ১৬৬৫৯.৮৬ কোটি টাকা
- শিল্পনগরীরে কর্মসংস্থান (জুন ২০১১ পর্যন্ত) : ৪.৪৫ লক্ষ জন
- শিল্প ইউনিটসমূহ কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর ও ভ্যাট (২০১০-১১ অর্থবছর): ১৪৮৩.০১ কোটি টাকা

উৎস : বিসিক পরিচিতি

৪.১৪ বিসিকের মনোটাইপ শিল্পনগরী

মনোটাইপ শিল্প হচ্ছে সেগুলো একই ভারতীয় যে সকল শিল্প নগরী গড়ে তোলা হয়েছে তাদের কে মনোটাইপ শিল্পনগরী বলে। বিসিকে সেই রকম একক বা মনোটাইপ কিছু শিল্পনগরী রয়েছে নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

- হোসিয়ারি শিল্পনগরী
- জামদানী শিল্পনগরী ও গবেষণা কেন্দ্র
- চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা
- অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্স (এপিআই) শিল্প পার্ক
- ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স।

শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্দেশ্য ঃ

শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি, তথা উন্নয়ন প্লট, রাস্তা, পানি, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, ড্রেন, গ্যাস, টেলিফোন প্রভৃতি একত্রিত/সমন্বিতভাবে প্রদানের লক্ষ্যে শিল্পনগরীর স্থাপনের কর্মসূচি বিসিক গ্রহণ করেছে। শিল্পনগরীতে যাবতীয় সুবিধাদি বিদ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প উদ্যোক্তাগণ সহজে শিল্প স্থাপন করতে পারেন। এর প্রেক্ষিতে অন্যান্য উদ্যোক্তাগণের মধ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে বিসিক দেশে দ্রুত শিল্পায়নের কমসূচি বাস্তাবায়ন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সদরে শিল্পনগরী বাস্তাবায়নের প্রেক্ষিতে এবং শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্পকারখানায় কাঁচামালের ও স্থানীয় লোকজনের কর্মসংস্থানের প্রেক্ষিতে শহর এলাকা হতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হচ্ছে যা শহর ও গ্রামের লোকজনের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধাসহ শিল্প প্লট সহজ শর্তে আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। শিল্পনগরীর জমি অধিগ্রহণ খরচসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে মোট ব্যয়ের উপর সরকার নির্ধারিত হারে ভূর্তুকী দিয়ে শিল্পনগরীর জমি এবং মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ফলে একজন উদ্যোক্তা হ্রাসকৃত মূল্যে নগরীতে রাস্তা, পানি, ড্রেন,গ্যাস, প্রভৃতি সুবিধাসহ প্লট পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে পুঁজিপতির সংখ্যা কম বিধায় শিল্প উদ্যোক্তাগণের অনেকেরই শিল্প স্থাপনের মত পর্যপপ্ত নিজস্ব পুঁজি বা আর্থিক সামর্থ্যের স্বল্পতা থাকে বিষয়টি বিবেচনা করে শিল্পনগরীতে প্লটের মূল্য ১০ বছরের কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে শিল্প উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে ২ কিস্তি ডাউন পেমেন্ট হিসেবে জমা দিয়ে প্লট নিতে পারেন। উদ্যোক্তাগণ জমিতে বিনিয়োগ যোগ্য অর্থ শিল্পের ভবন যন্ত্রপাতি ও চলতি মূলধন খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন। শিল্পনগরীর বাহিরে শিল্প স্থাপনের বিনিয়োগের তুলনায় শিল্পনগরীতে একই পর্যায়ের শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে কম বিনিয়োগ করলেই চলে যা প্রকল্পের ভায়াবিলিটির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। তাছাড়া শিল্পনগরীতে শিল্প স্থাপন করলে ট্যাক্স হলিডে এর ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে শিল্পনগরীর বাহিরে শিল্প স্থাপনের চেয়ে নগরীতে শিল্প স্থাপন অধিকতর লাভজনক ও নিরাপদ।

৪.১৫ সম্ভাবনাময় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

(ক) চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা

বুড়ীগঙ্গা নদী ও ঢাকার পরিবেশ রক্ষার্থে বিসিক তার সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে চামড়া শিল্পকে স্থানান্তরের মাধ্যমে ধ্বংসের হাত রক্ষা করেছে। রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার ধলেশ্বরী নদীর তীরে ৫৪৫.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যায়ে চামড়া শিল্পনগরী ঢাকা প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতিমধ্যে চামড়া শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা,ড্রেন ও বিদ্যুৎ লাইন, পানি

Dhaka University Institutional Repository

সরবরাহ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস সেড, পাম্প ড্রাইভার কোর্য়াটার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় পানি শোধনাগার স্থাপনও সরবরাহের কাজ আরডিএ বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নের কাজও প্রায় সমাপ্তির পথে। বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫৩টি ইউনিটকে বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়েছে। শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ চলছে। চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং হাজারীবাগের ট্যানারীসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে তা সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এখানে শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া ইউরোপীয় দেশসমূহের শর্ত মতে ২০১৫-এর মধ্যে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারী স্থানান্তর না করলে আমাদের দেশ থেকে আমদানি বন্ধ করে দিবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে যার পরিপেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে থেকে আমাদের সে বৈদেশিক আয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রকল্পের অবস্থান : সাভার, ঢাকা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৪,৫৩৬.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শিল্পনগরীটি মোট ২০০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ২০৫টি উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ট্যানারি শিল্পসমূহ স্থানান্তর করে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং হাজারীবাগের ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশদূষণ রোধে তা সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

(খ) এপিআই শিল্প পার্ক প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার

১। প্রকল্পের নাম : এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredient) শিল্প পার্ক।

২। প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১১। (প্রস্তাবিত মেয়াদ ঃ জুন ২০১৪)

৩। প্রকল্পের অবস্থান : বাউসিয়া, উপজেলা-গজারিয়া, জেলা মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরত্বে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ডান পাশে)

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত অনুমোদিত ব্যয় : ক) জিওবি ২০৮৫০.০০ লক্ষ টাকা
খ) উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
মোট ২৩৩৫০.০০ লক্ষ টাকা

৫। পটভূমি : WTO এর নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৬ সাল থেকে প্যাটেন্ট ড্রাগ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য রয়েলটি প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজারে ক্রমবিকাশমান ঔষধ শিল্পকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করার জন্য এর ৯০% আমদানী নির্ভর কাঁচামাল দেশে উৎপাদনের

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল (Active Pharmaceutical Ingredient) দেশে উৎপাদনের শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে পরিবেশ সম্মত স্থানে সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার, ডাম্পিং ইয়ার্ড, ইনসিনেরেটর নির্মাণসহ একটি শিল্প পার্ক স্থাপন।

খ) আমদানী নির্ভর ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা।

৭। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি : ক) এ শিল্প পার্কে মোট ৪২টি শিল্প প্লট তৈরি হবে। এসব প্লটে শিল্প কারখানা স্থাপিত হলে প্রত্যক্ষভাবে ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানসহ পরোক্ষভাবে আরও বহু লোকের কাজের সংস্থান হবে।

খ) এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঔষধ শিল্প সেক্টরে দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া কাঁচামাল আমদানি হ্রাস পাওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়সহ ঔষধ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধি পাবে।

৮। এডিপি বরাদ্দ ও বায়ন : ক) এপিআই শিল্প পার্ক প্রকল্পের স্থাপনের জন্য গত ২২/০৫/২০০৮ বাস্ত তারিখ কর্তৃক ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

খ) গত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্পটির জন্য ২৭২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় তন্মধ্যে ২৭১২.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ব্যয়ের হার ৯৯.৫০%

গ) গত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্পের জন্য ৪৪৪২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় তন্মধ্যে ৪২৩৩.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৫.৩০%

ঘ) গত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্পের জন্য ১৩০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় তন্মধ্যে ১২৭১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৭.৩৫%।

চিত্র ঃ সম্ভাবনাময় এপি আই ঔষধ শিল্প পার্ক- গজারিয়া

Dhaka University Institutional Repository

এপিআই শিল্প পার্ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১। জমি অধিগ্রহণ : ক) এপিআই শিল্প পার্ক প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ২০০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৯৭.৫৬ একর জমির পজেশন জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের কার্যালয় হতে বিসিকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। রীট মামলাজনিত কারণে ২.৪৪ একর জমির পজেশন হস্তান্তর করা হয়নি।

২। পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ: এপিআই শিল্প পার্ক প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়ে IEE (Initial Environmental Examination) ও EIA (Environmental Impact Assessment) স্টাডি করার জন্য Adroit Environment Consultants Ltd (AECL) in Association with Blackwell Engineering International LLC নামক একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে IEE প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদন জমা দেয়ার পর পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ আবেদন করেছে। যা সহসাই পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩। ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য :ক) প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন (মাটি/বালি ভরাট) কাজ চলছে। মাটি/বালি ভরাট অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি ৬০%।

খ) প্রকল্প এলাকার রিটেইনিং ওয়াল ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইন বুয়েটের মাধ্যমে প্রণয়ন করে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। গত ১৫-১১-২০১১ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হযেছে। বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ) প্রকল্পের এপ্রোচ রোডে বক্ষ কালভার্ট নির্মাণের জন্য ঠিকাদারকে বিগত ০৯-১২-২০১১ তারিখে লে-আউট দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

ঘ) প্রকল্প এলাকায় প্রশাসনিক ভবন, পুলিশ ফাঁড়ি ও গেইট নির্মাণের জন্য স্থাপত্য নকশা ও স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রণয়নের জন্য বিষেশায়িত প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি, বুয়েট এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।

ঙ) প্রকল্পের মাটি/বালি ভরাট শেষে ভরাটকৃত মাটি/বালির পরিমাণ নির্ণয়সহ আনুসাংঙ্গিক কাজ সম্পাদনের জন্য নামক সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের অবস্থান : বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৩৫০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শিল্পনগরীটি মোট ২০০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ৪২টি উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের ৪২টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

(গ) বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ
প্রকল্পের অবস্থান : সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় সায়দাবাদ ও কালিয়া হরিপুর এলাকা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭৮৯২.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শিল্প পার্কে ৮০১টি প্লটে ৫৭০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

(ঘ) গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রাসারণ
প্রকল্পের অবস্থান : গোপালগঞ্জ
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৪৩০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শিল্পনগরীটি মোট ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে উন্নত ৩৬০টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি। জুন ২০১৪ সালের মধ্যে বাস্ত বায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

(ঙ) বিসিক শিল্পনগরী, মিরসরাই
প্রকল্পের অবস্থান : মিরসরাই, চট্টগ্রাম
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২৯৪০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শিল্পনগরীটি মোট ১৫.৩২ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে উন্নত ৮৮টি শিল্প প্লটে ৮৮ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে।

(চ) কুমিল্লা শিল্পনগরী-২
প্রকল্পের অবস্থান : কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শিল্পনগরীটি মোট ২০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ১৬২টি শিল্প প্লটে ১০০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ উৎপাদিত পণ্য বিপনণের সুবিধার্থে বিসিক কর্তৃক মেলার আয়োজন

(ছ) বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর

প্রকল্পের অবস্থান : হাবুপল্লী, গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৬.৩২ লক্ষ টাকা

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : ১০৮০ জন বেনারশী তাঁতীর দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাঁতীদের মাঝে ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদান।

(জ) সর্বজনীন আয়োডিনযুক্তি লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যম আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (সিআইডিডি)-৩য় পর্যায়

প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র দেশ

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : আগামী জুন ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারের আওতায় আনয়ন এবং শতাংশ ভোজ্য লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণ।

(ঝ) শতরঞ্চি শিল্প উন্নয়ন, রংপুর

প্রকল্পের অবস্থান : নিশবেতগঞ্জ ও রাধাকৃষ্ণপুর, রংপুর

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৮৭.৩০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়নে কারুশিল্পীদের মাঝে ২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৬৬০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সহায়তা প্রদানের জন্য বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

(ঞ) বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কুমারখালি, কুষ্টিয়া

প্রকল্পের অবস্থান : কুমারখালি, কুষ্টিয়া

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮২০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শিল্পনগরীটি মোট ১০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ৮৬টি শিল্প প্লটে ৩০-৩৫টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

(ট) বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা

প্রকল্পের অবস্থান : বরগুনা সদর

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য : শিল্পনগরীটি মোট ১০.২১ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ৬১টি শিল্প প্লটে ৬১টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

প্রক্রিয়াধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের বিকাশ ও উন্নয়নে বিসিক তার দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে চলমান সেবা-সহায়তা কার্যক্রমকে আরও জোরদার ও গতিশীল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তদুপরি আগামীতে বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এসব প্রকল্পসমূহ হচ্ছে :

- শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী
- ভৈরব শিল্পনগরী
- বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌ-চাষ উন্নয়ন
- গার্মেন্টস শিল্পপার্ক
- বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট
- রাজশাহী শিল্পনগরী সম্পসারণ
- পাবনা শিল্পনগরী সম্প্রসারণ ইত্যাদি

বিসিকের আইসিটি কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের গতানুগতিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের পরিবর্তে বিসিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ই-সার্ভিস প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্যোক্তাদের দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য বিসিকের Service delivery outlet গুলোতে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এ আয়োজনের মধ্যে অন্যতম হলো :

- বিসিক প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করা

Dhaka University Institutional Repository

- LAN এবং WAN ব্যবস্থায় ও উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে বিসিক কার্যালয়গুলোর মধ্যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ স্থাপন
- Online এ তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা
- অটোমেশন প্রবর্তনে ৪টি Customize সফটওয়্যারের ব্যবহার
- ওয়েবসাইটের উন্নয়ন ও তথ্য হালনাগাদকরণ, ইত্যাদি

৪.১৬ ঢাকা, খুলনা, কুমিল্লা ও বরিশাল জেলায় অবস্থিত শিল্পনগরীসমূহের বিস্তারিত তথ্য

নিম্নে নমুনায়িত ৪টি জেলার (ঢাকা, খুলনা, কুমিল্লা ও বরিশাল) সমস্যা ও সম্ভাবনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে বিসিক শিল্পনগরী কুমিল্লা

ভৌগোলিক দিক হতে রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত শহরের নাম কুমিল্লা। কুমিল্লা নামটি একটি গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩.৬২ শতাংশ অধ্যুষিত কুমিল্লা জেলা বাংলাদেশের মোট আয়তনের মাত্র ২.১৪ শতাংশ এক নজরে এ জেলার কিছু ভৌগোলিক দিক থেকে এ জেলাটি ত্রিভুজ আকৃতির এবং যার বিস্তৃতি মেঘনা সমভূমি হতে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত। বৃটিশ ভারতে "ভিলেজ এইড" কর্মসূচি এবং পরবর্তীতে জনাব আখতার হামিদ খান কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলায় কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে রাইস মিল, তৈল মিল জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়। প্রায় একই সাথে ষাটের দশকে পরিকল্পিত উপায়ে অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধনের জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক শিল্পনগরী কর্মসূচি হাতে নেয়। যার ফলে, মডার্ণ রাইস মিল, ফয়জুন্নেছা কটেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং জাহানারা কটেজ ইন্ডাষ্ট্রিজের মত প্রতিষ্ঠান এ জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, বিসিক শিল্পনগরী কুমিল্লাতে এ যাবত: ১৩৭টি শিল্প ইউনিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে ৯২টি উৎপাদনরত, ৬টি উৎপাদনযোগ্য, ১৫টি নির্মাণাধীন/নির্মাণের অপেক্ষায় এবং অবশিষ্ট ২৪টি শিল্প ইউনিট রুগ্ন/নিস্ক্রীয় অবস্থায় আছে। তা'ছাড়া বিসিক শিল্পনগরী, চৌদ্দগ্রামে এ যাবত ২৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রণীত শিল্পনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রণীত শিল্পনীতি ২০১০ এ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সরকার ঘোষিত এ সকল নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) বিগত ৫৫(পঞ্চান্ন) বছর যাবতঃ কাজ করে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে কুমিল্লা জেলা

০১। আয়তন	:	৩০৮৫ বর্গ কি:মি:
০২। মোট জনসংখ্যা	:	৪৪,৮৯,৬১৬ জন
পুরুষ	:	২২,৬৬,৩৫৮ জন
মহিলা	:	২২,২৩,২৫৪ জন
০৩। শিক্ষার হার (৭ হতে তদুর্ধ বছর)	:	৩৫%
০৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	:	ক্রঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ নং মোট (সরকারী ও বেসরকারী)
		ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ১,৪২৯ টি
		খ) মাদ্রাসা (ফোরকানিয়াসহ) ২,০৪০ টি
		গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যারয় ৩৬৬ টি
		ঘ) মহাবিদ্যালয় ৪১ টি
		ঙ) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৪ টি
		চ) পাবলিক লাইব্রেরী ০৩ টি
		ছ) অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টার ০৫ টি
০৫। প্রশাসনিক ইউনিট	:	
থানা	:	১২ টি
পৌরসভা	:	৩ টি
ওয়ার্ড	:	৯ টি
ইউনিয়ন	:	১৭৮ টি
মৌজা	:	২,৬০০ টি
০৬। জমির ব্যবহার	:	
মোট জমি	:	৭,৬২,২৪০ একর
আবাদী জমি	:	৫,৯৮,৮৯২ একর
এক ফসলী	:	১,৩৬,২৮৭ একর
দুই ফসলী	:	৩,৭১,৯৯৬ একর
তিন ফসলী	:	৬৩,১৬৪ একর
সেচের আওতায়	:	১,৩২,৯৮৫ একর
মাথা পিছু জমি	:	০.১৭ একর
০৭। যোগাযোগ ব্যবস্থা	:	
পাকা রাস্তা	:	৪৪২ কি:মি:
কাঁচা রাস্তা	:	৫,২১৩ কি:মি:
ব্রিজ ও কালভার্ট	:	২,৪৯৫ টি
রেলপথ	:	৯১ কি:মি:
রেলওয়ে স্টেশন	:	৮ টি
০৮। ব্যাংক	:	
সরকারি (বাণিজ্যিক)	:	৫২ টি শাখা
বেসরকারি	:	১২৩ টি শাখা

Dhaka University Institutional Repository

০৯। কৃষি সম্পদ (বার্ষিক উৎপাদন, মেঃ টন) :

ধান	: ১,৮৫,৯৬২.০০
গম	: ২৫,১২৪.৪৪
গোলআলু	: ১,০৯,২৫৬.৫৯
পাট	: ৩,১০৪.৪৪
ইক্ষু	: ১৯,৮৩৪.৫৬
ডাল	: ১,৪২০.৫৯
মিষ্টি আলু	: ৫২.৭২২.৮১

১০। মৎস্য সম্পদ :

মৎস চাষকৃত পুকুর	: ৩৩,৯৯৮ টি
জলমহল	: ৪০ টি
নার্সারী পুকুর	: ৭৬৬ টি
মৎস্য খামার	: ১৫০ টি
বার্ষিক মাছ উৎপাদন	: ৮১,৪৭৫ মেঃ টন

১১। পশু সম্পদ :

গরু	: ২,৫৯,৪০৯ টি
মহিষ	: ৫,৫২৯ টি
ছাগল	: ২,৮৯,৯০২ টি
ভেড়া	: ৩,৩৮১ টি
হাঁস/মুরগী	: ১০,১৯,৯৩৩ টি

১২। শিল্পনগরী :

সংখ্যা	মোট জমি (একর)	প্লট সংখ্যা
১ টি	৫৪.৬০	১৪৫ টি
১ টি	১১.০৩	৭৪ টি (প্রস্তাবিত)
১ টি	৫.৪৭	–

১৩। শিল্প ইউনিটের সংখ্যা (১৯৯১ সাল পর্যন্ত) :

	সংখ্যা	কর্মসংস্থান
ক্ষুদ্র শিল্প :	১,৩৫৯ টি	১৮,৩৪৬ জন
কুটির শিল্প :	১২,৫৬৫ টি	৪১,২২৮ জন

Dhaka University Institutional Repository

২০১১ সাল পর্যন্ত কুমিল্লা জেলায় স্থাপিত ক্ষুদ্র শিল্পের উপ-খাত/ধরন অনুযায়ী অবস্থা

ক্রমিক নং	উপ-খাত/ধরন	শিল্প ইউনিট		কর্মসংস্থান	
		সংখ্যা (টি)	শতকরা হার (%)	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার (%)
০১	রাইস মিল	৬৪৬	৪৭.৫৩	৮২৯৫	৪৫.২১
০২	হালকা প্রকৌশল কারখানা	১০৪	৭.৬৫	১০৪৬	৫.৭০
০৩	বিস্কুট ও বেকারী ইউনিট	১০১	৭.৪৩	১১৩৫	৬.১৮
০৪	আটা/ময়দা মিল	৮২	৬.০৩	১০৭৪	৫.৮৫
০৫	তৈল মিল	৭২	৫.৩০	৭৫৮	৪.১৩
০৬	তৈরি পোষাক	৬০	৪.৪২	১৯১০	১০.৪১
০৭	স-মিল	৩৫	২.৫৭	৪২৬	২.৩২
০৮	প্রিন্টিং ও পাবলিসিং	২৫	১.৮৪	৩২৪	১.৭৭
০৯	ষ্টীল ফার্নিচার	১৬	১.১৮	১৯২	১.০৪
১০	অটোমোবাইল সার্ভিসিং ও মেরামত ইউনিট	১৫	১.১১	২৬৩	১.৪৩
১১	জুট ও টেক্সটাইলের খুরচা যন্ত্রাশং তৈরি কারখানা	১৫	১.১১	৩১০	১.৬৯
১২	কাঠের ফার্নিচার	১৩	০.৯৫	১৩৮	০.৭৫
১৩	কোল্ড স্টোরেজ	১২	০.৮৮	১১১	০.৬১
১৪	জুয়েলারী	১১	০.৮১	১৭৮	০.১৭
১৫-১৬	অন্যান্য	১৫২	১১.১৯	২১৮৬	১১.৯৪
	মোট	১৩৫৯	১০০%	১৮৩৪৬	১০০%

সূত্র : সার্ভে রিপোর্ট (ক্ষুদ্র শিল্প), বিসিক, ১৯৯৪ সাল

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ ইং পর্যন্ত কুমিল্লা জেলায় স্থাপিত কুটির শিল্প সম্পর্কিত তথ্যসমূহ

০১। মোট শিল্প সংখ্যা	: ১২,৫৬৫ টি
০২। মোট বিনিয়োগ	: ২,৫০৬.৬০ লক্ষ টাকা
০৩। মোট স্থায়ী মূলধন	: ১,৭৫৯.০৯ লক্ষ টাকা
০৪। মোট চলতি মূলধন	: ৭৪৭.৫১ লক্ষ টাকা
০৫। ইউনিট প্রতি গড় বিনিয়োগ	: ০.২০ লক্ষ টাকা
০৬। মোট কর্ম সংস্থান	: ১,৬৫,৮১৯ জন
০৭। জন প্রতি গড় বিনিয়োগ	: ০.১৪ লক্ষ টাকা
০৮। মোট কাঁচামালের ব্যবহার	: ২২১৯.১১ লক্ষ টাকা
০৯। মোট উৎপাদিত পণ্য	: ৪৩১২.৬১ লক্ষ টাকা
১০। মোট বিক্রয় মূল্য	: ৪৮২৯.৪৪ লক্ষ টাকা
১১। মোট মুনাফা	: ৫১৬.৮৩ লক্ষ টাকা

কুমিল্লা জেলায় স্থাপিত ও সম্ভাব্য কুটির শিল্পের তালিকা

স্থাপিত	সম্ভাব্য
০১। খাদি বা খদ্দরের কাপড়	০১। বিভিন্ন ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ
০২। বাঁশের কাজ	০২। শাক-সবজী প্রক্রিয়াজাতকরণ
০৩। হস্ত চালিত তাঁত	০৩। দুগ্ধজাত দ্রব্য
০৪। রুটি তৈরি	০৪। চামড়ার কাজ
০৫। ছাতার বাট তৈরি	০৫। রেশম
০৬। কাঠের কাজ	০৬। এন্ডি চাষ
০৭। মাদুর তৈরি	০৭। মৌমাছি পালন
০৮। মৃৎ শিল্প	০৮। তালপাখা ও তালের টুপি
০৯। কাপড় ছাপা	০৯। শুটকী
১০। কামারশালা	১০। পোষাক তৈরি
১১। হুক্কা তৈরি	১১। সূচী কর্ম
১২। মিষ্টি তৈরি	১২। স্বর্ণ অলংকার
১৩। বাটিক প্রিন্ট	১৩। পুতুল তৈরি
১৪। কাগজের ঠোঙ্গা তৈরি	১৪। খেলনা তেরি
১৫। কাপড় রং করা	১৫। ঘড়ি মেরামত
১৬। জুতা তৈরি	১৬। হেয়ার ড্রেসিং
১৭। পাটি বুনন	১৭। কাঠের আসবাবপত্র
১৮। আগরবাতি তৈরি	১৮। মুড়ি তৈরি
১৯। জাল বুনন	১৯। সাইকেল মেরামত
২০। চক তৈরি	২০। বই বাঁধাই
২১। তেলের ঘানি	২১। মোমবাতি তৈরি
২২। মশলা প্রক্রিয়াজাতকরণ	২২। টুথ পিক তৈরি
২৩। আচর তৈরি	২৩। টুথ পাউডার তৈরি
২৪। বেকারী	

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে বিসিক শিল্পনগরী খুলনার বর্তমান অবস্থা এবং শিল্পনগরী খুলনা কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন খাতে বার্ষিক অবদান ঃ (২০০৯-১০ অর্থ বছরের তথ্য)

০১।	মোট শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	ঃ ৯৬টি
০২।	২.৫০ কোটি টাকার মধ্যে চালু শিল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৫টি
০৩।	১.৫০ কোটি টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত চালু শিল্পের সংখ্যা	ঃ ০২টি (১) আবদুল্লাহ ব্যাটারী কোং (প্রাঃ) লিঃ। (২) মিতালী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
০৪।	১০.০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে চালু শিল্পের সংখ্যা	ঃ ০২টি (১) এ্যাকুয়া রিসোর্স লিঃ (২) জুট স্পিনার্স লিঃ
০৫।	শিল্প ইউনিটে মোট বিনিয়োগ	ঃ ৭৫ কোটি ২১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা
০৬।	কর্মসংস্থান	ঃ ৩১৫২ জন
০৭।	মোট বার্ষিক উৎপাদন	ঃ ৮৭ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
০৮।	মোট বার্ষিক টার্ণওভার	ঃ ৯৮ কোটি ৭৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
০৯।	উৎপাদিত পণ্যের বিপননের পরিমাণ	ঃ (জুলাই/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১০)
	ক) দেশে	ঃ ৫২ কোটি ২৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
	খ) বিদেশে	ঃ ৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
	মোট =	৮৭ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
অনুপাত:		ঃ ৫২ঃ৪৮
১০।	প্রদেয় আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট	ঃ ১১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা
১১।	বিদ্যুৎ খাতে পরিশোধ	ঃ ৫ কোটি ১৫ হাজার টাকা
১২।	টেলিফোন খাতে পরিশোধ	ঃ ৫ লক্ষ টাকা
১৩।	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ	ঃ ০.২৬ লক্ষ টাকা (বাকী ৫.২৪ লক্ষ টাকা রেকর্ড সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি)।
১৪।	পৌর করা পরিশোধ	ঃ ৮৬ হাজার টাকা
১৫।	অন্যান্য খাতে আয়	ঃ ১০ লক্ষ টাকা
১৬।	জাতীয় অর্থনীতিতে মোট অবদান	ঃ ১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

শিল্পনগরী, বিসিক, শিরোমনি, খুলনা এর তথ্যাবলী

০১।	শিল্পনগরীর নাম	ঃ শিল্পনগরী, শিরোমনি, বিসিক, খুলনা
০২।	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৫৩.৭১ লক্ষ টাকা
০৩।	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ ০৮/১২/১৯৬৫
০৪।	প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করার তারিখ	ঃ জানুয়ারী/১৯৬৬
০৫।	প্রকল্প সমাপ্তের তারিখ	ঃ সেপ্টেম্বর/১৯৭৮
০৬।	মোট জমি	ঃ ৪৪.১০ একর
০৭।	প্লটভূক্ত জমির পরিমাণ	ঃ ৩৭.০৫ একর

Dhaka University Institutional Repository

০৮। (ক) প্রশাসনিক ভবন, ষ্টাফ কোয়াটার, ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক ঃ ১.০৩ একর
(খ) পুকুর ঃ ১.৫৪ একর
(গ) রাস্তা ও অন্যান্য ঃ ৪.৪৮ একর
(ঘ) মোট = ঃ ৪৪.১০ একর (প্রতি একর জমির মূল্য ১৫.০০)

০৯। মোট প্লট সংখ্যা ঃ ২৪০টি
এ টাইপ= ২৪টি = ১৫০০০ বর্গফুট (২০০′ x ৭৫′)
বি টাইপ= ৭৪টি = ৯০০০ বর্গফুট (১৫০′ x ৬০′)
সি টাইপ= ১১৮টি= ৪৫০০ বর্গফুট (১০০′ x ৪৫′)
ডি টাইপ= ২৪টি= ৩০০০ বর্গফুট (৭৫′ x ৪০′)
২৪০টি

১০। বরাদ্দকৃত প্লট ঃ ২৪০টি

১১। মোট শিল্প ইউনিট ঃ ৯৬টি
ক) উৎপাদনরত শিল্প সংখ্যা ঃ ৬৯টি
খ) উৎপাদনযোগ্য শিল্প ইউনিট ঃ ০৬টি
গ) নির্মাণাধীন শিল্প ইউনিট ঃ ০২টি
ঘ) বরাদ্দকৃত ও নির্মাণের অপেক্ষায় ঃ ০১টি মামলাজনিত কারণে কাজ বন্ধ আছে
ঙ) রুগ্ন/নিষ্ক্রীয় শিল্প ইউনিট ঃ ১৮টি

খাতওয়ারী শিল্প ইউনিটের বিবরণ

১২। ক) খাদ্যজাত ঃ ২৮টি
খ) পাটজাত ঃ ০৪টি
গ) বনজ ঃ ০৮টি
ঘ) কেমিক্যাল ঃ ২৪টি
ঙ) বস্ত্রজাত ঃ ০২টি
চ) গ্লাস সিরামিক ঃ ০২টি
ছ) প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ঃ ০৪টি
ঝ) ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স ঃ ০১টি
ঞ) ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ ১৮টি
ট) বিবিধ ঃ ০২টি
৯৬টি

১৩। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে মালিকানা পরিবর্তনের মাধ্যমে শিল্প পূর্নবাসন হয়েছে ঃ ৪টি

সূত্র : বিসিক, খুলনা

Dhaka University Institutional Repository

বিসিক, শিরোমনি, খুলনার পাওনা আদায়ের বিবরণ

ক্রমিক নং	হিসাবের খাত	জুলাই ০৯ইং হতে জুন ১০ পর্যন্ত			শুরু হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত			মন্তব্য
		আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
১।	জমির কিস্তি	২,৫২,৩৪৮/-	১৯,২৫,২৫২/৫১	৭৬৩%	৭২,১৫,৪৭৪/৭৭	৮৪,২২,৪৬৪/৬০	১১৮%	
২।	সার্ভিস চার্জ	৬,৯৫,৭৩৬/-	১৩,৪৯,১৩৭/৯১	১৯৪%	৫৪,১৬,৯৪৫/-	৪৫,০০,৭৯৮/০১	৮৩%	
৩।	জমির খাজনা	৪,৭৩,৫৫২/-	২২,৮৩,৬৮৭/৫১	৪৮২%	৮৯,৪৪,২৩০/৮৫	১,০০,৮১,৮০২/৪২	১১৩%	
৪।	পানির বিল	১,০৮,৩৮২/-	২,৪৬,৮৬৯/৬২	২২৮%	২৪,৮৪,৫৭৫/-	১১,৬৬,৩৫৫/৬২	৪৭%	
৫।	অন্যান্য	৩,০৩,৬৩৫/-	৩,০৩,৬৩৫/-	১০০%	৬৮,৬০,০৭২/৩৬	৬৮,৬০,০৭২/৩৬	১০০%	
	মোট	১৮,৩৩,৬৫৩/-	৬১,০৮,৫৮২/৫৫	৩৩৩%	৩,০৯,২১,২৯৭/৯৮	৩,১০,৩১,৪৯৩/০১	১০০%	

সূত্র : বিসিক, খুলনা

শিল্পনগরী, বিসিক শিরোমনি, খুলনা
বিগত ৪ অর্থ বৎসরে মালিকানা হস্তান্তর ও অন্যান্য উপায়ে পূর্নবাসিত রুগ্ন শিল্পে তালিকা

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	হস্তান্তরিত শিল্প ইউনিটের নাম	হস্তান্তরের তারিখ
১।	২	৩	৪
২।	২০০৬-২০০৭	মেসার্স খাজা টেক্সটাইল মিলস	১৩-০৭-২০০৬ খ্রিঃ
৩।	২০০৭-২০০৮	মেসার্স সরদার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ,, এম,এ চৌধুরী লিঃ ,, খুলনা রীড ইন্ডাস্ট্রিজ ,, এ,ইউ মটর ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	২১-০৮-২০০৭ খ্রিঃ ০৩-১০-২০০৭ খ্রিঃ ০৮-০১-২০০৮ খ্রিঃ ৩০-০৪-২০০৮ খ্রিঃ
৪।	২০০৮-২০০৯	মেসার্স খুরশিদ আয়রন ফাউন্ডি এন্ড ইঞ্জিঃ (প্রাঃ) লিঃ ,, শাপলা ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ ,, সোয়েব আয়রন ফাউন্ড্রী এন্ড ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস ,, লোটাস সোপ ফাউন্ড্রী ,, এশিয়া ব্যাটারী কোং ,, ইসলামী ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	০৬-০৮-২০০৮ খ্রিঃ ০৬-০৮-২০০৮ খ্রিঃ ০১-০১-২০০৯ খ্রিঃ ০১-০১-২০০৯ খ্রিঃ ০১-০১-২০০৯ খ্রিঃ ১০-০৬-২০০৯ খ্রিঃ
৫।	২০০৯-২০১০	মেসার্স লিলি প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ ,, আয়রন টুলস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ,, সেতু আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ ,, প্যান অপটিকস লিঃ	০৬-১২-২০০৯ খ্রিঃ ২৬-১১-২০০৯ খ্রিঃ ২৩-০৫-২০১০ খ্রিঃ ০৭-০৬-২০১০ খ্রিঃ

Dhaka University Institutional Repository

বিসিক শিল্প নগরী খুলনার বিভিন্ন সমস্যাবলী

১। ট্যাক্স হলিডে না পাবার সমস্যা

২। জমির মূল্য, খাজনা, সার্ভিস চার্জ ও পানির বিল আদায়ে সমস্যা

৩। রুগ্ন শিল্প সমস্যা

৪। বিসিক শিল্পনগরীতে পুন:নির্মাণ

৫। শিল্পনগরীর জমির মূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

৬। গভীর নলকুপ/পানির সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
শিল্পনগরী, শিরোমনি, খুলনা

বিসিক শিল্পনগরী, শিরোমনি, খুলনার শিল্প ইউনিটের বাস্তব অবস্থা সম্বলিত তালিকা ঃ-

(ক) উৎপাদনরত

০১। মেসার্স জুট স্পিনার্স লিমিটেড
০২। ,, এ্যাকুয়া রিসোর্স লিমিটেড
০৩। ,, মিতালী ফুড ইন্ডাঃ লিমিটেড
০৪। ,, মিতালী ফুড ইন্ডাঃ লিমিটেড (ইউঃ - ২)
০৫। ,, মিতালী ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী
০৬। ,, মিতালী বেকারী এন্ড কনফেকশনারী
০৭। ,, আব্দুর রাজ্জাক লিমিটেড
০৮। ,, মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ
০৯। ,, এ,আর,এ ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ
১০। ,, এ,বি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১১। ,, মীর পলিমার প্লাষ্টিক লিমিটেড
১২। ,, মাহমুদ ফুড এন্ড কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড
১৩। ,, আব্দুল্লাহ ব্যাটারী (কোং প্রোঃ) লিমিটেড
১৪। ,, আব্দুল্লাহ ব্যাটারী কোং (প্রাঃ) লিমিটেড (ইউঃ-২)
১৫। ,, আব্দুল্লাহ ব্যাটারী কোটং (প্রাঃ) লিঃ (ইউঃ-৩)
১৬। ,, আব্দুল্লাহ ব্যাটারী কোটং (প্রাঃ) লিঃ (ইউঃ-৪)
১৭। ,, আব্দুল্লাহ ব্যাটারী কোটং (প্রাঃ) লিঃ (ইউঃ-৫)
১৮। ,, আব্দুল্লাহ ব্যাটারী কোটং (প্রাঃ) লিঃ (ইউঃ-৬)
১৯। ,, হ্যামকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
২০। ,, খোরশেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
২১। ,, খোরশেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউঃ-১)
২২। ,, ফরিদ ব্যাটারী কোং
২৩। ,, ফরিদ ব্যাটারী কোং (ইউঃ-১)
২৪। ,, ফরিদ ব্যাটারী কোং (ইউঃ-২)
২৫। ,, জামান ফাউন্ড্রী এন্ড ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস
২৬। ,, জামান ফাউন্ড্রী এন্ড ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস (সম্প্রঃ-১)
২৭। ,, জামান ফাউন্ড্রী এন্ড ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস (সম্প্রঃ-২)
২৮। ,, ইউনিভার্সাল ষ্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ
২৯। ,, মাহাবুব ব্রাদার্স লিমিটেড
৩০। ,, এস,এম, ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস
৩১। ,, সুমন স্পুল ইইন্ডাস্ট্রিজ
৩২। ,, খুলনা এ্যালাইড ইন্ডাঃ লিমিটেড
৩৩। ,, সাউথওয়েষ্ট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
৩৪। ,, এশিয়ান স্পুল ইন্ডাস্ট্রিজ
৩৫। ,, এশিয়ান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাঃ

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। ,, মা-মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
৩৭। ,, হিমাগার লিমিটেড
৩৮। ,, আফরোজা গেইন মিল
৩৯। ,, দৌলতপুর আইস এন্ড কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড
৪০। ,, হুগলী বিস্কুট কোং
৪১। ,, ডায়মন্ড রাইস মিল
৪২। ,, মোহাম্মদিয়া ময়দা ও সেলাই কল
৪৩। ,, মীর রাইস মিল
৪৪। ,, এশিয়া ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ
৪৫। ,, বেংগল ওয়্যারনেইল ইন্ডাস্ট্রিজ
৪৬। ,, মুনীর ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস
৪৭। ,, কোয়ালিটি জুট প্রেডাক্টস ইন্ডাস্ট্রিজ
৪৮। ,, জে,এন,জে ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস
৪৯। ,, এ্যালাম ইন্ডাস্ট্রিজ
৫০। ,, কাশেম ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ
৫১। ,, জিয়া ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ
৫২। ,, স্যাম এ্যাডহেসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৫৩। ,, ফায়সাল ইন্ডাস্ট্রিজ
৫৪। ,, বাইওনিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৫৫। ,, মধুমতি কোক এন্ড ব্রিকেটস ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিঃ
৫৬। ,, খুলনা রাবার ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিঃ
৫৭। ,, রুহুল আমিন স'এন্ড ববিন ফ্যাক্টরী
৫৮। ,, রোমেন প্লাষ্টিক ইন্ডাঃ
৫৯। ,, লুবনা স'এন্ড ববিন ফ্যাক্টরী
৬০। ,, আল-আমিন স' মিল
৬১। ,, সাগর স' এন্ড ববিন ফ্যাক্টরী
৬২। ,, জুটইয়ার্ন ডাইয়িং এন্ড ষ্টার সিং প্রসেসর ইন্ডাঃ
৬৩। ,, খায়রুননেছা কেমিক্যাল ..... এন্ড ববিন ফ্যাক্টরী
৬৪। ,, তাহমিনা এন্টারপ্রাইজ
৬৫। ,, ...
৬৬। ,, হুগলী বিস্কুট কোং (ইউঃ-১)
৬৭। ,, আলাউদ্দিন ফাউন্ড্যী এন্ড ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস
৬৮। ,, এভারেষ্ট মেটাল এন্ড ব্যাটারী কোং
৬৯। ,, এস,এম, ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস (ইঃ-০১)

(খ) উৎপাদনযোগ্য

০১। মেসার্স খুলনা পেপার বোর্ড এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাঃ
০২। ,, গোল্ডেন ফ্রেশ ফুড ইন্ডাস্ট্রিশ
০৩। ,, আবদুল্লাহ ব্যাটারী কোং (প্রাঃ) লিঃ (ইউঃ-৭)
০৪। ,, তারক এন্টারপ্রাইজ
০৫। ,, খোরশেদ মেটাল ইন্ডাঃ (ইউঃ-২)
০৬। ,, সুরাম অয়েল মিল

Dhaka University Institutional Repository

(গ) নির্মানাধীন

..... নাই .....

(ঘ) বরাদ্দকৃত ও নির্মানের অপেক্ষায়

০১। মেসার্স রহিম ফ্লাওয়ার মিল

(ঙ) নিষ্ক্রীয়/রুগ্ন শিল্প

০১। মেসার্স টেক্সপিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
০২। ,, সোহানা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
০৩। ,, বারী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
০৪। ,, রীপামোজাইক এন্ড চিপস ইন্ডাঃ
০৫। ,, নাহিদ উডেন ইন্ডাস্ট্রিজ
০৬। ,, মডার্ন পিপি ব্যান্ড ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিমিটেড
০৭। ,, সায়েরা এ্যাগ্রো ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিমিটেড
০৮। ,, জামান এ্যাসোসিয়েটস ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিমিটেড
০৯। ,, এ,আর ফ্লাওয়ার মিল
১০। ,, পাইওনিয়র ষ্টিল ফার্নিচার ইন্ডাঃ
১১। ,, হক ষ্টিল ফার্নিচার ইন্ডাঃ
১২। ,, প্রেস্ট্রিজ করপোরেশন ইন্ডাঃ
১৩। ,, মহসিন টেক্সটাইল মিলস লিঃ
১৪। ,, বেংগল জুটেক্স ইন্ডাঃ লিমিটেড
১৫। ,, রাজী অয়েল মিল
১৬। ,, অর্কলেদার ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিমিটেড
১৭। ,, এস,এস পলিথিন ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিমিটেড
১৮। ,, খুলনা কংক্রিট পাইপ ইন্ডাঃ
১৯। ,, আই,এ,সি ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিমিটেড
২০। ,, খুলনা হ্যান্ডিক্রাফটস এন্ড গিফটস ইন্ডাঃ

(চ) বরাদ্দের অপেক্ষায় প্লট সংখ্যা

..... নাই .....

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পনগরী বরিশাল

ভূমিকা ঃ শিল্পায়নে বরিশাল জেলা বাংলাদেশের অনুন্নত এলাকায় অবস্থিত। অনুন্নত শিল্প অবকাঠামো এবং সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থার অভাবে এ এলাকাটি শিল্পে ঐতিহাসিকভাবে পশ্চাদপদ। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প নেই বলেই চলে। ক্ষুদ্র শিল্প ও সাধারনত: 'স' মিল, রাইস মিল, ঔষধ শিল্প এবং বরফকল ইত্যাদি ধরনের শিল্প সীমাবদ্ধ। কুটির শিল্পের বিকাশ মন্থর। এ জেলায় মোট আয়তন ২৭৯০ বর্গ কিলোমিটার। অসংখ্য নদীনালা ও খালবিল দ্বারা বিস্তৃত ফলে জমি পলি মাটিদ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলটির যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত। আবহাওয়া মৃদুভাবাপন্ন এবং মাটি উর্বর। এ এলাকাকে এক সময় শস্য ভান্ডার বলা হ'ত। লোকজন ছিল কৃষি নির্ভর। বরিশাল আজ সীমাহীন দরিদ্র বেকার ও হদ্ম বেকারে ভর্তি। এ ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগের বিষয়টি চিন্তা করা আজ জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি। এ বেকার জনগোষ্ঠিকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগের জন্য প্রয়োজন গ্রামে, গঞ্জে, বন্দরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক বিকাশ। শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, বরিশাল আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অত্র এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের জন্য সর্বান্ত করণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অত্র এলাকায় শিল্পায়ন করতে শিল্পের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে একটা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক :

ক) কাঁচামালের প্রাপ্যতা

খ) দক্ষ জনশক্তির প্রাপ্যতা

গ) সম্ভাব্য উদ্যোক্তা

ঘ) যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা

ঙ) কারিগরী শিক্ষা

চ) প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে এমন জনগোষ্ঠি

ছ) বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

জ) বাস্তবমূখী সরকারী নীতিমালা এবং

ঝ) শিল্পায়নে সুষ্ঠ পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পায়নের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিজে উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলা এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদেরকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি ব্যাপক জরিপ ও সমীক্ষা হওয়া দরকার। এই এলাকায় শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দিক নির্দেশনার লক্ষ্যে বরিশাল জেলায় একটি ব্যাপক সমীক্ষায় আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাগণের শিল্প স্থাপনের আগ্রহ করে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

শিল্প নগরী

বরিশাল জেলায় একটি শিল্পনগরী রয়েছে। বরিশাল শহরে কাউনিয়ায় এ শিল্প নগরীটি অবস্থিত। ১৩০.৬১ একর আয়তন বিশিষ্ট দেশের সর্ববৃহৎ এই শিল্পনগরীতে রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পানি পয়ঃনিস্কাশন ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাসহ শিল্প স্থাপনযোগী উন্নত জমি রয়েছে। এ, বি, সি ও ডি এই চার ধরনের আয়তন বিশিষ্ট জমি অতি স্বল্পমূল্যে শিল্প স্থাপনে ৯৯ বৎসরের লিজ দেয়া হচ্ছে।

এক নজরে বিসিক শিল্প নগরী বরিশাল

০১। শিল্পনগরীর নাম ঃ	বিসিক শিল্প নগরী, বরিশাল
০২। অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যায় ঃ	১৩১.৬৫ লক্ষ টাকা
০৩। প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ ঃ	০৯/০১/১৯৬০
০৪। প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ	১৯৮৯
০৫। শিল্পনগরীর জমির পরিমান ঃ	১৩০.৬১ একর

পাকিস্তান সরকারের ২য় পঞ্চবার্ষিক (১৯৬০-৬৫), পরিকল্পনা সময়ে ইপসিক কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশে মোট ২০টি শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়। বরিশাল শিল্পনগরী আয়তনের দিক থেকে সর্ববৃহৎ। দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশকে সামগ্রীর শিল্পায়নের স্বার্থে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রদানই শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান শিল্প কাঠামো

ঐতিহাসিক কাল থেকে বরিশাল জেলা শিল্পে অত্যন্ত পচাঁদপদ এবং শিল্প কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। এখানে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি। ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যাও অত্যন্ত কম তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বরিশাল জেলার বর্তমান শিল্প কাঠামো দেখানো হলো :

বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প

শিল্পের নাম	অবস্থান	উৎপাদিত পণ্য	কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা	কাঁচামাল	বর্তমান অবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
অপসোনিন লিঃ	বগুড়া রোড, বরিশাল	ঔষধ	৩৫০০ জন	বিভিন্ন ধরনের ব্যাসিক ক্যামিক্যাল	চালু
সোনারগাঁ টেক্সটাইল	রূপাতলী, বরিশাল	সুতা	৯০০ জন	তুলা	চালু
বরিশাল জুট মিল	দপদপিয়া, বরিশাল	জুট টুয়াইন	৩৭৬ জন	পাট	চালু
ফাইভার লিঃ	বিসিক শিল্প নগরী, সুতা বরিশাল	সুতা	৪৫০ জন	তুলা	চালু
মেডিমেট লিঃ	রূপতলী বরিশাল	ঔষধ	৮০০ জন	ব্যাসিক ক্যামিক্যাল	চালু
বেঙ্গল পলিটেক্স	দপদপিয়া, বরিশাল	পলিব্যাগ	৭০ জন	পলিগঞ্জ	চালু
রেফকো ল্যাবরেটরি লিঃ	কলেজরো, বরিশাল	ঔষধ	৫০০ জন	ব্যাসিক ক্যামিক্যাল	চালু
কেমিষ্ট ল্যাবরেটরীজ লিঃ	- ঐ -	ঔষধ	৪৫০ জন	ব্যাসিক ক্যামিক্যাল	চালু
বরিশাল জুট (প্রা:) লিঃ	দপদপিয়া, বরিশাল	জুট ফিতা	২৫০ জন	জুট	চালু

উৎস : বিসিক অফিস বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র শিল্প

শিল্প খাত	মোট শিল্পের সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা	কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ (লক্ষ)			বর্তমানে কতটি চালু
				স্থায়ী	চলতি	মোট	
খাদ্যজাত	১০৬৫টি	৫৩২৫০০ টন	৯২১২ জন	২১২০.০০	২৫৯০.০০	৪৭১০.০০	৯২১টি
বস্ত্র ও বস্ত্রজাত	৪৭টি	২১০০০০ মিঃ	৩৭২ জন	১৯৫.০০	১৮৭.০০	৩৮২.০০	৩৫টি
বন ও বনজ	৪২৭টি	৩০০০০০০ বঃফুঃ	২০৮০ জন	৪৪৫.০০	৩৩৫.০০	৭৮০.০০	৪০২টি
প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং	৫৯টি	১৫৫০০ রীম	৪৯৮ জন	২৯২.০০	২৪৩.০০	৫৩৫.০০	৪৯টি
প্রকৌশল	১৪০টি	৩০৫০ টন	১১১০ জন	৬২৫.০০	২৯০.০০	৯১০.০০	১২৮টি
কেমিক্যাল	৪৫টি	৩৫৫০ টন	৮০০ জন	৫৮০.০০	৯৭.০০	৬৭৭.০০	৩৯টি
লেদার ও রাবার	২৭টি	৪০৫০০ জোড়া	১০০ জন	৩০.০০	১৫.০০	৪৫.০০	২৭টি
সেবা খাত	২৩টি	-	৯৭ জন	৬০.০০	২০.০০	৮০.০০	২৩টি
ইলেকট্রিক	৫টি	১০৫০০০ গ্রোস	৪৩ জন	২০.০০	৮.০০	২৮.০০	৫টি
বিবিধ	১০০টি	১৫৫০	৪১০ জন	১৭০.০০	১০৭.০০	২৭৭.০০	৭২টি

কুটির শিল্প

শিল্প খাত	শিল্পের সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)			নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা	বর্তমানে কতটি চালু
		স্থায়ী	চলতি	মোট		
খাদ্যজাত	২৭২৫টি	১৩৮.০০	২৫০.০০	৩৮৮.০০	৫৯৭০ জন	
বন ও বনজ	২৬৪০টি	৭৬.০০	১৬৫.০০	২৪১.০০	৫৯৪০	
বস্ত্রজাত	১৮৬০টি	১৪২.৫০	১৮১.১০	৩২৩.৬০	৪২৭৫	
প্রকৌশল	৭৭২টি	২৬.১০	২৮.৩০	৫৪.৪০	২২৫২	
গ্লাস ও সিরামিক	৬৭০টি	৬০.২৫	৩৫.১০	৯৫.৩৫	২৫৩০	
কেমিক্যাল	১৫টি	৭.২০	৬.৭৫	১৩.৯৫	১৪৮	
বিবিধ	১০৩৭টি	৬১.২৫	৯৭.১৫	১৫৮.৪০	৩১৫০	

Dhaka University Institutional Repository

থানার নাম	বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প		ক্ষুদ্র শিল্প		কুটির শিল্প		মোট শিল্প	
	সংখ্যা	শ্রমিক (জন)	সংখ্যা	শ্রমিক (জন)	সংখ্যা	শ্রমিক (জন)	সংখ্যা	শ্রমিক (জন)
বরিশাল	৯	৭২৯৬	৬৩৪	৬২৩৮	১৯২০	৫৬৭৫	২৫৬৩	১৯২০৯
আগৈলঝাড়া	-	-	৮৭	৪৯৫	৭৪০	২২৬০	৮১৮	২৭৫৫
গৌরনদী	-	-	১২৫	৯৭২	১১২০	২৩৫০	১২৪৫	৩৩২২
উজিরপুর	-	-	১০৭	৬৮৫	৯৯০	২২৪৫	১০৯৭	২৯৩০
বাবুগঞ্জ	-	-	৭৫	৪০২	৪৬৫	৯৭০	৫৪০	১৩৭২
মূলাদী	-	-	১০৯	৬৭০	৭৩০	১৭৫৫	৮৩৯	২৪২৫
হিজলা	-	-	৯৭	৫২৫	১০১০	২০১৫	১১০৭	২৫৪০
মেহন্দীগঞ্জ	-	-	৩১১	১৪১০	১৭৫৬	৫২৭০	২০৬৭	৬৬৮০
বাকেরগঞ্জ	-	-	২০৩	১৮৭৫	১৭৫৬	৫২৭০	১৯৫৯	৭১৪৫
বানারীপাড়া	-	-	১৯৯	১৪৫০	৩৪৮	৫৫৫	৫৪৭	২০০৫

সম্ভাব্য শিল্পে বিবরণী

(ক) চাহিদা ভিত্তিক শিল্প

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	জেলার মোট প্রাক্কলিত চাহিদা	স্থাপিত শিল্প সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা	সরবরাহ চাহিদার ঘাটতি	সম্ভাব্য শিল্পের সংখ্যা		
					সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা	বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)
০১	পাউরুটি	১১০০০ টন	৮৫০০ টন	২৫০০ টন	৩	১২০০ টন	৯০.০০
০২	স্পেশালাইজড আইসক্রীম	১২ লক্ষ পিচ	-	১২ লক্ষ পিচ	১	৮ লক্ষ পিচ	২০.০০
০৩	পশু খাদ্য	৭০০০ মে:টন	২০০০ মে:টন	৫০০০ মে:টন	৩	৪৫০০ টন	৩৬.০০
০৪	গোমাংস	২০০০ মে:টন	৫০০০ মে:টন	১৫০০ মে:টন	১০	১৫০০ টন	৪০.০০
০৫	থান কাপড়	১৫০ লক্ষ মিটার	-	১৫০ লক্ষ মিটার	২	১০০ লক্ষ মিটার	৫০০.০০
০৬	নকল গহনা	৬০০০ গ্রোস	-	৬০০ গ্রোস	১	৬০০০ গ্রোস	১০.০০
০৭	ডিম	১৭ কোটি	৮ কোটি	৯ কোটি	১৫০	২ কোটি	৪০০.০০
০৮	দুধ	৬০০০০ টন	৪৮০০০ টন	১২০০০ টন	৫০	৭০০০ টন	৪০.০০
০৯	গজ, ব্যান্ডেজ	২০ লক্ষ মিটার	-	২০ লক্ষ মিটার	১	১২ লক্ষ মিটার	১০.০০
১০	টায়ার রিটেডিং	১২০০ পিছ	-	১২০০ পিছ	১	১২০০ পিচ	২০.০০

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ/কাঁচামাল ভিত্তিক সম্ভাব্য শিল্প

ক্রমিক নং	জেলার প্রাপ্ত কাঁচা-মালের নাম	জেলা মোট উৎপাদন	স্থাপিত কাঁচামাল ব্যবহৃত	শিল্পে উদ্ধৃত্ত কাঁচামাল	যে শিল্প পণ্যে উৎপাদন করা যাবে	সম্ভাব্য শিল্প সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা	শিল্পের বিবরন
০১	মাছ	২৫৩৩৫ টন	-	২৫৩৩৫ টন	প্রক্রিয়াজাত মাছ	১	২০০০ টন	ফিস প্রসেসিং
০২	নারিকেলের ছোবরা	৭০০০ টন	১০০০ টন	৬০০০ টন	পাপোষ, ব্রাশ ইত্যাদি	৬	৪০০০ টন	কয়ার প্রোডাক্ট
০৩	আমড়া, পেয়ারা	১২০০ টন	-	১২০০ টন	জ্যাম, জেলি	২	১০০০ টন	ফল প্রসেসিং
০৪	খড়কুটা	৭৫০০০ টন	-	৭৫০০০ টন	ষ্ট্র বোর্ড	১	৫০০০ টন	ষ্ট্র বোর্ড শিল্প
০৫	কচুরী পানা	১০০০০০ টন	২০০০ টন	১৮০০০ টন	হ্যান্ডমেটপেপার	৪	৮০০০ টন	হ্যান্ডমেট পেপার শিল্প

স্থানীয় শ্রম ভিত্তিক সম্ভাব্য ক্ষদ্র ও কুটির শিল্প

সম্ভাব্য শিল্পের নাম	প্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা	সম্ভাব্য শিল্পের সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)
গরু মোটা তাজাকরণ	২০০০ জন	৫০০ টি	২৫০.০০
আধুনিকায়িত মৃৎ শিল্প	৩০০	৫০ টি	১০.০০
শীতল পাটি	১৭৫	৩০ টি	১.৫০
ছোবরাজাত শিল্প	১০০	০৮ টি	২.০০
বাঁশ ও বেত শিল্প	১৫০	১০ টি	৩.০০

সম্ভাব্য সাব-কন্টাকটিং শিল্পের বিবরণী

সাব-কন্টাকটিং পণ্যের নাম	কতটি শিল্প আছে	সম্ভাব্য শিল্পের সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ	শিল্পের নাম
বক্স-কার্টোন	০৫ টি	০২ টি	৩০.০০	বক্স ও কার্টোন শিল্প

সম্ভাব্য সেবামূলক শিল্পের বিবরণী

পণ্য/সেবার নাম	কতটি শিল্প আছে	সম্ভাব্য শিল্পের সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ	শিল্পের বিবরণ
০১	১০ টি	০২ টি	২০.০০	অটোমোবাইল ওয়ার্কসপ
০২	০৪ টি	০২ টি	২০০.০০	হসপিটাল ক্লিনিক

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
শিল্পনগরী কার্যালয়, কাউনিয়া, বরিশাল- ৮২০০, বাংলাদেশ

শিল্পনগরীয় তথ্য বিবরণী

০১। শিল্প নগরীয় নাম ও অবস্থান	ঃ বিসিক শিল্প নগরী, কাউনিয়া, বরিশাল
০২। অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যয়	ঃ ১৩১.৬৫ লক্ষ টাকা
০৩। প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ ০৯/০১/১৯৬০
০৪। প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ১৯৮৯
০৫। শিল্প নগরীয় জমির পরিমাণ	ঃ ১৩০.৬১ একর
০৬। মোট প্লট সংখ্যা	ঃ ৪৬৩টি
০৭। উন্নত প্লট সংখ্যা	ঃ ৩৩৯টি
০৮। অনুন্নত প্লট সংখ্যা	ঃ ১২৪টি
০৯। বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা	ঃ ৩১১টি
১০। বরাদ্দের অপেক্ষায় প্লট সংখ্যা	ঃ ১৫২টি (উন্নত= ২৮+অনুন্নত= ১২৪টি)
১১। মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা	ঃ ১১১টি
১২। উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	ঃ ৪৬টি
১৩। রুগ্ন শিল্প ইউনিট সংখ্যা	ঃ ২০টি
১৪। নির্মাণেয় অপেক্ষায় শিল্প ইউনিট	ঃ ৩৭টি
১৫। উৎপাদনযোগ্য শিল্প ইউনিট	ঃ ০৩টি
১৬। নির্মাণাধীন শিল্প ইউনিট	ঃ ০৫টি
১৭। প্লটভুক্ত জমির পরিমাণ	ঃ ৯৯.৩৫ একর +
১৮। রাস্তায় জমির পরিমাণ	ঃ ২১.৬৪ একর
১৯। প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত(পুকুরসহ)	ঃ ৯.০২ একর
২০। সেক্টর ওয়ারী শিল্প ইউনিটের বিবরণ	ঃ
ক) খাদ্য ও খাদ্যজাত	ঃ ১২টি
খ) বস্ত্র	ঃ ০৮টি
গ) প্রকৌশল	ঃ ০৭টি
ঘ) ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স	ঃ ০২টি
ঙ) প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং	ঃ ০৩টি
চ) বনজ ও সংশ্লিষ্ট	ঃ ০৪টি
ছ) বিবিধ	ঃ ০৬টি
জ) কেমিক্যালস	ঃ ০৯টি

সমস্যা

০১। প্রশিক্ষিত ও উদ্যোগী উদ্যোক্তার অভাব।
০২। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা
০৩। বিদ্যুৎ সমস্যা
০৪। ঋণের অপর্যাপ্ততা

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে বিসিক শিল্পনগরী মিরপুর ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স, ঢাকা

প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্যাবলী

১. দেশে ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেক্ট্রিক্যাল শিল্প সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে সহযোগিতাকরণ,

২. ইলেক্ট্রনিক্স ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের মধ্যে সাব-কন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থায় উৎসহা দান,

৩. স্বল্প মূলধনে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষিত ও পেশাদারী বেকার যুবকদের উৎসাহিত করা তথা স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত/উৎপাদিত ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেক্ট্রিক দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ,

৪. ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ,

৫. শিল্পোদ্যোক্তা ও কারিগরদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রযুক্তিতে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান,

প্রকল্পের পটভূমি

বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগ হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের যুগ। এই ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের উপর সভ্যতার দ্রুত বিকাশ এবং এর উৎকর্ষতা তথা মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নেও এ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এ শিল্পের মাধ্যমে দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অর্থবহভাবে জীবনকে গতিশীলকরণ, আয়েশপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিতকরণসহ আরও অনেক কর্মকান্ডের দ্বারা ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বীকৃত। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের প্রভাব অভাবনীয়। বিশেকরে আজকাল রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার এ ধরনের আরও অনেক অপরিহার্য ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের অভাবে মানুষের জীবন শ্লথ, গতিহীন ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য ছাড়া গতিশীল জীবনযাত্র কল্পনাই করা যায়না।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে। উপযুক্ত সময়ে এই শিল্পের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হলে দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করতে বিশেষ সহায়ক হতো। সেই সূত্রে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশ হয়ে উঠতো আরও তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবহ।

Dhaka University Institutional Repository

ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পখাতের উন্নয়ন এ দেশে সর্বপ্রথম পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়। সে সময় দেশে সীমিত পর্যায়ে ব্যক্তিমালিকানায় রেডিও সেট এ্যাসিম্বিলিং এর জন্য অল্প সংখ্যক শিল্প স্থাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ সালের দিকে বেসরকারি পর্যায়ে আরও কিছু এ্যাসেম্বিলিং শিল্প স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৯৯৪ সালে দেশে টেলিভিশন কেন্দ্র চালু হলে স্থানীয় এবং বৈদেশিক উদ্যোক্তাদের যৌথউদ্যোগে টেলিভিশন সেট এ্যাসেম্বিলিং এর জন্য কয়েকটি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়। তবে শিল্প স্থাপনের গতি ছিল খুব মন্থর। ফলে দীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও অধিক সময়ে এদেশে ইলেক্ট্রনিক্স শিল্প বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। পরবর্তীতে এই শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর উন্নয়নে দেশে একাধিক সিম্পোজিয়াম ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে সরকার জাতীয় পর্যায়ে ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের উন্নয়নে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। আলোচ্য কমিটি ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের দ্রুত উন্নয়নে ১৯৮৮ সালে বেশকিছু সুপারিশ করেন। অতঃপর সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত হওয়ার এর উন্নয়নে গতি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে বিসিক দেশের সম্ভাবনাময় ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য চিহ্নিতকরণ, এর প্রোফাইল প্রণয়ন এবং আগ্রহী উদ্যোক্তা বাছাইপূর্বক সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান শুরু করে। সরকারও সার্বিক সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে এই সেক্টরকে 'থ্রাষ্ট' সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করে কার্যক্রম শুরু করে।

বিসিক ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

বিসিক কর্তৃক সম্ভাবনময় ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য ও বাছাইকৃত উদ্যোক্তদের ইলেক্ট্রনিক্স শিল্প স্থাপনে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০২(দুই) বছর মেয়াদি (জুলাই, ১৯৮৮ জুন, ১৯৯০) একটি প্রকল্প সারপত্র প্রণয়ন করে। এই প্রকল্প সারপত্রটি পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন পর্যায়ে বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ পায়। মিরপুরের সেকশন-০৭ এ "বিসিক ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স" শীর্ষক প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য একনেক কর্তৃক ১৮-১২-৯১ইং তারিখের অনুমোদন লাভ করে।

০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী (জুলাই, ১৯৮৮-জুন, ১৯৯৩) ১২তলা বিশিষ্ট "ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স" প্রকল্পটির সর্বমোট অনুমোদিত ব্যয় ১৫৩০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে ২২৮.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্পের ইক্যুইটি হিসেবে অনুদান এবং অবশিষ্ট ১২৮৫.০০ লক্ষ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি সুদমুক্ত ঋণ (৮.৫০%)। কিন্তু অনুমোদনকালে সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সরকারি সিদ্ধান্তে ১২ তলার পরিবর্তে ১২ তলা ভিতের উপর ০৭তলা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। আর এজন্য জিওবি থেকে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা। এই অর্থের মধ্যে ৩১৯.০০ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত (১১.৫০% হারে) এবং ৬৪০.০০ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে অবমুক্ত হয়। উভয় ঋণের সুদ ও আসল ২০ কিস্তিতে ২০১৭ সালের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। উল্লেখ্য, একনেক সিদ্ধান্তে প্রকল্পের জন্য অনুদান হিসাবে ২২৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হলেও তা অদ্যাবধি অবমুক্ত হয়নি এবং অর্থ অবমুক্ত করার সময় সুদের হার ৮.৫০% এর স্থলে ১১.৫০% করা হয়। এর ফলে ঋণের সুদ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন জুন, ১৯৯৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৩১ মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে প্রকল্প সমাপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
(জরিপকৃত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
(জরিপকৃত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ)

গবেষণায় কতিপয় জেলাসূহের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের শিল্পসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামোগত অবস্থা, ব্যবস্থাপনা উৎপাদন পদ্ধতি, বাজারজাতকরণ কৌশল, ঋণ ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও সরকারের কাছে উদ্যোক্তাদের চাওয়া পাওয়া এই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি বিসিকের মাধ্যমে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ধারা প্রকৃতি সম্পর্কে জনা এবং অন্যকে অবহিত করা।

৫.১ নমুনা একক

৪টি জেলায় (বরিশাল, খুলনা, ঢাকা ও কুমিল্লা) অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশেনের শিল্পসমূহকে নমুনা একক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এলাকাসমূহের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জেলা সহায়ক অফিস এবং শিল্পনগরী অর্থাৎ যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থিত। উল্লিখিত স্থানগুলোতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আবার নমুনা একককে আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

ক) শিল্পায়নে নিয়োজিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ
খ) উদ্যোক্ত বা প্রতিষ্ঠানের মালিক
গ) প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারী

৫.২ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দু'টি উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুত প্রশ্নপত্র দিয়ে সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক নিবন্ধিত ৪টি জেলার মোট ৫০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে বিসিক শিল্পনগরীর থেকে নির্দিষ্ট বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন প্রতিষ্ঠানকে নমুনায় আনা হয়নি বরং পদ্ধতিতে যে কোন ৫০টি প্রতিষ্ঠানকে নেওয়া হয়েছে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের এক জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পাঁচ জন শ্রমিককে নমুনা হিসাবে ধরা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনে কর্মরত ২০ জন কর্মকর্তাকে নির্বাচিত করে নমুনা হিসেবে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণালব্দ তথ্যকে সহজিকরণ এবং সারসংক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের XL – 2010 এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে গড়, মধ্যমা ও প্রচুরকের মান নির্ণয় করা হয়েছে একং সেই আঙ্গিকে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিম্নে প্রাপ্ত তথ্য টেবিল আকারে তুলে ধরা হলো

সারণি-৫.৪.১

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরন ও নিয়োজিত জনশক্তি সম্পর্কিত সারণি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	উপাত্ত	শতকরা
একক মলিকানা	২০	৪০%
অংশীদারী	০১	০২%
লি: কোম্পানী	২৯	৫৮%
মোট	৫০	১০০%

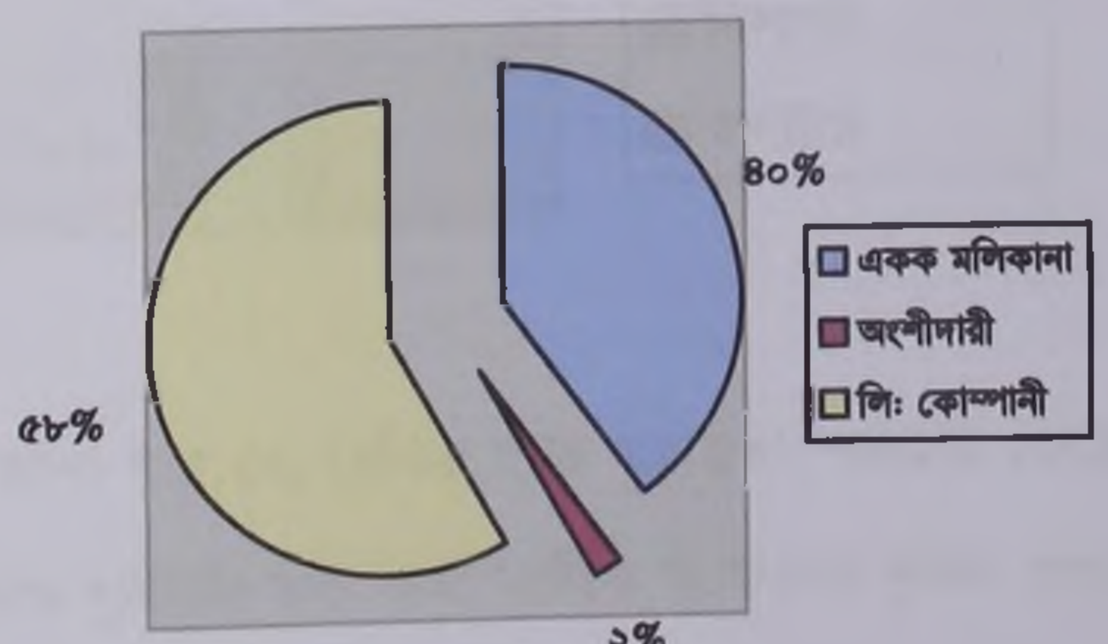

জরিপকৃত তথ্যের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যতগুলো ক্ষুদ্র শিল্প জরিপ করা হয়েছে তারমধ্যে লিমিটেড কোম্পানি বেশি। তবে, বাকীগুলো সবই একক মালিকানায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৪.২

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন প্রদত্ত সহায়তা বিষয়ক সারণি

সহায়তার ধরন	উপাত্ত	শতকরা
ব্যস্থাপনা	০১	০২%
প্রযুক্তিগত	০০	
আর্থিক	০২	০৪%
অবকাঠামোগত	৪৭	৯৪%
বিপণন	০০	
অন্যান্য	০০	
মোট	৫০	১০০%

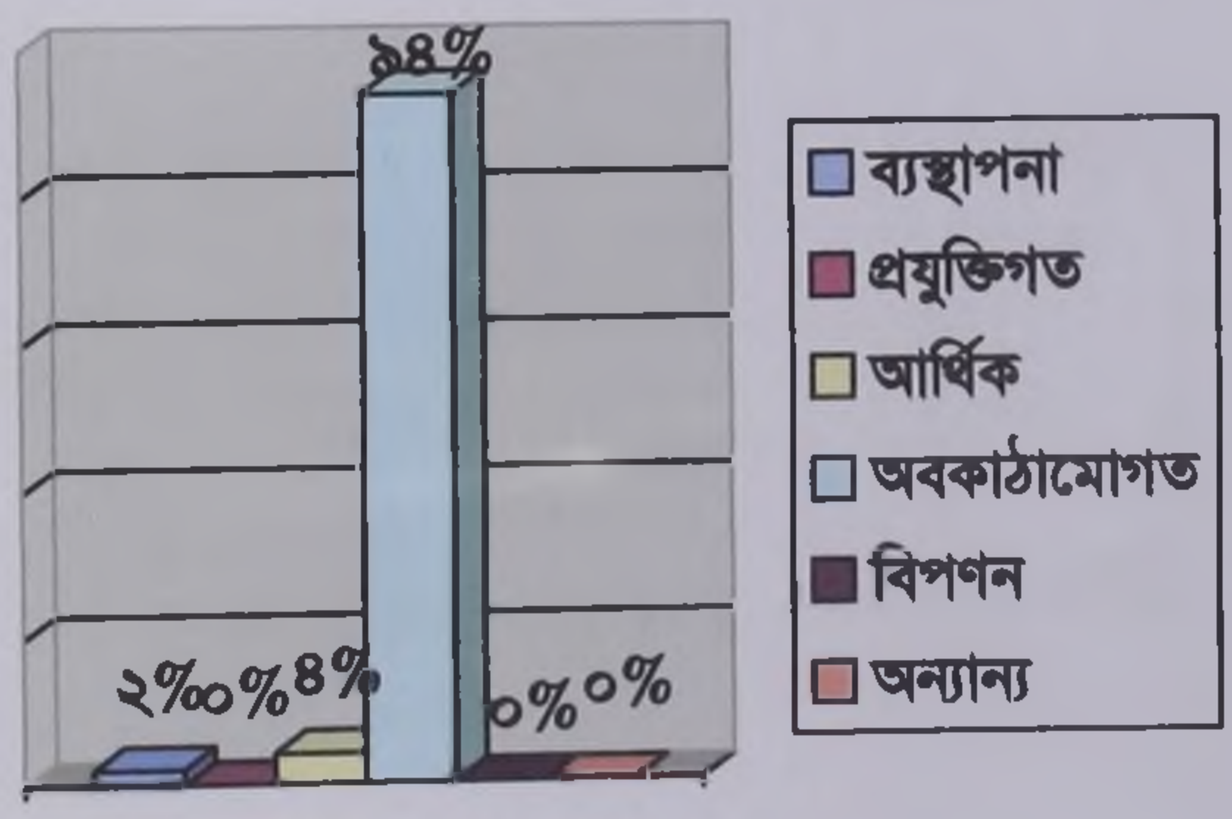

উপরোক্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, বিসিক হতে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ জনই বলেছেন অবকাঠামোগত সুবিধার কথা এবং আর্থিক বা ঋণের সুবিধা পেয়েছে মাত্র ৪% লোক।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৪.৩
শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সমস্যাদি

সমস্যা ধরন	উপাত্ত	শতকরা
কাঁচামাল প্রাপ্তি	১৫	৩০%
দক্ষ জনশক্তি	০৭	১৫%
আর্থিক	১৩	২৫%
পণ্য বিপণন	১০	২০%
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	৫০	১০০%
অন্যান্য	০৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

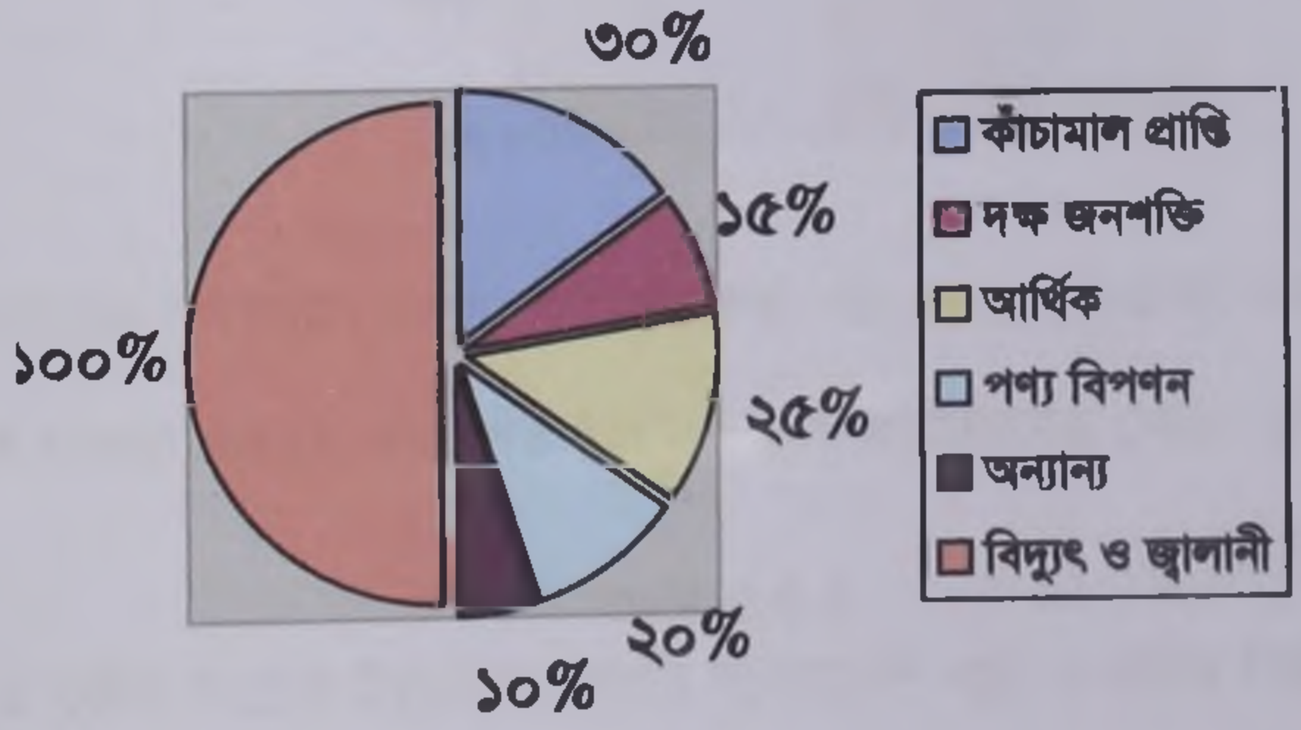

তথ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১০০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর সমস্যা রয়েছে এবং ৩০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। তাছাড়াও ২৫% প্রতিষ্ঠান যারা কিনা আর্থিকভাবে ঋণ সুবিধা থেকে দূরে রয়েছেন। তাছাড়াও যথাক্রমে ২০%, ১৫%, ১০% প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে পণ্য বিপণন, দক্ষ জনশক্তি ও অন্যান্য অসুবিধায় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৪.৪

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সারণি

শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	৩৮	৭৫%
না	১২	২৫%
মোট	৫০	১০০%

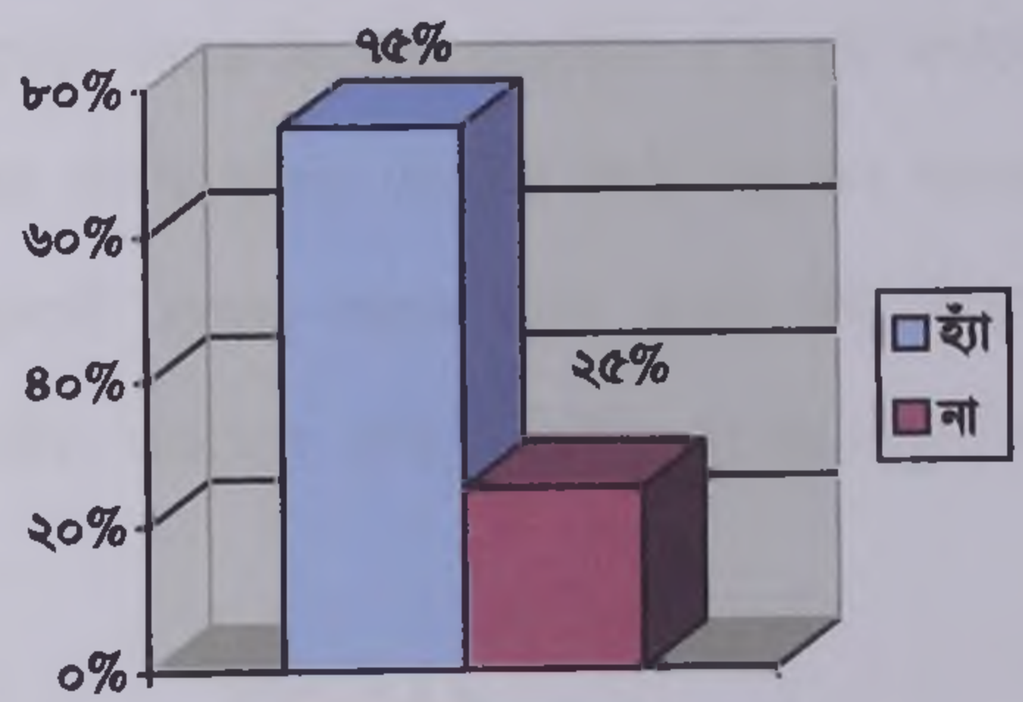

তথ্য মোতাবেক বিশ্লেষণে দেখা যায় শতকরা ৭৫ ভাগ প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং শতকরা ২৫ ভাগ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা নেই।

সারণি-৫.৪.৫

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের ভূমিকা

সমস্যা ধরন	উপাত্ত	শতকরা
কাঁচামাল প্রাপ্তি	০৫	১০%
মনিটরিং প্রযোজন	০৭	১৫%
আর্থিক সুবিধা	১৫	৩০%
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা	১৩	২৫%
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	১০	২০%
মোট	৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

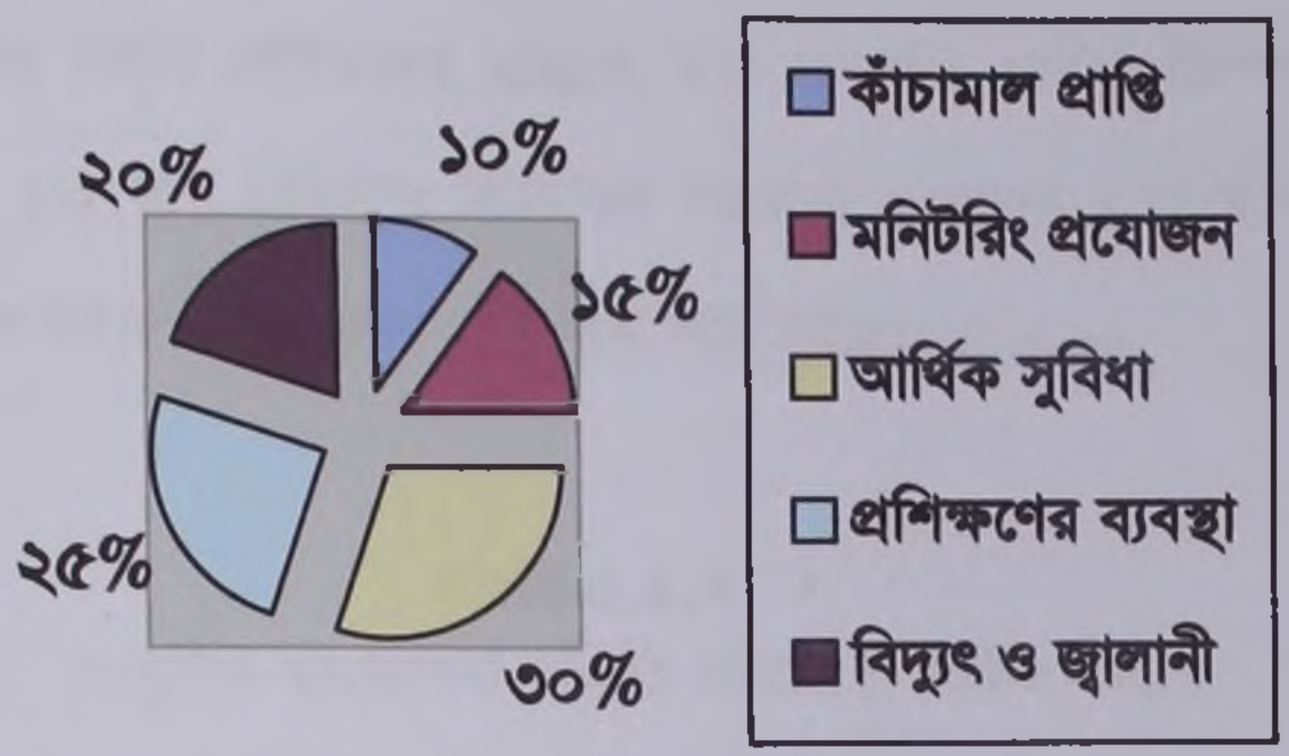

পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ প্রতিষ্ঠান বিসিকের ভূমিকা যথাযথ বলে মনে করেন। বাকী ৫০ ভাগ প্রতিষ্ঠান বিসিকের ভূমিকাকে যথাযথ বলে মনে করছেন না। এ ক্ষেত্রে উন্নয়নে আরও কি করা প্রয়োজন এ প্রশ্নের জবাবে দেখা গেছে শতকরা ৩০ ভাগ উদ্যোক্তা বলেছেন ঋণের সুবিধা দেওয়ার কথা, ২৫ জন বলেছেন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবস্থা আরও উন্নত করার কথা উল্লেখ করেছেন ২০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ, বাকীরা কাঁচামাল প্রাপ্তি, মনিটরিং ব্যবস্থা এবং বিপণন সুবিধা চেয়েছেন বিসিকের কাছে।

সারণি-৫.৪.৬

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি প্রদান ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়তা বিষয়ক সারণি

প্রশিক্ষিত জনশক্তি প্রদান, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানে বিসিকের সহায়তা প্রয়োজন	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	১৬	৮০%
না	০৪	২০%
মোট	৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যানুযায়ী বিসিক কর্তৃক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি প্রদান, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানে ৮০ ভাগ প্রতিষ্ঠান বিসিকের সহায়তা প্রয়োজন বলে মনে করেন। ২০ ভাগ প্রতিষ্ঠান বিসিকের সহায়তা প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন।

সারণি-৫.৪.৭

আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধিতি প্রয়োগ সম্পর্কিত সারণি

আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজন রয়েছে	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	১৮	৯০%
না	০২	১০%
মোট	৫০	১০০%

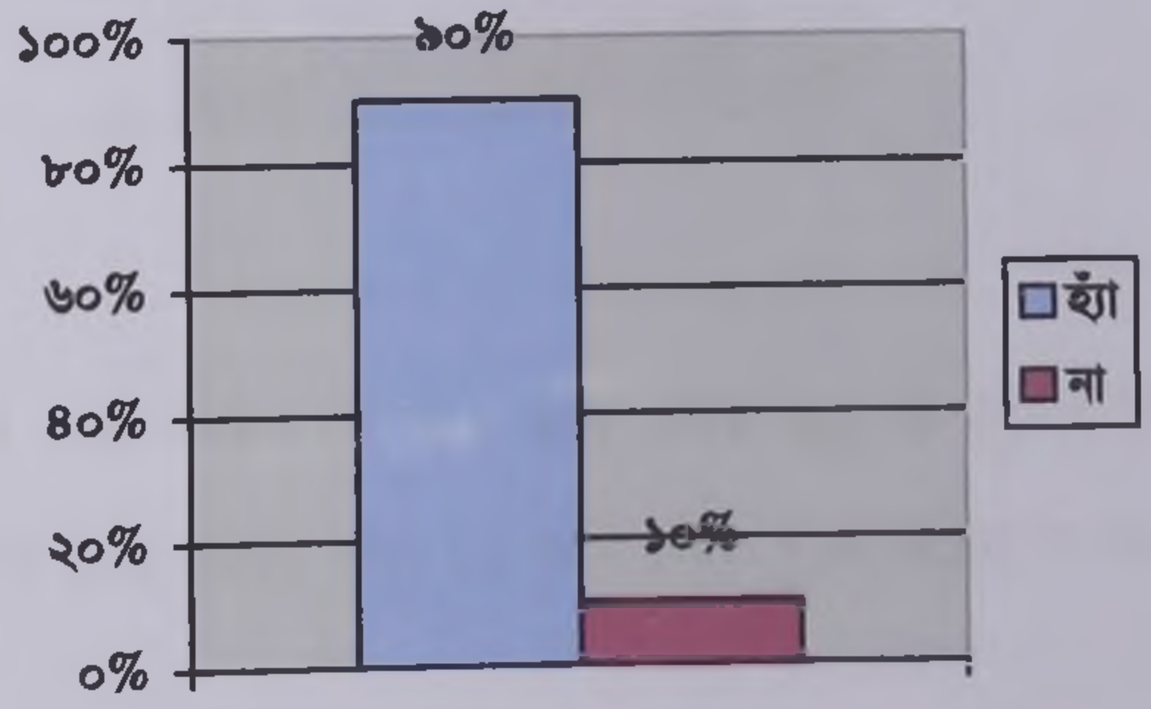

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমেই লাভজনকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান খুব ভালোভাবেই পরিচালনা করা যায়। ৯০ ভাগ প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন। ১০ ভাগ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৪.৮

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সহায়ক

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কি মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সহায়ক হিসাবে কাজ করছে	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	১৬	৮০%
না	০৪	২০%
মোট	৫০	১০০%

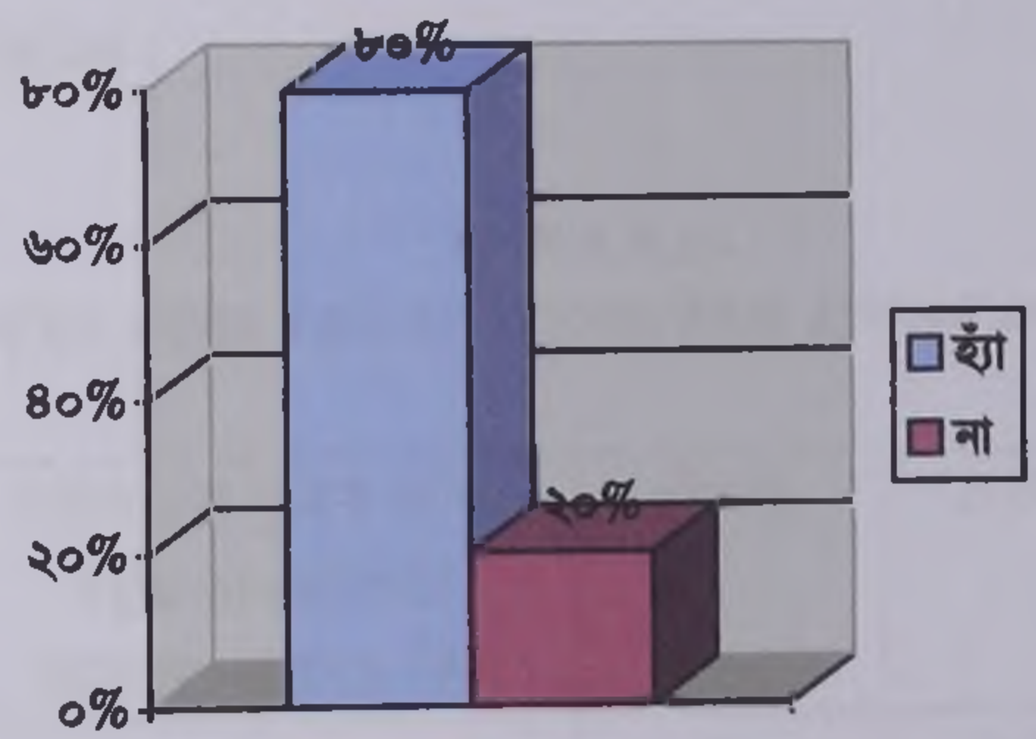

বিসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ মনে করেন যে, ৪০ ভাগ লোক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সহায়ক হিসেবে কাজ করছে এবং ২০ ভাগ লোক মনে করেন যে সহায়ক নয়।

সারণি-৫.৪.৯

শিল্পায়নে শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কিত সারণি

শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কি না	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	০৮	৪০%
না	১২	৬০%
মোট	৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

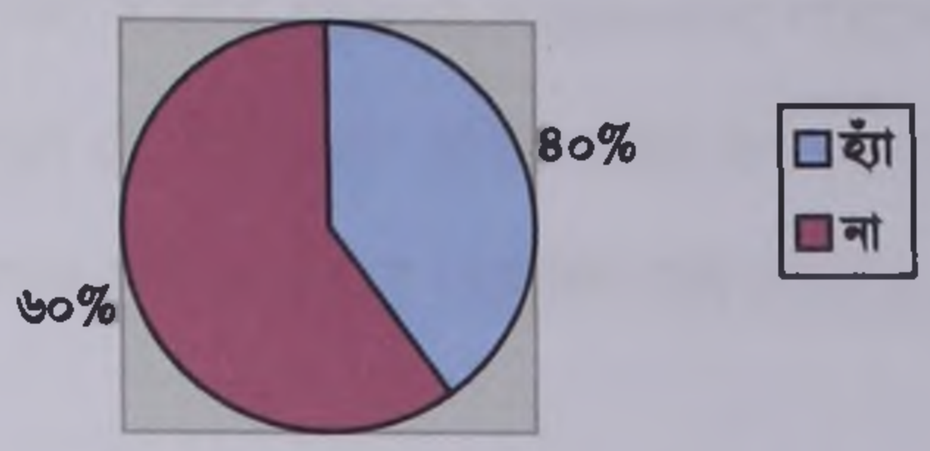

তথ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, বিসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ মনে করেন ৪০ ভাগ শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও ৬০ ভাগ লোক মনে করেন যে এটা মানসম্পন্ন নয়। এ বিষয়ে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ব্যতীত কোন শিল্পই টিকে থাকা অসম্ভব বলে মতামত প্রদান করেছেন।

সারণি-৫.৪.১০

কর্সসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সারণি

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে কি?	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	১৮	৯০%
না	০২	১০%
মোট	৫০	১০০%

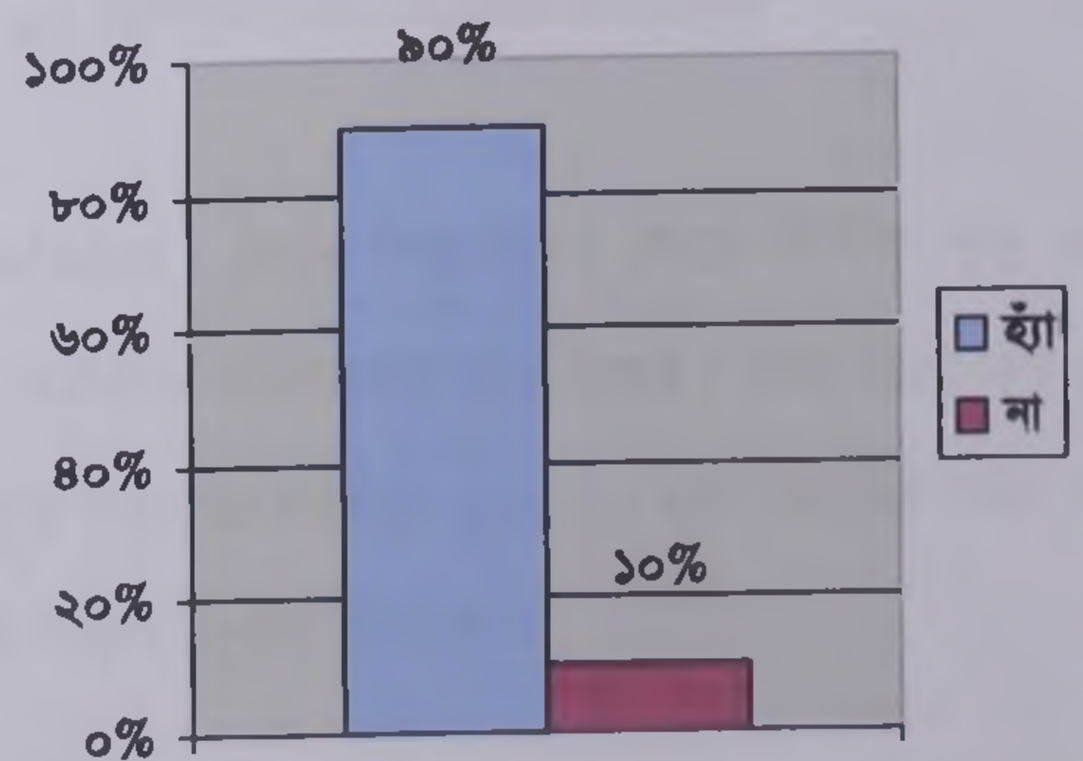

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত বা যথাযথ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে শিল্পকারখানা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শতকরা ৯০ ভাগ লোক মনে করেন যে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে এবং ১০ ভাগ লোক মনে করেন যে প্রয়োজন নেই।

সারণি-৫.৪.১১

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশ বা সরকার কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সহায়ক সম্পর্কিত সারণি

বিসিক বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা কি যথাযথ	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	১৬	৮০%
না	০৪	২০%
মোট	৫০	১০০%

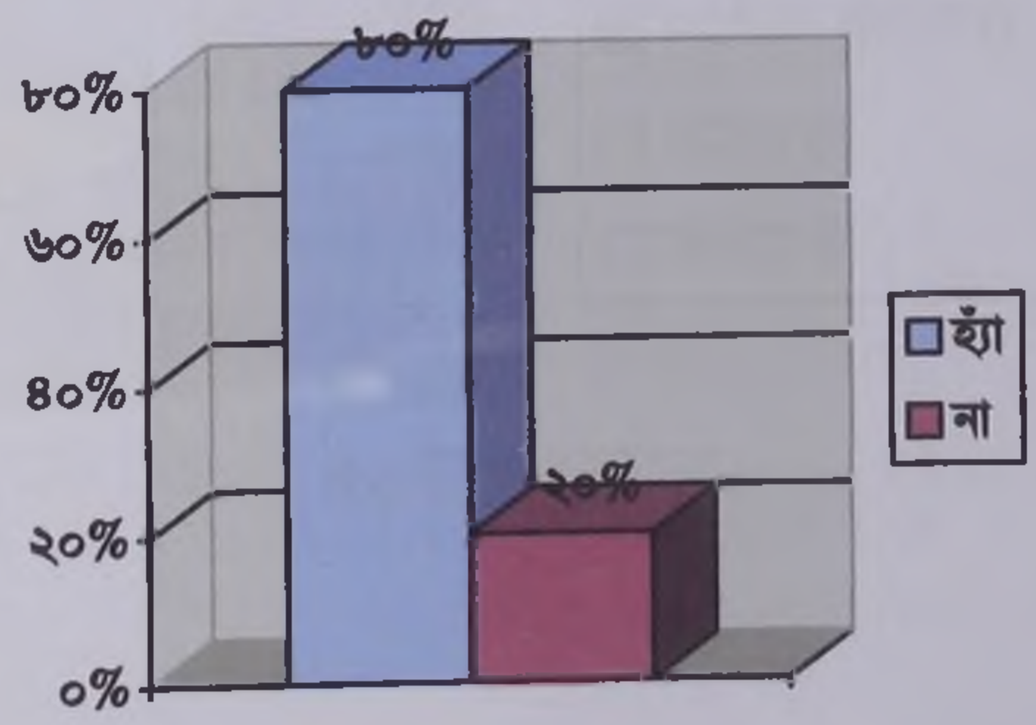

বিসিক একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। তাই বিসিকের ৮০ ভাগ কর্মকর্তা মনে করেন যে সরকার কর্তৃক সহায়তা যথাযথ এবং ২০ ভাগ কর্মকর্তা মনে করেন যে সহায়তা যথাযথ নয় এবং এর পরিধি বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৪.১২

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন শিল্পায়নে আরও কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা সম্পর্কিত অভিমত

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আরও কি কি করা প্রয়োজন	উপাত্ত	শতকরা
পণ্যের মান উন্নয়ন	০৪	২০%
অর্থিক সহায়তা	১০	৫০%
সহায়তা	০২	১০%
অন্যান্য	০৪	২০%
মোট	২০	১০০%

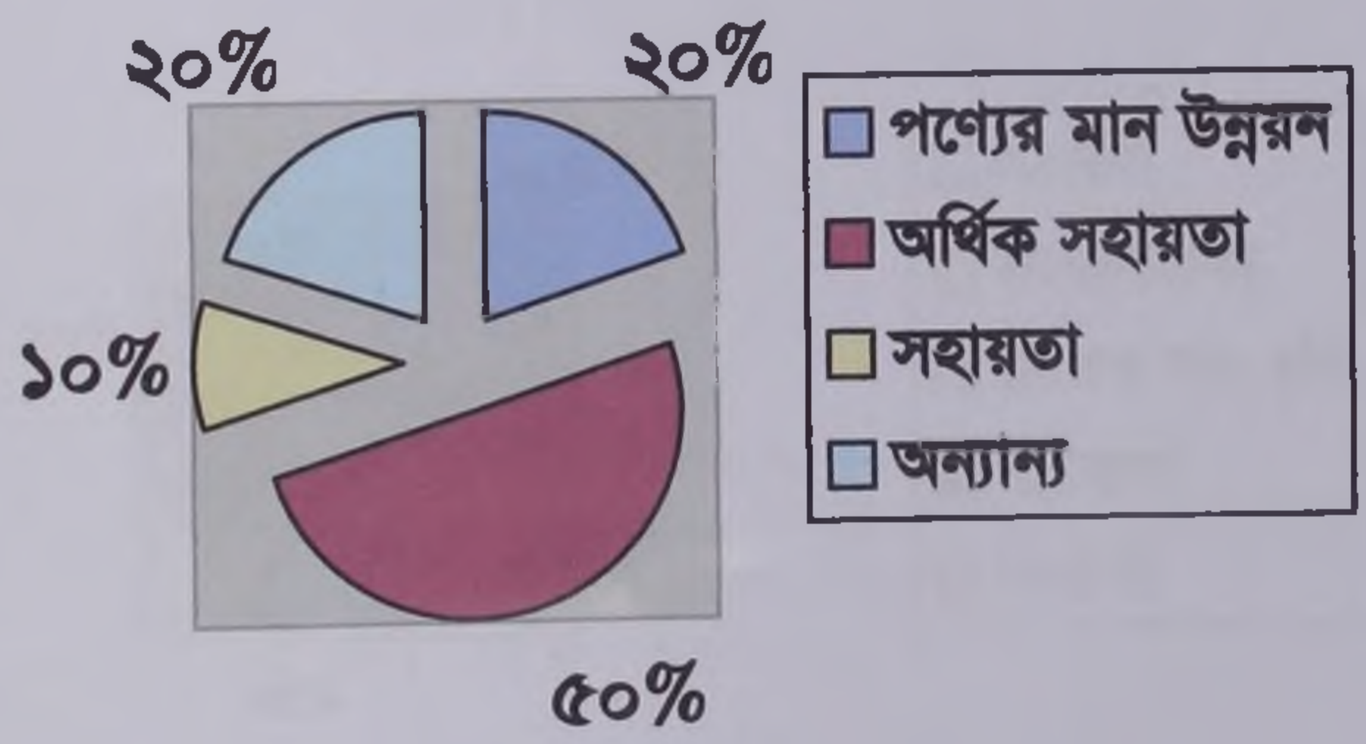

বিসিকের ২০ ভাগ কর্মকর্তা মনে করেন যে পণ্যের মান উন্নয়ন দরকার, ৫০ ভাগ মনে করেন আর্থিক সহায়তা দরকার, ১০ ভাগ মনে করেন আর্থিক সহায়তা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৪.১৩

ক্ষুদ্র ও কুটিরজাত শিল্প পণ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান এবং পণ্যের ব্যবহার প্রসার সম্পর্কিত সারণি

পণ্যের ব্যবহার প্রসারের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়াদি	উপাত্ত	শতকরা
প্রচারণা	০৪	২০%
সহজলভ্যতা	০১	০৫%
গুণগত মান বৃদ্ধি	০৪	২০%
পরিবহণ	০৩	১৫%
অন্যান্য	০৮	৪০%
মোট	২০	১০০%

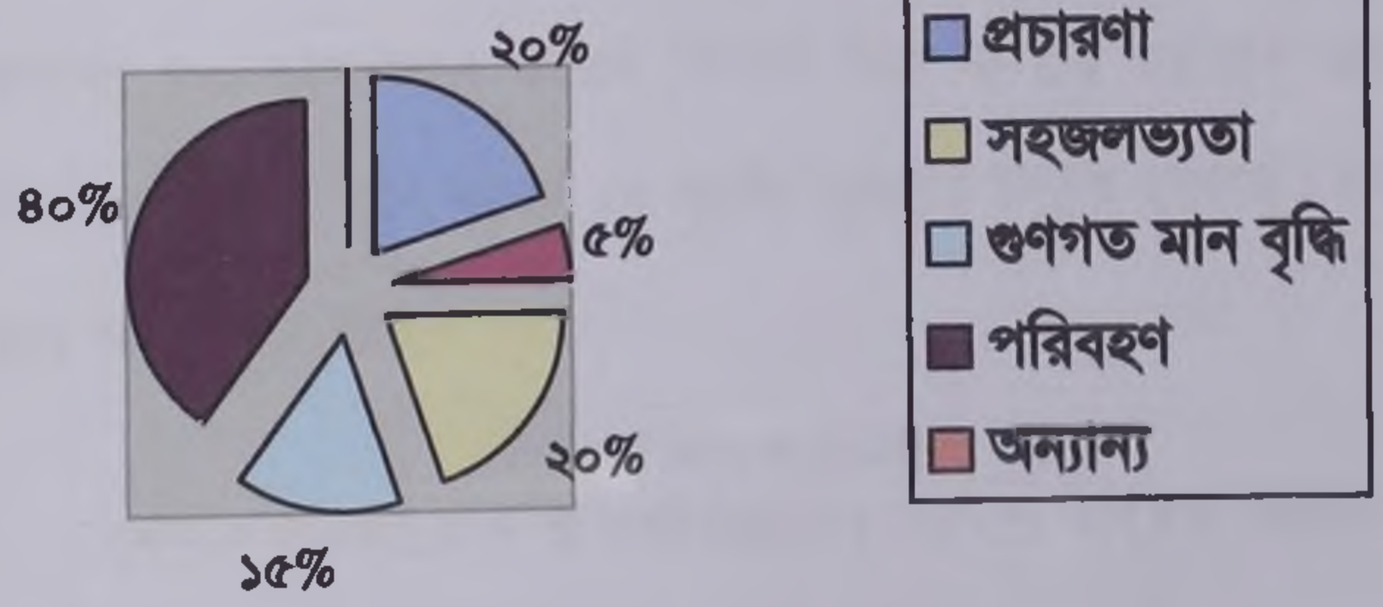

তথ্য বিশ্লেষণ মোতাবেক বিসিকের কর্মকর্তারা মনে করেন যে, প্রচারণা প্রয়োজন ২০ ভাগ, গুণগত মান বৃদ্ধির দরকার ১৫ ভাগ, পরিবহণ ব্যবস্থা দরকার ৫ ভাগ, ৫ ভাগ সহজলভ্যতা দরকার এবং ৪০ ভাগ অন্যান্য সুবিধা দরকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৪.১৪

শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা সম্প্রসারণের সারণি

শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা পূর্বের তুলনায়	উপাত্ত	শতকরা
উন্নতি	০৮	৪০%
অবনতি	০৪	২০%
আরো উন্নতি প্রয়োজন	০৮	৪০%
মোট	২০	১০০%

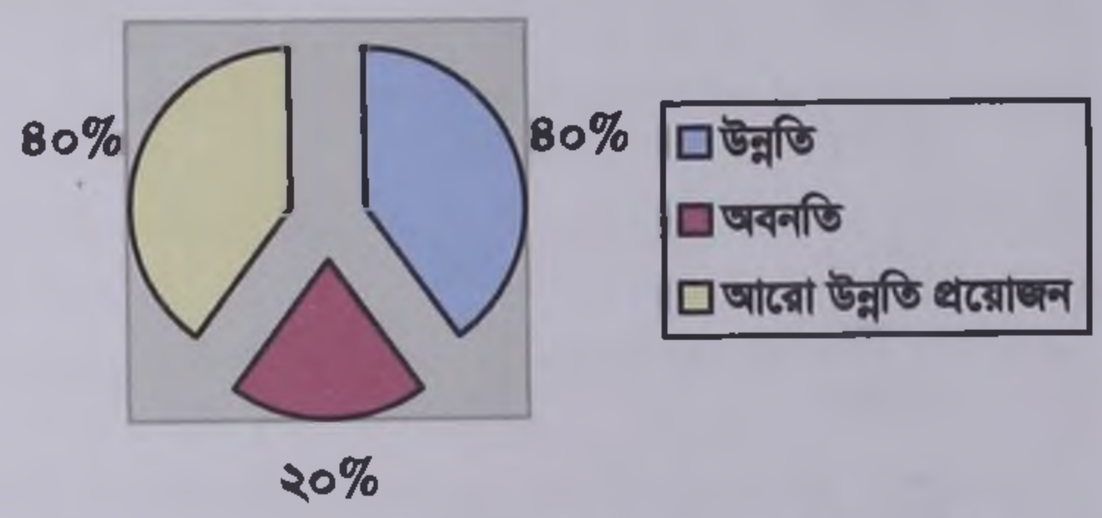

বিসিকের কর্মকর্তারা ৪০ ভাগ মনে করেন বিসিক শিল্প নগরীর বর্তমান অবস্থা উন্নত হওয়া দরকার এবং আরও ৪০ ভাগ মনে করেন যে পূর্বের তুলনায় উন্নতি হয়েছে। তবে ২০ ভাগ মনে করেন যে অবস্থার অবনতি হয়েছে।

সারণি-৫.৪.১৫

বেকার সমস্যা হ্রাস ও কর্মসংস্থানের বর্তমান অবস্থার সারণি

বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণের মাধ্যমে বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	১৬	৮০%
না	০৪	২০%
মোট	২০	১০০%

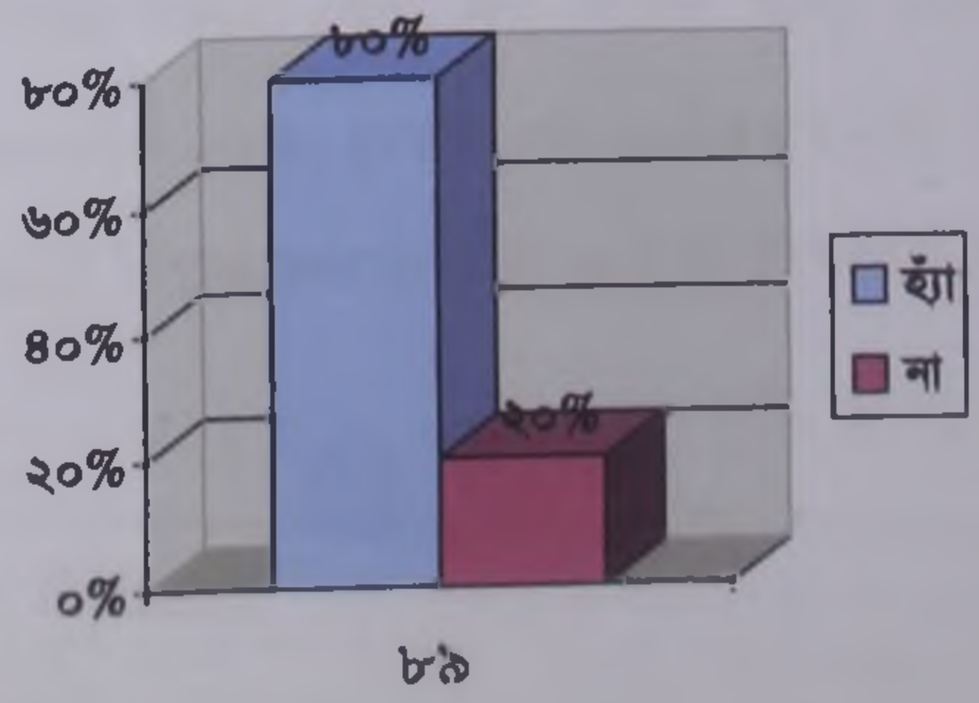

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যমতে বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা ও শিল্পনগরী সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতার শ্রমিকের সংখ্যা ২০%। এদের মধ্যে ৮০% মনে করেন শিল্পনগরী সম্প্রসারণের মাধ্যমে বেকার হ্রাস পাবে। আর ২০% মনে করেন বেকারত্ব হ্রাস পাবে না।

সারণি-৫.৪.১৬

শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য	উপাত্ত	শতকরা
নিরক্ষর	০৫	০২%
অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	১৫০	৬০%
এসএসসি	৬৩	২৫%
এইচএসসি	২৫	১০%
স্নাতক	০৭	০৩%
মোট	২৫০	১০০%

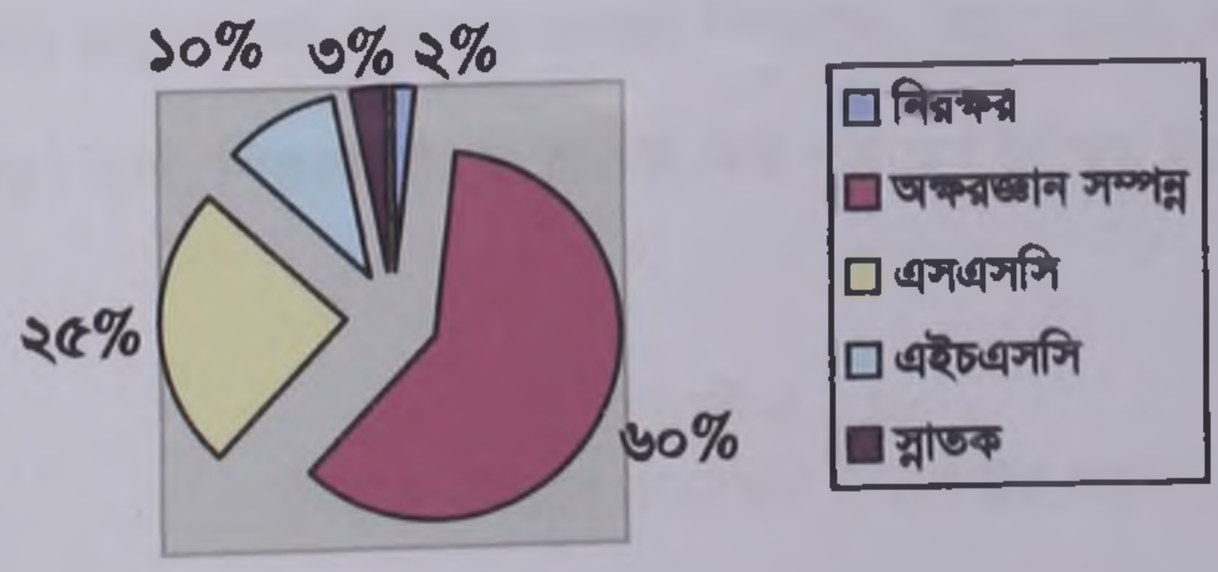

শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের মধ্যে ৬০% অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, এসএসসি পাশ ২৫%, এইচএসসি ১০%, স্নাতক ৩% ও নিরক্ষর ২%। তবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শতকরা শ্রমিকেরই শিল্পকারখানার ধরন অনুযায়ী শিক্ষাগত থাকা বাঞ্চনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫.৪.১৭
শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক তথ্য

কর্ম পরিবেশ রয়েছে	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	২০০	৮০%
না	৫০	২০%
মোট	২৫০	১০০%

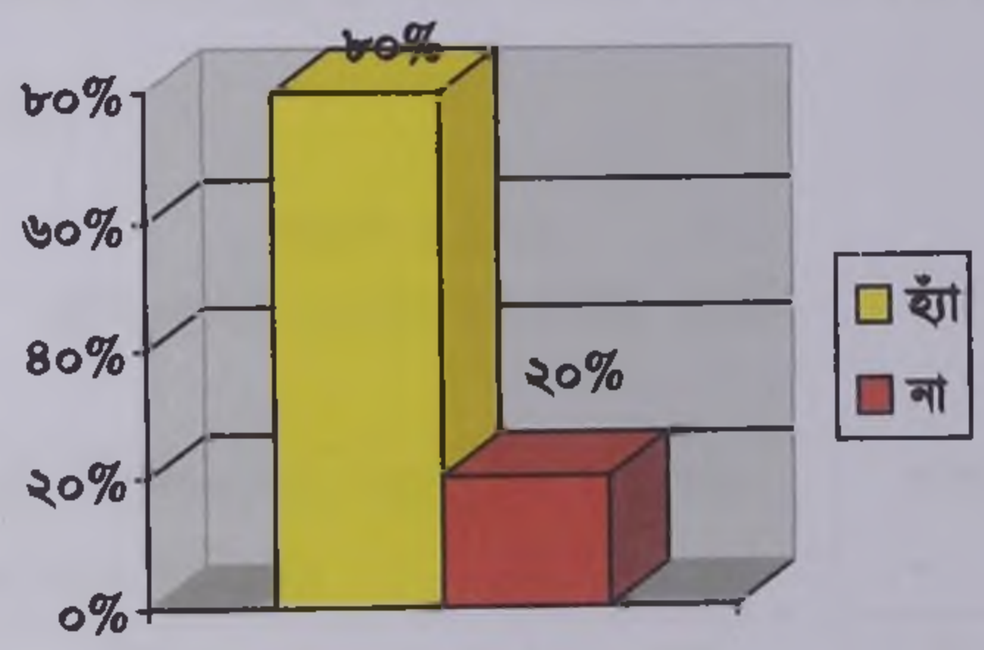

শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক তথ্যের মধ্যে উত্তরদাতার শ্রমিকের সংখ্যা ২৫০ জন। এদের মধ্যে ৮০% মনে করেন কর্ম পরিবেশ এখানে বিদ্যমান। আর ২০% মনে করেন কর্ম পরিবেশ যুযোপযোগী নয়। তাই, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ১০০% কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

সারণি-৫.৪.১৮
শিল্প প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরাপত্তার ধরণ

সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	১৬৮	৭৫%
না	৬২	২৫%
মোট	২৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

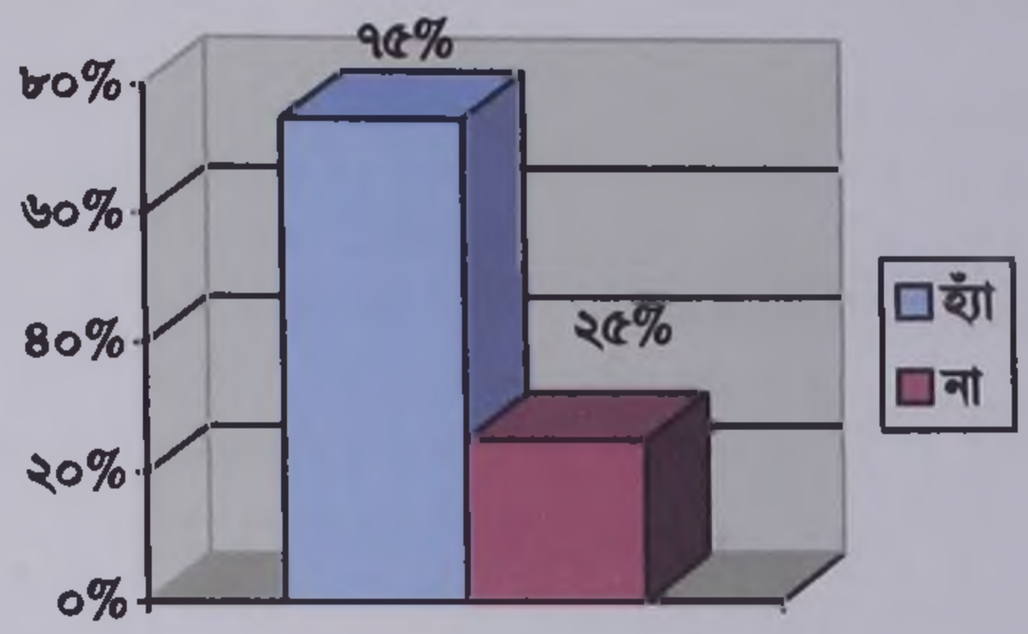

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যের মধ্যে ৭৫% মনে করেন নিরাপত্তা যথাযথ এবং বাকী ২৫% মনে করেন নিরাপত্তা যথার্থ নয়। এক্ষেত্রে শতকরা নিরাপত্তা বিধান করা জরুরি।

সারণি-৫.৪.১৯

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত সারণি

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণের, ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না	উপাত্ত	শতকরা
হ্যাঁ	২৫	১০%
না	২২৫	৯০%
মোট	২৫০	১০০%

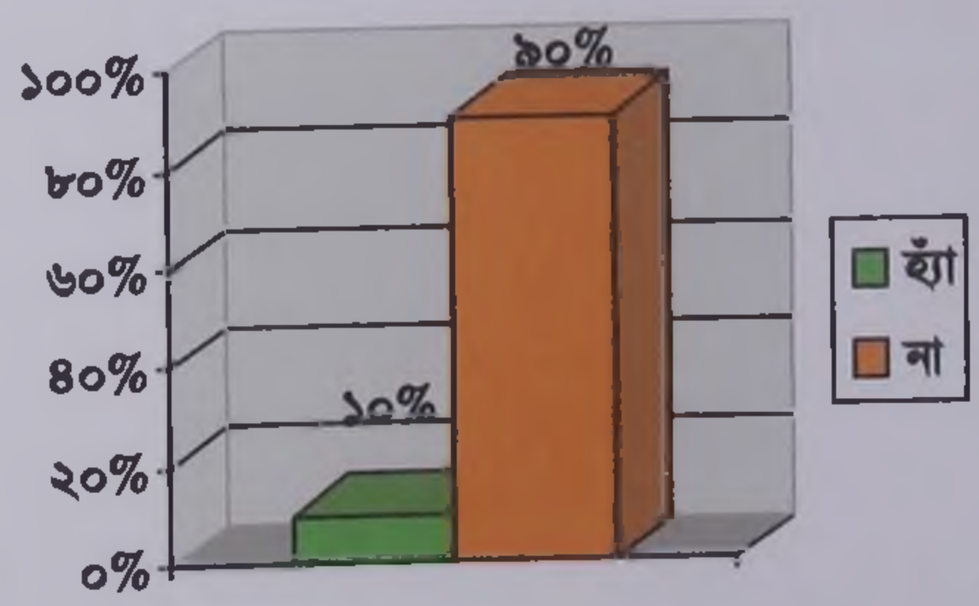

উপকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতার সংখ্যা ২৫০ জন । উত্তরদাতা শ্রমিকের ৮০% মনে করেন প্রয়োজনীয় উপকরণ যথার্থ এবং ২০% নিকট যথার্থ নয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণের সহযোগিতার ব্যাপারে ৯০% মনে করেন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। আর ১০% মনে করেন প্রশিক্ষণ যথার্থ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

(গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সমস্যাবলী)

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
(গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সমস্যাবলী)

সমস্যাবলী

০১। প্রশিক্ষিত শিল্প উদ্যোক্তার অভাব
০২। অপর্যাপ্ত পুঁজি সরবরাহ এবং সুদের উচ্চহার
০৩। ঋণ প্রদানে অযাচিত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও দীর্ঘসূত্রীতা
০৪। ট্যাক্স, শুল্ক ও ভ্যাট সম্পর্কিত সমস্যা
০৫। অবাধ আমদানি এবং চোরাচালানীর কারণে বিদেশী পণ্যের বাজার দখল
০৬। পণ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যা
০৭। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব
০৮। যুগোপযোগী ও লাগসই প্রযুক্তির অভাব
০৯। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অযাচিত হস্তক্ষেপ
১০। অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব
১১। সরকারের নীতিমালা (শিল্পনীতি) বাস্তবায়নে জটিলতা
১২। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্তলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক মনোভাব
১৩। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
১৪। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিসিকে জনবলের অভাব
১৫। বিপণন ও প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহের অভাব
১৬। চাহিদা ও দক্ষতাভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাঁচামালের অভাব
১৭। শিল্পস্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব
১৮। রুগ্ন শিল্প পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপের অভাব
১৯। উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি সম্পদ চাহিদা ও দক্ষতাভিত্তিক শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে খাত ও উপ-খাতভিত্তিক সমীক্ষার অভাব
২০। শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীন রাস্তাঘাট, ড্রেন ব্যবহার অনপযোগী এবং অপর্যাপ্ত পারি সরবরাহ
২১। অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, লোডশেডিং ও গ্যাসের অভাব
২২। শিল্পনগরীতে জমির মূল্য বৃদ্ধি
২৩। ১৯৯১ সালের পরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে কোন জরিপ হযনি। ফলে এ সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে
২৪। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে যথাযথ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও উদ্যোক্তাদের স্বার্থে উক্ত খাতে জাতীয় ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সহজলভ্য নয়।

467436

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
(গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল, উপসংহার ও সুপারিশ)

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

(গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল, উপসংহার ও সুপারিশ)

৭.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

উল্লিখিত গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দু'টি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তা, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের বিভিন্ন শিল্প নগরী পরিদর্শন করতে গিয়ে এ রকমের বেশ কিছু সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন-

- প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে ৩/৪ জন কর্মকর্তা থাকার কথা কাগজে থাকলেও বাস্তবে একজনের বেশি কর্মকর্তা পাওয়া যায়নি।
- উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকারী দপ্তরে পরিদর্শন ও পরিকল্পনাবিদের অভাব রয়েছ। মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশের সকল শিল্পের জন্য অভিন্ন আইন বিদ্যমান। কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য আলাদা আইন করা হয়নি। বৃহৎ ও মাঝারি কারখানা আইন ঠালাওভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে। এ কারণে স্বল্প মূলধনী অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
- শিল্পোউন্নয়নের জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা দরকার। স্কিটি উদ্যোক্তা উন্নয়নে যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তা খুবই সীমিত ও ঢাকা কেন্দ্রীক। যার ফলে শিল্পনগরীগুলোতে কর্মী ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অভার পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- ঋণদানের প্রক্রিয়ার জটিলতা ও এরসাথে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে, যা দূর করতে হবে এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনসহ বিভিন্ন বেসরকারী ঋণদান সংস্থাকে সহজ শর্তে ঋণদান ইস্যুতে এ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারক কর্মকর্তাদের চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- এছাড়া দেখা যায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঝুঁকি গ্রহণে সক্ষম মেধাবী, পরিশ্রমী ও দক্ষ শিল্প মালিকদের সংখ্যা বাংলাদেশে পর্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্প মালিকেরাই স্বল্প পরিশ্রম এবং মূলধনে তরিঘড়ি করে উচ্চহারে মুনাফা অর্জনে আগ্রহী, যা সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের উদ্যোক্তাদের জমি লিজ দেয়ার পূর্বে মেধা ও দক্ষতা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে হবে।
- শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অধিকাংশই অশিক্ষিত ও দরিদ্র। যার কারণে নূন্যতম নিরাপত্তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এদের বিদেশই তো দূরে থাক দেশী কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আমি মনে করি এর ফলে উৎপাদনশীলতা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৭.২ উপসংহার

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় অগ্রগতি অর্জন বিসিকের সমুদয় কর্মকা- পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য। বিসিক মূলতঃ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নে অবদান রাখা, কর্মসংস্হান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মকা- পরিচালনা করে আসছে। বিসিকের উদ্যোগে এ পর্যন্ত সারা দেশে ৭৪ টি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। এ সব শিল্পনগরীতে বর্তমানে বছরে প্রায় ২৯ হাজার ২৭ কোটি টাকার পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে সাড়ে ১৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি পণ্য বিদেশে রফতানি হচ্ছে এবং সেখানে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। বিসিকের প্রতিষ্ঠিত শিল্পনগরীতে অনেক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রাকারে শুরু করে পরবর্তীতে দেশের অত্যন্ত নামী-দামী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে বিসিক উক্ত খাতের উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, উদ্যোক্তাদের জন্য প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন, শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান, ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তাদান, শিল্প ইউনিট স্থাপনে তদারকী, পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন, কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ, সময়োপযোগী নকশা ও নমুনা তৈরি এবং তা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনে দেশব্যাপী বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনসহ বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদান করে আসছে। ১৯৬০-র দশকে এ দেশে কুটির ও তাঁত শিল্প ছাড়া শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্প বলতে তেমন কিছুই ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের শিল্পখাতে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ আজ সর্বত্র গুরুত্ব পাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিসিক শিল্পনগরীসমূহ যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। এ কথা বলা অপ্রাসংগিক হবেনা যে, বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের কর্মসূচি ষাটের দশকে গ্রহণ করেছে বলে স্বাধীনতা উত্তরকালে এ দেশের উদ্যোক্তাগণ শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য হাতের কছে তৈরি অবকাঠামো পেয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় উদ্যোক্তাদের চাহিদা, সম্ভাবনা এবং ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭৪টি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। শিল্পনগরীর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। একথা এখনো জোর দিয়ে বলা যায়। কারণ বিগত দিনের মত আজও শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পনগরী ও শিল্পপার্ক স্থাপিত হচ্ছে। দেশের চাহিদা, রফতানি আয়বৃদ্ধি, রেমিটেন্স প্রবাহ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আগামী দিনেও শিল্পনগরী স্থাপন প্রয়োজন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে দেশে বেকার যুবক-যুবতী ও সর্বশ্রেণীর মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি বিল্পবাত্মক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ অঞ্চলের অর্থনীতি অনেকখানি কৃষি ভিত্তিক। শিল্প বিকাশের মাধ্যমে যতটা দেশকে সমৃদ্ধশীল করা যাবে কিন্তু কৃষির মাধ্যমে নয়। তবে কৃষিই পারে শিল্পের যোগান দিতে। সুতরাং দেশের উন্নয়নের জন্য কৃষির পাশাপাশি শিল্পকে গুরুত্ব আরোপ করা। শিল্পই পারে এ বিশাল বিল্পব জনগোষ্ঠিকে কর্মসংস্থান দিয়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে।

"ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র নয়
দিনে দিনে বড় হয়"

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রশিল্পের একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের অনেক সুবিধাজনক।

দেশের শিল্পখাতে সামুগ্রিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ আজ সর্বত্র গুরন্নত্ব পাচ্ছে। দেশের চাহিদা, রফতানি আয়বৃদ্ধি, রেমিটেন্স প্রবাহ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, কর্মসংস্হান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্পসম্মৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আগামী দিনেও এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ প্রস্তাবিত সুপারিশ

উল্লিখিত গবেষণা কাজে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক নিবন্ধিত ৪টি জেলার মোট ৫০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (উদ্যোক্তা) ও পাঁচ জন শ্রমিক এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনে কর্মরত ২০ জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত বর্তমান সমস্যাসমূহ উল্লেখপূর্বক সমাধানের জন্য সুপারিশ উল্লেখ করা হলো:

০১। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

০২। শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ লাভজনকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট ও ড্রেনের উন্নয়ণ এবং পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

০৩। শিল্পায়ন তথা শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারখানায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

০৪। বাস্তবতার ভিত্তিতে শিল্পনগরীর জমির মূল্য পুন:নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

০৫। প্রশিক্ষত উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

০৬। সরকারি ও বেসরকারি সকল ব্যাংকে ক্ষুদ্র ও ক্লুটির শিল্পখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করাসহ আলোচনার ভিত্তিতে ন্যূণতম সুদের হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

০৭। শিল্পখাতে কোন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঋণের শর্তাবলী আরো সহজতর করাসহ বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

০৮। বাস্তবতার নিরিখে ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্ক নির্ধারণ করতে হবে।

০৯। অবাধ আমদানি নিয়ন্ত্রণসহ চোরাচালান প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০। বিপণনের প্রসারের জন্য বিসিক তথা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১। দক্ষ শ্রমিক প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিসিকের নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রগুলোকে আরো যথাযথভাবে শক্তিশালী করতে হবে।

১২। যুগোপযোগী ও লগমই প্রযুক্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিসিককে বাস্তবতার নিরিখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩। জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি শ্রমিক প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিনামূল্যেও যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৫। শিল্পায়নের স্বার্থে সরকার ঘোষিত নীতিমালা (শিল্পনীতি) যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন।

১৬। শিল্পায়নের স্বার্থে অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উদ্যোক্তাদেরকে আরো সক্রিয় ও অধিকতর সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

১৭। মাঠ পর্যায়ে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেট আপ অনুযায়ী বিসিক জনবলের নিয়োগ হওয়া প্রয়োজন।

১৮। বিষয় বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে জনবল সৃষ্টির জন্য বিসিককে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৯। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক হালনাগাদ দেশীয় ও বিদেশী বিপণন ও প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০। রুগ্ন শিল্পের জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২১। আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদারকরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

২২। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাপ্তির বিষয়ে বিসিক কর্তৃক হালনাগাদ তথ্য থাকতে হবে।

২৩। সম্পদ, চাহিদা ও দক্ষতা ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিসিক কর্তৃক খাত ও উপ-খাত ভিত্তিক বিভিন্ন সমীক্ষা প্রণয়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

পরিশিষ্ট– ১

- আব্দুল আউয়াল খান ও অন্যান্য, ব্যবস্থাপনা, আবীর পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১।
- আবু তাহের খান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন ঃ সমস্যা ও করণীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর-৯৭, জুন-৯৮।
- এম. এম. আকাশ, বাংলাদেশের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, প্যানিরাস, ঢাকা, ২০০৪।
- কাজী ফারুকী ও অন্যান্য, বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন, তৃতীয় সংস্করণ, কাজী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।
- কারবারের ব্যবস্থাপনা, দশম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৮।
- জগলুল আলম, বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রয়তন শিল্পখাত, শিল্পজার্নাল, ২য় সংখ্যা, বিসিক, অক্টোবর, ১৯৮৪।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্পনগরী ডাইরেক্টরী, ১৯৯৫।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, পণ্য ডাইরেক্টরী, ২০০৫।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১২।
- বিসিক পরিচিতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন থেকে প্রকাশিত, ২০১২।
- বিসিক ওয়েব সাইট : www.bscic-gov.bd
- বিসিকের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ২০১২।
- মোঃ হাবিবুল্লাহ, সাংগঠনিক ব্যবহরার ও শিল্প মনোবিজ্ঞান, তৃতীয় সংস্করণ, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫।
- মোঃ রফিকুল্লাহ এমরান, যুক্তরাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও কৌশল, দৈনিক অর্থনীতি, ৬৮ তম সংখ্যা, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

- শিল্পমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিল্পনীতি ১৯৯৯।
- জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০।
- জনাব মো: মহিউদ্দিন, সাংগঠিক আচরণ, সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
- রপ্তানি আয় ২০০৭-২০০৮।
- ডঃ শাহজাহান তপন, থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল
- মুহাম্মদ আলী মিঞা, মো: আলিম উল্যামিয়ান পরিসংখ্যান পরিচিতি।
- Vepa, R.K., Small Industry: The Challenge of the Eighties, Vikas Publishing House PVT. Ltd., New Delhi, 1983.
- Kothare C.R. Research Methodology, New Delhi, New Age International (P) Ltd. 2006।
- BSCIC, Annual Report, 2000-12

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– ২ (তথ্য নির্দেশ)

- ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
- ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
- বিসিকের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
- কুটির শিল্পের মালিকগণের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–৩ (প্রশ্নপত্র)

গবেষণার প্রশ্নমালা সেট- ১

বিসিক কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশ্ন

১। নাম ঃ

২। পদবী ঃ

৩। অফিসের ঠিকানা ঃ

৪। আপনি কি মনে করেন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সহায়ক হিসাবে কাজ করছে?

□ হ্যাঁ □ না

৫। বিসিক শিল্প নগরীর উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কি না ? □ হ্যাঁ □ না

৬। আপনি কি মনে করেন আমাদের জনশক্তিকে আপনাদের মাধ্যমে উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দিলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে?

□ হ্যাঁ □ না

৭। আপনি কি মনে করেন বিসিক বা সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে তা যথাযথ?

□ হ্যাঁ □ না

৮। ৭-এর উত্তর না হলে কি ধরণের সহায়তা করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৯। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প জাত পণ্যের গুণগত ও পরিমান গত মান সম্পন্ন কি না? □ হ্যাঁ □ না

Dhaka University Institutional Repository

১০। আপনি কি মনে করেন বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ হলে বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে?

☐ ☐
হ্যাঁ না

১১। বিসিক শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার কিভাবে প্রসার করানো যায়?

ক) প্রচারণা বৃদ্ধি করে
খ) পণ্যের সহজ লভ্যতা
গ) গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধি করা
ঘ) অন্যান্য

১২। বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিসিকে ভূমিকা কতটুকু সংক্ষেপে বলুন

.....

☐ ☐
১৩। বর্তমানে বিসিক শিল্পনগরীর অবস্থা পূর্বের তুলনায় কি রূপ হয়েছে? উন্নতি অবনতি

১৪। আপনার উত্তরের স্বপক্ষে কারণগুলো বলুন

.....

১৫। বিসিকের উন্নয়ন সম্পর্কে আপনার মতামত

.....

এই গবেষণা-জরিপে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার প্রশ্নমালা সেট- ২

উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশ্ন

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। নাম ও পদবী ঃ

৩। প্রতিষ্ঠান স্থাপন কাল ঃ

৪। শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোট বিনিয়োগ ঃ টাকা

৫। উৎপাদিত প্রধান পণ্য ঃ

৬। প্রতিষ্ঠানের ধরণ ঃ ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ লিঃ কোম্পানী

৭। প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকৃত জনশক্তি কত?

প্রশাসনিক	শ্রমিক	মোট

৮। বিসিক কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠায় কী ধরণের সহায়তা পেয়েছেন?

ক) ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে
খ) প্রযুক্তিগত সহায়তা
গ) আর্থিক সহায়তা
ঘ) অবকাঠামোগত সহায়তা
ঙ) পণ্য বিপনণে সাহায্য
চ) অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

৯। শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বিদ্যমান আছে কি?

□ হ্যাঁ □ না

১০। ৮নং প্রশ্ন উত্তর হ্যাঁ হলে কি ধরণের সমস্যা

ক) কাঁচামাল প্রাপ্তি সমস্যা
খ) দক্ষ জনশক্তির সমস্যা
গ) আর্থিক সমস্যা
ঘ) পণ্য বিপনণ সমস্যা
ঙ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা
চ) অন্য যে কোন সমস্যা

১১। আপনার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলকে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কোন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে কি?

□ হ্যাঁ □ না

১২। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিসিকের ভূমিকাকে যথাযথ বলে মনে করেন।

□ হ্যাঁ □ না

১৩। ১১ নং উত্তর না হলে এ ক্ষেত্রে বিসিককে আরো কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন .....

১৪। আপনি কি মনে করেন বিসিক যদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনাদের জনশক্তি প্রধান করেন তাহলে আপনাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

□ হ্যাঁ □ না

১৫। আপনি কি মনে করেন উন্নত বা আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুযায়ী যতি আপনার প্রতিষ্ঠান চালানো হয় তা হলে আপনার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হবে তথা দেশের আর্থিক ও শিল্পোন্নয়ন হবে।

□ হ্যাঁ □ না

Dhaka University Institutional Repository

১৬। বিসিক শিল্প নগরীর উন্নয়নে আপনার কোন মতামত

.....

এই গবেষণা-জরিপে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার প্রশ্নমালা সেট- ৩

প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য প্রশ্ন

১। আপনার নাম ঃ

২। বয়স ঃ

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ☐ অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ☐ এসএসসি ☐ এইচএসএসসি ☐ স্নাতক

৪। কত দিন যাবৎ কাজ করেন ঃ

৫। আপনি কি প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ যথাযথ বলে মনে করেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৬। ৫নং প্রশ্ন উত্তর না হলে কি ধরণের সমস্যা টিক ☑ চিহ্নিত করুন ঃ

ক) পর্যাপ্ত আলো বাতাসের আভাব

খ) পয়-নিষ্কাশনের অব্যবস্থা

গ) খাওয়া ও বিশ্রামের সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব

সামাজিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

ক) মৃত্যুবরণ করলে

খ) দূর্ঘটনা লগ্নি

গ) অসুস্থকালীন ছুটি

ঘ) অন্য কোন

৭। কাজ করার প্রয়োজনীয় উপকরণ আছে কি ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

Dhaka University Institutional Repository

৮। প্রতিষ্ঠান থেকে আপনাদের কোন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৯। বিসিকের কাজ সম্পর্কে আপনার মতামত .....

এই গবেষণা-জরিপে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

RB
B
338.634
JEB
C.1

467436

Acc: 467436